ভারত-রত্নমালা।

EXTRACTS FROM THE MOHABHARAT

IN BENGALI.

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের মহাভারতের
অনুবাদ হইতে সংগৃহীত।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

শ্যামপুকুর—২নং অভয়চরণ ঘোষের লেন কুমুদবন্ধু যন্ত্রে
শ্রীহরিদাস মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৭।
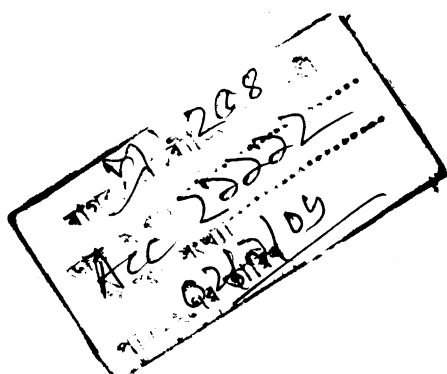
বিজ্ঞাপন।

সত্যের জয় চিরকালই। তদনুসারে সাক্ষাৎ সত্যস্বরূপ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, উদীয়মান দিবাকরের ন্যায়, বিশ্বজনীন বিচিত্র আকারে দিন দিন যেরূপ পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সুবিস্তৃত বা সুপরিব্যাপ্ত হইতেছে, তাহাতে কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, কি ব্রাহ্ম, সকল সম্প্রদায়ই ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে সাতিশয় উৎসুক হইয়া থাকেন; ঐরূপ ঔৎসুক্য হওয়াও ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে বিধেয় বটে। কিন্তু এই ধর্ম্ম যেরূপ বেদ ও পুরাণাদির সমবায়ে বহুবিস্তৃত বা বহুশাখায় বিভক্ত, তাহাতে সহজে ঐ ঔৎসুক্য নিবৃত্তি বা তৃপ্তি হওয়াও কোনমতেই সম্ভব নহে। কে না জানেন, অষ্টাদশ পুরাণ, চারি বেদ এবং তাহাদের আনুষঙ্গিক বহুবিধ উপপুরাণ ও উপনিষদাদি বহুসংখ্য শাস্ত্রসংগ্রহপূর্ব্বক সবিশেষে আয়ত্ত করিয়া, এই ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া এক জীবনের সাধ্য বা কার্য্য নহে। এই কারণে সমস্ত বেদ পুরাণাদি অল্পায়াসে ও অল্পসময়ে যাহাতে বিশিষ্টরূপে আয়ত্ত হইতে পারে, তদনুরূপ একখানি সংগ্রহগ্রন্থ প্রস্তুত হওয়া সকলেরই অভিলষণীয়, সন্দেহ নাই। এই যোগভারত বা সারস্বতসংহিতা, ঐরূপ সারসংগ্রহ স্বরূপ; সুতরাং ইহা পাঠে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, সকল সম্প্রদায়েরই আশা পূর্ণ ও কৌতূহল নিবৃত্তি হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। আমরা বহু আয়াসে ও বহু ব্যয়ে ইহার সংগ্রহ করিয়াছি।

ব্যাসদেব মহাভারত শান্তিপর্ব্বের একোনষষ্টিতম অধ্যায়ে যে বহুবিস্তৃত, বহুমত ও বহুযত্নসিদ্ধ অপূর্ব্ব গ্রন্থের সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছেন এবং পৃথিবীর সার ঐ শান্তিপর্ব্ব যে গ্রন্থের সারসংগ্রহমাত্র, এই যোগভারত সেই গ্রন্থেরই অনুবাদমাত্র। সুতরাং ইহা যে সর্ব্বজনসমাদৃত হইবে, সন্দেহ কি? অথবা কালেই পরিচয় পাইবেন। আমাদের অনর্থক বচনরচনায় প্রয়োজন নাই।

যাহাতে বালক, বৃদ্ধ ও যুবা, সকল অবস্থার স্ত্রী পুরুষমাত্রেই পড়িতে পারেন, ইহা তদনুরূপে সংগৃহীত হইয়াছে।

আমরা বোধ হয়, সংক্ষেপে সকল কথাই বলিলাম। এক্ষণে সকলে অনুগ্রহপূর্ব্বক এক একবার পাঠ করেন, ইহাই সবিনয়ে প্রার্থনা।

যোগভারতে যে যে বিষয় বর্ণিত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

প্রজাপতি ভগবান্ ব্রহ্মা সকল লোকের রক্ষা জন্য বুদ্ধিবলে একখানি লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করেন, উহার নাম যোগভারত। ঐ নীতিশাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এবং মোক্ষের সত্ত্ব, রজঃ ও তম নামে তিন বর্গ, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও সাম্য নামে দণ্ডজ ত্রিবর্গ, চিত্ত, দেশ, কাল, উপায়, কার্য্য ও সহায় নামক নীতিজ ষড়বর্গ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কৃষি, বাণিজ্যাদি জীবিকাকাণ্ড, দণ্ডনীতি, অমাত্য, রক্ষার্থ নিযুক্তচর ও গুপ্তচরগণের বিষয়, রাজপুত্রের লক্ষণ, চরগণের বিবিধোপায়, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা, ভেদকারণ, মন্ত্রণা ও বিভ্রম, মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, ভয়, সৎকার ও বিত্তগ্রহণার্থ অধম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন প্রকার সন্ধি, ত্রিবর্গের বিস্তার, অর্থ দ্বারা বিজয় ও আসুরিক বিজয়, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ও কোষ এই পঞ্চবর্গের ত্রিবিধ লক্ষণ, প্রকাশ্য ও অপ্রাকাশ্য সেনার বিষয়, অষ্টবিধ গূঢ়বিষয় প্রকাশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, ভারবহ, চর, পোত ও উপদেষ্টা এই অষ্টবিধ সেনাঙ্গ, বস্ত্রাদি ও অন্নাদিতে বিষযোগ, অভিচার, অরি, মিত্র ও উদাসীনের বিষয়, পথগমনের গ্রহনক্ষত্রাদি জনিত সমগ্র গুণ, ভূমিগুণ, আত্মরক্ষা, আশ্বাস, রথাদি নির্ম্মাণের অনুসন্ধান, মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথসজ্জার উপায়, বিবিধ, ব্যূহ, বিচিত্র যুদ্ধকৌশল, ধূমকেতু, প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপাত, উল্কাদির নিপাত, সুপ্রণালীক্রমে যুদ্ধ, পলায়ন, অস্ত্রশস্ত্রের শাণপ্রদান, অস্ত্রজ্ঞান, সৈন্যব্যসন মোচন, সৈন্যের হর্ষোৎপাদন, পীড়া, আপদ্‌কাল, পদাতিজ্ঞান, খাত খনন, পতাকাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রুর অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারণ, প্রধান ব্যক্তির ভেদ, বৃক্ষচ্ছেদন মন্ত্র তন্ত্রাদিপ্রভাবে হস্তীদিগের বলহ্রাস, শঙ্কা উৎপাদন এবং অনুরক্ত ব্যক্তির আরাধন ও বিশ্বাসজনন দ্বারা পররাষ্ট্রে পীড়া প্রদান, সপ্তাঙ্গ রাজ্যের হ্রাস, বৃদ্ধি ও সমতা, কার্য্যসামর্থ্য, কার্য্যের উপায়, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, শত্রুমধ্যস্থিত মিত্রের সংগ্রহ, বলবানের পীড়ন ও বিনাশসাধন, সূক্ষ্ম ব্যবহার, খলের উন্মূলন, ব্যায়াম, দান, দ্রব্যসংগ্রহ, অভৃত ব্যক্তির ভরণপোষণ, ভৃত্য ব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণ, যথাকালে অর্থদান, ব্যসনে অনাসক্তি, ভূপতির গুণ, সেনাপতির

গুণ, ত্রিবর্গের কারণ ও গুণ, দোষ, অসৎ অভিসন্ধি, অনুগতদিগের ব্যবহার, সকলের প্রতি শঙ্কা, অনবধানতা পরিহার, অলব্ধ বিষয়ের লাভ, লব্ধ বস্তুর বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধ ধনের বিধানানুসারে সৎপাত্রে দান, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং ব্যসন বিনাশের নিমিত্ত অর্থদান, বিবিধ যন্ত্র ও যন্ত্রকার্য্য, অবরোধ, কৃষ্যাদি কার্য্যের অনুশাসন, নানা প্রকার উপকরণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধোপায়, ছয় প্রকার দ্রব্য, লব্ধরাজ্যে শান্তিস্থাপন, সাধুলোকের পূজা, বিদ্বান্ব্যক্তিদিগের আত্মীয়তা, দান ও হোমের পরিজ্ঞান, মাঙ্গল্য বস্তুর স্পর্শ, শরীরসংস্কার, আহার, আস্তিকতা, এক পথ অবলম্বন পূর্ব্বক অভ্যুদয় লাভ, সত্য মধুর বাক্য, সামাজিক উৎসব, গৃহকার্য্য, চত্বরাদি স্থানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহারের অনুসন্ধান, যুক্তানুসারে দণ্ডবিধান, অনুজীবিগণের মধ্যে জাতি ও গুণগত পক্ষপাত, পৌরজনের রক্ষাবিধান, দ্বাদশ রাজমণ্ডল বিষয়ক চিন্তা, দ্বিসপ্ততি প্রকার শারীরিক প্রতিকার, দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, উপায়, অর্থস্পৃহা, কৃষ্যাদি প্রভৃতি মূলকার্য্যের প্রণালী, মায়াযোগ, নৌকা নিমজ্জনাদি দ্বারা নদীর পথরোধ এবং যে যে উপায় দ্বারা লোক সকল স্ব স্ব ধর্ম্মে ব্যবস্থিত থাকে, তাহার বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভগবান্ পদ্মযোনি ঐ নীতিশাস্ত্র প্রণয়নপূর্ব্বক ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে হৃষ্টমনে কহিলেন, সুরগণ! আমি ত্রিবর্গ সংস্থাপন ও লোকের উপকার সাধনের নিমিত্ত বাক্যের সার স্বরূপ এই নীতিশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি। ইহা পাঠ করিলে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক লোকরক্ষা করিবার বুদ্ধি জন্মিবে। এই নীতিসার শাস্ত্র মহাত্মাদিগের আদরণীয় হইবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় ইহাতে সবিশেষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কমলযোনি ঐ রূপে সেই লক্ষাধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিলে বহুরূপধারী বিশালাক্ষ ভগবান্ ভবানীপতি প্রথমে উহা গ্রহণ করিলেন এবং প্রজাবর্গের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া উহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহেশ্বর সেই ব্রহ্মকৃত নীতিশাস্ত্র সংক্ষিপ্ত করিয়া দশসহস্র অধ্যায়ে পর্য্যবসিত করিলে সেই সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র বৈশালাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। তৎপরে ভগবান্ ইন্দ্র ঐ শাস্ত্রকে পঞ্চসহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া

বাহুদন্তক নাম প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বৃহস্পতি ঐ বাহুদন্তক গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া তিন সহস্র অধ্যায়ে কীর্ত্তন পূর্ব্বক বার্হস্পত্য নাম প্রদান করিলেন। ইহাতেই যোগভারতের উৎপত্তি। কেহ কেহ বলেন, শুক্রাচার্য্য পুনরায় উহাকে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করেন। তিনি যোগের আচার্য্য; এইজন্য তাঁহার কৃত ঐ গ্রন্থের নাম যোগভারত।

বলরাম দের ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।
৩০এ জ্যৈষ্ঠ, শকঃ ১৮০৭। } সংগ্রাহক।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, দীনবৎসল সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস লোকের হিতার্থ বেদের বিভাগ করিয়া এবং অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করিয়া, চতুর্ব্বর্ণের ও স্ত্রীজাতির পাঠ ও শ্রবণোপযোগী মহাভারত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ভারতচ্ছলে সমুদায় বেদই কীর্ত্তন করিয়া হিন্দুমাত্রেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম অবগতির উপায় করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহাভারতকে রত্নাকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইতিহাস, উপন্যাস, ধর্ম্মার্থবিবৃতি প্রভৃতি সকল বিষয়ই মহাভারতে সন্নিবেশিত আছে এবং বালবৃদ্ধবনিতা হিন্দু মাত্রেরই ইহা পাঠ ও শ্রবণ করা উচিত। কিন্তু এরূপ অদ্বিতীয় গ্রন্থের কিয়দংশও অস্মদ্দেশীয় বালক বালিকাগণের পাঠার্থ ব্যবহৃত হয় না। ইউরোপে ইলিয়ড, ইনিয়ড প্রভৃতি পুরাতন মহাকাব্য পাঠ না করিলে, কোন বালকই শিক্ষিত বলিয়া গণ্য হয় না; কিন্তু দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হিন্দুবালকগণের রামায়ণ ও মহাভারতের অন্ততঃ কিয়দংশ যে পাঠ করা কর্ত্তব্য ইহা অতি অল্প লোকেরই মনে উদয় হয়। মূল রামায়ণ ও মহাভারত বালকগণের দুরবগম্য বটে, কিন্তু উভয় গ্রন্থেরই উৎকৃষ্ট অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ঐ সকল অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া নীতিগর্ভ, মনোরঞ্জন ও ধর্ম্মার্থযুক্ত উপন্যাস সকল সহজেই পাঠোপযোগী করা যাইতে পারে। ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারত অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। এই গ্রন্থ হইতে কয়েকটীমাত্র রত্ন উদ্ধৃত করিয়া "ভারত-রত্নমালা" প্রকাশিত হইল। রত্নাকর হইতে রত্ন সংকলন করা সহজ নহে, সুতরাং "ভারত-রত্নমালায়" উদ্ধৃত অংশগুলি যে মহাভারতের মধ্যে উৎকৃষ্ট তাহা বলা যায় না, কিন্তু পুস্তকখানি সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের পাঠোপযোগী করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষাও পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।
৩০এ জ্যৈষ্ঠ, শকঃ ১৮০৭।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

যোগভারতের নিয়মাবলী।

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য নগদ দিলে ।০

নগদ না দিলে ।৵০

অনুমান পঞ্চাশ খণ্ডে ১২৲ টাকায় পুস্তক সমাপ্ত হইবে।

যিনি এককালীন সমস্ত পুস্তকের মূল্য দিবেন, তাঁহাকে টাকায় ।০ হিঃ ১২৲ টাকায় ৩৲ টাকা কমিশন স্বরূপ ছাড় দেওয়া হইবে। তাহা হইলে সমস্ত পুস্তকের মূল্য ৯ নয় টাকা পড়িবে।

বার খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ টাকা।

মফস্বলে প্রত্যেক পুস্তকে স্বতন্ত্র ৴১০ অর্দ্ধ আনা ডাক-মাশুল লাগিবে।

প্রথম খণ্ড গ্রহণ করিলেই সমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত পুস্তকের দায়ী হইতে হইবে, এই মূল্য ।৵০ আনা হিসাবে আদায় করা যাইবে।

ঈশ্বর না করুন, আমরাও পুস্তক সমাপ্ত করিতে না পারিলে, গৃহীত মূল্য ফেরত দিব।

ইত্যাদি নিয়মে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। বিবিধ সামাজিক পুস্তকের সুযোগ্য প্রকাশক বাবু হরিদাস মান্না আমাদের প্রতিনিধি ও সর্ব্বাধ্যক্ষ হইলেন। তাঁহারই নামে সমস্ত আদান প্রদান হইবে।

প্রকাশক।

১৫০ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

UTTARPARA JOYKRISHNA PUBLIC LIBRARY
No. ৮২৮
CALCUTTA
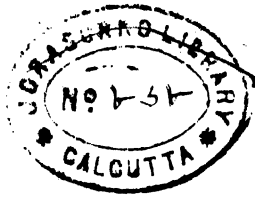
ভারত-রত্নমালা।

সাবিত্রী।

মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক পরম ধার্ম্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল নরপতি ছিলেন। উহাঁর সন্তান সন্ততি কিছুই ছিল না। কালক্রমে বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইলে ভূপতি অনপত্যতা নিবন্ধন দুঃখে পরিতাপিত হইয়া অপত্যোৎপাদনার্থ মিতাহার, ব্রহ্মচর্য্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি তীব্রতর নিয়ম সকল অবলম্বন-পূর্ব্বক সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশে হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রতিদিন লক্ষ আহুতি প্রদান করিয়া দিবসের ষষ্ঠ ভাগে যৎকিঞ্চিৎ আহার গ্রহণ করিতেন।

এই রূপে অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইলে সাবিত্রী দেবী সুপ্রীত হইলেন এবং দিব্য কলেবর ধারণ করিয়া অগ্নিহোত্র হইতে উত্থানপূর্ব্বক অশ্বপতির নেত্রপথে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, মদ্ররাজ! আমি তোমার ব্রহ্মচর্য্য, শুচি, দম, নিয়ম ও অকৃত্রিম ভক্তিতে অতীব প্রীত হইয়াছি; এক্ষণে তুমি ধর্ম্মবিষয়ে অপ্রমত্ত হইয়া অভীপ্সিত বর গ্রহণ কর।

অশ্বপতি কহিলেন, দেবি। দ্বিজাতিগণ আমারে কহিয়া থাকেন যে, সন্তানই পরম ধর্ম্ম। আমি তাঁহাদের বাক্যে আস্থা করিয়া ধর্ম্ম লাভ কামনায় অপত্য লাভের নিমিত্ত আপনার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমারে এই বর প্রদান করুন যে, আমার বহুসংখ্যক সন্তান উৎপন্ন হউক।

সাবিত্রী কহিলেন, হে রাজন্! আমি পূর্ব্বেই এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া তোমার পুত্রের নিমিত্ত ভগবান্ পিতামহকে কহিয়াছিলাম; তাঁহার

প্রসাদে অচির কালমধ্যেই তোমার এক তেজস্বিনী কন্যা উৎপন্ন হইবে। আমি পিতামহের সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট হইয়া কহিতেছি তুমি ইহাতে আর কিঞ্চিন্মাত্র উত্তর প্রদান করিও না।

রাজা অশ্বপতি সাবিত্রীর বাক্য স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহারে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন; তৎপরে সাবিত্রী দেবী অন্তর্হিত হইলে স্বদেশে গমন-পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ব্রত পরায়ণ রাজার জ্যেষ্ঠ মহিষী গর্ভবতী হইলেন। রাজপুত্রীর গর্ভ সিত-পক্ষোদিত চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজমহিষী সমুচিত সময়ে এক রাজীবলোচনা কন্যা প্রসব করি-লেন। নৃপচূড়ামণি অশ্বপতি প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে কন্যার জাতকর্ম্ম সমাধান করিলেন। সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশে হোম করাতে তিনি প্রীত হইয়া কন্যাটি প্রদান করিয়াছেন বলিয়া রাজা ও বিপ্রগণ তাহার নাম সাবিত্রী রাখিলেন। রাজপুত্রী সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে যৌবনসীমায় আরোহণ করিলেন। তৎকালে লোকে তাঁহারে সুমধ্যমা, নিবিড়নিতম্বিনী ও কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া বোধ করিতে লাগিল যে, বুঝি, দেবকন্যা মানবরূপ ধারণ করিয়া অবনীতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। এই পদ্মপলাশলোচনা এরূপ তেজস্বিনী ছিলেন যে, সকল পুরুষই তাঁহার তেজঃপ্রভাবে প্রতিহত হইয়াছিল; কেহই তাঁহার পাণি গ্রহণে সাহস করিতে পারেন নাই।

একদা পর্ব্বদিবসে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীসদৃশী সাবিত্রী উপবাস, স্নান, দেবার্চ্চন ও অগ্নিতে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিয়া শেষ গ্রহণ পূর্ব্বক মহাত্মা পিতার সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহারে অভিবাদন ও শেষ দ্রব্য নিবেদন করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহারাজ অশ্বপতি দেবরূপিণী স্বীয় কন্যারে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, হায়! কন্যাটি যৌবনস্থা হইয়াছে, কিন্তু কেহই ইহার পাণিগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করে না। মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে সাবিত্রীরে কহিলেন,বৎসে! তোমার সম্প্রদানসময় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই তোমার নিমিত্ত

আমার নিকটে প্রার্থনা করে না; অতএব তুমি স্বয়ং আত্মানুরূপ ভর্ত্তা অন্বেষণ কর। যে ব্যক্তি তোমার অভিলষিত হইবে, আমার নিকটে তাহার পরিচয় প্রদান করিবে; আমি বিবেচনা করিয়া তোমারে সম্প্রদান করিব। আমি ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠ সময়ে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বৎসে! যে পিতা কন্যারে সম্প্রদান না করে, যে পুরুষ বিবাহ না করে এবং যে ব্যক্তি ভর্ত্তৃহীনা মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করে, এই তিন জন নিন্দনীয় হয়। অতএব তুমি বরান্বেষণে সত্বর হও; আমি যাহাতে দেবগণের নিন্দনীয় না হই তাহা কর।

রাজা অশ্বপতি কন্যাকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া মন্ত্রিগণকে তাঁহার অনুযাত্র হইতে অনুমতি করিলেন। সাবিত্রী লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পিতার পাদ বন্দনপূর্ব্বক বৃদ্ধ সচিবগণ সমভিব্যাহারে হৈম রথে আরোহণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন; পিতার আজ্ঞায় কিঞ্চিন্মাত্র বিচার করিলেন না। নৃপনন্দিনী প্রথমতঃ রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবনে গমনপূর্ব্বক তত্রস্থ মান্যতম স্থবিরগণের পাদাভিবন্দন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সমুদায় বন গমন-পূর্ব্বক তীর্থে তীর্থে ধন প্রদান করতঃ তত্তদ্দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা মহারাজ মদ্রাধিপতি নারদের সহিত সভামধ্যে সমুপ-বিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে সাবিত্রী মন্ত্রিগণ সমভি-ব্যাহারে সমুদায় তীর্থ ও আশ্রম পর্য্যটন করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। রাজনন্দিনী স্বীয় পিতাকে নারদ সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট দেখিয়া মস্তক দ্বারা উভয়ের পাদ বন্দন করিলেন।

তখন নারদ অশ্বপতিকে কহিলেন, রাজন্! তোমার এই দুহিতাটী কোথায় গিয়াছিল; কোথা হইতেই বা আগমন করিল? কন্যাটি যৌবনস্থা হইয়াছে; তথাপি কেন সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতেছ না?

অশ্বপতি কহিলেন, হে মহর্ষে! আমি উহাকে সৎপাত্রসাৎ করিবার মানসে পাঠাইয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি উহার মুখে শ্রবণ করুন, কাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। মহর্ষিকে এই কথা বলিয়া সাবিত্রীকে কহিলেন, বৎসে! কাহাকে পতি করিতে মনস্থ করিয়াছ, বিশেষ করিয়া বল।

সাবিত্রী পিতার বাক্য শ্রবণে উহা দেববাক্য তুল্য জ্ঞান করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ! পরম ধার্ম্মিক দ্যুমৎসেন নামা ভূপতি শাল দেশের অধীশ্বর ছিলেন। কিয়দ্দিন পরে দুর্ব্বিপাক বশতঃ তাঁহার নেত্রদ্বয় বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময়ে তাঁহার এক মাত্র পুত্রের অতি শৈশবাবস্থা ছিল। রন্ধ্রান্বেষণকারী বৈরিগণ তাঁহারে অন্ধ ও তাঁহার পুত্রকে নিতান্ত বালক দেখিয়া তাঁহার রাজ্যাপহরণ করে। ভূপতি এই রূপে রাজাচ্যুত হইয়া সেই বালক পুত্র ও ভার্য্যা সমভিব্যাহারে অরণ্যে আগমনপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়াছেন। তাঁহার সেই পুত্রের নাম সত্যবান্। সত্যবান্ নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়া তপোবনে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন; তিনিই আমার অনুরূপ পতি, আমি মনে মনে তাঁহাকে বরণ করিয়াছি।

তখন নারদ অশ্বপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভূপতে! তোমার কন্যা বিশেষ না জানিয়া গুণবান্ সত্যবান্‌কে বরণ করিয়া কি অকার্য্য করিয়াছে! সত্যবানের পিতা মাতা সতত সত্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ উহার সত্যবান্ নাম রাখিয়াছেন। সত্যবান্ বালক কালে সাতিশয় অশ্বপ্রিয় ছিল এবং মৃণ্ময় অশ্ব নির্ম্মাণ ও চিত্রফলকে অশ্বের আকার অঙ্কিত করিত বলিয়া অনেকে উহারে চিত্রাশ্ব বলিয়াও আহ্বান করে।

রাজা কহিলেন, হে মহর্ষে! রাজতনয় সত্যবান্ এক্ষণে তেজ, বুদ্ধি, ক্ষমা, পিতৃবাৎসল্য ও শৌর্য্যগুণে অলঙ্কৃত হইয়াছেন ত?

নারদ কহিলেন, সত্যবান্ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, ইন্দ্রের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন ও বসুধার ন্যায় ক্ষমাবান্।

রাজা কহিলেন, রাজনন্দন সত্যবান্ দাতা, ব্রহ্মপরায়ণ, রূপবান্, উদার-স্বভাব ও প্রিয়দর্শন ত?

নারদ কহিলেন, প্রিয়দর্শন সত্যবান্ সংকৃতিনন্দন রন্তিদেবের ন্যায় দান-শীল, উশীনরতনয় শিবির ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী, যযাতির ন্যায় উদার এবং অশ্বিনীতনয়ের ন্যায় রূপবান্। তপোবৃদ্ধ ও শীলবান্ ব্যক্তিরা সংক্ষেপে কহেন যে, মহাবল পরাক্রান্ত সত্যবান্ দান্ত, মৃদু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় বন্ধুজনপ্রিয়, অসূয়াশূন্য, লজ্জাশীল, ধৃতিমান্, ঋজুস্বভাব ও মর্য্যাদা-পালক।

অশ্বপতি কহিলেন, হে তপোধন! আপনি সত্যবানের গুণের কথাই কহিলেন, এক্ষণে উহার যে সমুদায় দোষ আছে, তাহা উল্লেখ করুন।

নারদ কহিলেন, সত্যবানের একমাত্র দোষ আছে; ঐ দোষ তাহার উক্ত সমুদায় গুণের অন্তরায় হইয়াছে; উহা নিবারণ করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। অশেষগুণসাগর সত্যবান্ অল্পায়ু; অদ্যাবধি সম্বৎসর পরিপূর্ণ হইলে অকালে কালকবলে নিপতিত হইবে।

তখন ভূপতি স্বীয় কন্যাকে কহিলেন,সাবিত্রি! তুমি অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। সত্যবানের এক মহাদোষ তাহার সমুদায় গুণ গ্রাস করিয়াছে। ভগবান্ নারদ কহিতেছেন যে, সে অদ্যাবধি সম্বৎসর পূর্ণ হইলেই শমনসদনে গমন করিবে।

সাবিত্রী কহিলেন, দ্রব্যের অংশ একবার মাত্র নিপতিত হয়; কন্যাকে এক বারই প্রদান করে; দদামি এই বাক্য এক বারই বলে; হে পিতঃ! এই তিন কার্য্য এক এক বারই অনুষ্ঠিত হয়। অতএব সত্যবান্ দীর্ঘায়ুই হউন আর অল্পায়ুই হউন; সগুণই হউন বা নির্গুণই হউন; আমি যখন একবার তাঁহারে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি; আমি কদাপি আর কাহারে বরণ করিব না। দেখুন, কর্ম্ম প্রথমত মন দ্বারা নিশ্চিত, তৎপরে বাক্য দ্বারা অভিহিত ও তৎপশ্চাৎ কার্য্য দ্বারা সম্পাদিত হয়; অতএব আমার মতে মনই প্রমাণ।

তখন নারদ ভূপতিরে কহিলেন, হে রাজন্! তোমার কন্যার বুদ্ধি নিতান্ত স্থির; উহারে কখনই এই ধর্ম্মপথ হইতে চালিত করিতে পারিবে না। সত্যবানে যে সমুদায় গুণ আছে, তাহা অন্য কোন পুরুষেই নাই; অতএব আমি কহিতেছি, তুমি সত্যবানকে কন্যা প্রদান কর।

রাজা কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনার বাক্য লঙ্ঘন করা কাহার সাধ্য? আপনি যাহা কহিলেন, উহা যথার্থ, আপনি আমার গুরু; আপনি যাহা কহিলেন তাহাই করিব।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি নির্ব্বিঘ্নে সাবিত্রীকে প্রদান কর, আমি চলিলাম। তোমাদের সকলেরই মঙ্গল হউক।

মহর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া ঊর্দ্ধমার্গে গমন করিলেন,নরপতি অশ্বপতিও দুহিতার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ অশ্বপতি কন্যা সম্প্রদান বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া বিবাহোপযোগী দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিলেন। পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণকে আহ্বানপূর্ব্বক পুণ্যদিনে কন্যা সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া পাদচারে সেই অরণ্যমধ্যে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, অন্ধরাজা দ্যুমৎসেন এক বিশাল শালবৃক্ষমূলে কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন। তখন তিনি যথোচিত উপচারে রাজর্ষিরে অর্চ্চনা করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।

রাজর্ষি দ্যুমৎসেন অশ্বপতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহারে অর্ঘ, আসন ও গো প্রদানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! কি নিমিত্ত এস্থলে আগমন করিয়াছেন? তখন মদ্ররাজ অশ্বপতি সত্যবান্‌কে স্বীয় কন্যা প্রদান করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, হে রাজর্ষিসত্তম! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই সাবিত্রী নাম্নী পরম শোভনা কন্যাটিকে ধর্ম্মানুসারে স্নুষার্থে প্রতিগ্রহ করুন।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, মহারাজ! আমরা রাজ্যচ্যুত হইয়া বনবাসী হইয়াছি। আপনার কন্যা কিরূপে এই বনবাসজনিত দুঃসহ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিবেন? অশ্বপতি কহিলেন, হে রাজর্ষে! আমি ও আমার কন্যা আমরা উভয়েই উৎপত্তিবিনাশাত্মক সুখ দুঃখ সমুদায় জ্ঞাত আছি, অতএব আপনি আমারে আর ও কথা কহিবেন না; আমি আদ্যোপান্ত সমুদায় নিশ্চয় করিয়াই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে রাজন্! আমি প্রণতিপরতন্ত্র হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আপনার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছি,আপনি প্রত্যাখ্যান করিয়া আমার বলবতী আশালতা ছেদন করিবেন না। বিশেষতঃ আমরা উভয়েই উভয়ের অনুরূপ; অতএব আপনি সুশীল সত্যবানের নিমিত্ত আমার কন্যাকে প্রতিগ্রহ করুন।

তখন রাজর্ষি দ্যুমৎসেন কহিলেন, মহারাজ! আপনার সহিত সম্বন্ধ আমার চির প্রার্থনীয়; কিন্তু এক্ষণে আমি রাজ্যচ্যুত হইয়াছি বলিয়া এই

অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করিতেছিলাম। যাহাহউক, আমি পূর্ব্বাবধি যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, আপনি অদ্য আমার সেই মনোরথ পূর্ণ করুন; আপনি আমার অভীষ্ট অতিথি।

অনন্তর তাঁহারা আশ্রমবাসী সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে আনয়নপূর্ব্বক বিধানানুসারে পুত্র কন্যার বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। মহারাজ অশ্বপতি সালঙ্কৃতা দুহিতাকে পাত্রসাৎ করিয়া পরম সুখে স্বভবনাভিমুখে গমন করিলেন। রাজকুমারী সাবিত্রী ও সুশীল সত্যবান্ ইহাঁরা পরস্পর পরস্পরকে লাভ করিয়া পরম প্রীত ও প্রফুল্ল হইলেন। পতিপরায়ণা সাবিত্রী পিতার প্রস্থানানন্তর সর্ব্বাঙ্গ হইতে অলঙ্কার সমস্ত উন্মোচনপূর্ব্বক অরণ্য সুলভ বল্কল ও কাষায় বসন পরিধান করিলেন এবং বিনয় লজ্জা প্রভৃতি বহুবিধ সদ্গুণ, সকলের অভিলাষানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান ও পরিচর্য্যা দ্বারা আশ্রমবাসীদিগের তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। শরীর সংস্কার ও আচ্ছাদনাদি প্রদান দ্বারা শ্বশ্রূকে, দেবপূজা ও বাক্‌সংযম দ্বারা শ্বশুরকে এবং প্রিয়োক্তি,নৈপুণ্য,শান্তি ও নির্জনে উপহার প্রদান দ্বারা ভর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই আশ্রমে তপোনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদিগের কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইল। পতিপরায়ণা সাবিত্রী দেবর্ষি নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া দিন দিন নিতান্ত সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন।

তৎপরে কালক্রমে যে করাল কাল পতিপ্রাণা সাবিত্রীর প্রাণবল্লভের প্রাণ সংহার করিবে; সেই কাল সমুপস্থিত হইল। সাবিত্রীর হৃদয়ে নারদের বাক্য নিরন্তর জাগরূক ছিল; তিনি উহা শ্রবণাবধি দিন দিন দিন গণনা করিতেছিলেন; যখন দেখিলেন, প্রাণেশ্বরের প্রাণ পতনের আর চারি দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে; তখন তিনি ত্রিরাত্র ব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি তাদৃশ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্বশুর রাজা দ্যুমৎসেন সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে উত্থানপূর্ব্বক তাঁহারে সান্ত্বনা করতঃ কহিলেন, রাজপুত্রি! তুমি অতি তীব্রতর কর্ম্ম আরব্ধ করিয়াছ; দিনত্রয় উপবাস করিয়া থাকা অতি দুষ্কর।

সাবিত্রী কহিলেন, তাত! পরিতাপ করিবেন না; আমি ব্রত সাধন

করিতে সমর্থ হইব। অধ্যবসায়ই ইহার উপায়; আমি অধ্যবসায় সহকারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি। তখন পরম ধার্ম্মিক দ্যুমৎসেন, মাদৃশ লোক ব্রত-সংসাধন-কর ব্যতীত কখন ব্রত-ভঙ্গ-কর বলিতে সমর্থ হয় না, এই মাত্র কহিয়া বিরত হইলেন।

এ দিকে সাবিত্রী ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত কৃশা হইতে লাগিলেন। তিনি যে দিন জানিলেন যে, কল্য প্রাণনাথ জন্মের মত পলায়ন করিবেন; সেই রাত্রি তাঁহার অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল। প্রভাত হইলে আজি সেই দিন উপস্থিত হইল মনে করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে হোমক্রিয়া সমাধান করিলেন এবং সূর্য্যদেব চারি হস্তমাত্র উত্থিত হইলেই পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়াকলাপ সমাধান করিয়াবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে যথাক্রমে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। তপোবনবাসী তপস্বিগণ তোমার অবৈধব্য হউক বলিয়া তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ধ্যানপরায়ণা সাবিত্রী মনে মনে তাহাই হউক বলিয়া তপস্বিগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন এবং দুঃখিত চিত্তে নারদবাক্য স্মরণ করত সেই কাল ও সেই মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর তাঁহারে একান্তে লইয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন,মাতঃ! যে প্রকারে ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহা করিয়াছ; এক্ষণে আহার সময় সমুপস্থিত; অতএব শীঘ্র গিয়া আহার কর। সাবিত্রী কহিলেন, আমি এই রূপ সঙ্কল্প করিয়াছি যে, দিবাকর অস্তগত হইলে ভোজন করিব।

সাবিত্রী এই রূপে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরসমীপে আপন সংকল্পের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে সত্যবান্ স্কন্ধে পরশু গ্রহণপূর্ব্বক বনে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। সাবিত্রী স্বামীরে কহিলেন, একাকী গমন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি অদ্য তোমারে পরিত্যাগ করিতে পারিব না; তোমার সহিত গমন করিব।

সত্যবান্ কহিলেন, ভাবিনি! তুমি কখন বনে গমন কর নাই; অতএব বনের পথ তোমার নিতান্ত ক্লেশকর হইবে; বিশেষতঃ ব্রতোপবাসে ক্ষীণ হইয়াছ; কিরূপে পদব্রজে গমন করিবে?

সাবিত্রী কহিলেন, উপবাসে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ বা পরিশ্রম হয় নাই

আমি গমনের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছি, আমারে নিষেধ করিও না।

সত্যবান্ কহিলেন যদি গমনের নিমিত্ত নিতান্তই উৎসুক হইয়া থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। কিন্তু তোমাকে আমার পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে; নতুবা আমিই ইহার দোষভাগী হইব।

সাবিত্রী সত্যবানের বাক্যানুসারে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র ফলমাত্র আহার করিয়া অরণ্যানীমধ্যে গমন করিতেছেন, আজি আমি উহাঁর বিরহ সহ্য করিতে পারিব না; ইচ্ছা করিয়াছি, উহাঁর সমভিব্যাহারে গমন করিব; আপনারা অনুমতি করুন। উনি মাতা পিতা ও অগ্নিহোত্রের প্রয়োজন সংসাধনের নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিতেছেন; অতএব উহাঁরে নিবারণ করা উচিত নহে। যদ্যপি ঈদৃশ গুরুতর প্রয়োজন না থাকিত; তবে উহাঁরে বন গমন করিতে নিষেধ করিলেও হানি হইত না। বিশেষতঃ কিঞ্চিদূন এক বৎসর হইল, আমি আশ্রম হইতে বহির্গত হই নাই; এই জন্য কুসুমিত কানন নিরীক্ষণ করিতে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, যে অবধি সাবিত্রী আমার পুত্রবধূ হইয়াছেন, তদবধি কখন আমার নিকটে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রার্থনা করেন নাই; অতএব অদ্য ইনি স্বাভিলষিত ফল লাভ করুন। পরে সাবিত্রীকে কহিলেন, বৎসে! পথে সত্যবানের প্রতি অবহিত থাকিবে।

যশস্বিনী সাবিত্রী উভয়ের অনুমতি গ্রহণানন্তর ভর্ত্তৃ সমভিব্যাহারে রমণীয় কাননে গমন করিলেন। নারদবাক্য স্মরণে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় হইতেছে, তথাপি স্বামীর সহিত অরণ্য গমনকালে তাঁহার বদন সহাস্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সত্যবান, "প্রিয়ে! অবলোকন কর" বলিয়া মধুর বাক্যে সাবিত্রীকে অনুরোধ করিলে,তিনি রমণীয় বন,ময়ূর, পুণ্যবহা নদী ও পুষ্পিত পর্ব্বতসকল অবলোকন করিলেন কিন্তু মুনিবাক্য স্মরণে স্বীয় জীবিতেশ্বরকে গতজীবিতই মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে

লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতে লাগিল। তিনি সেই বিষম সময়ের প্রতীক্ষা করত ধীর গমনে ভর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

তখন বীর্য্যবান্ সত্যবান্ ভার্য্যা সমভিব্যাহারে বহুবিধ ফল আহরণ পূর্ব্বক তদ্দারা স্থালী পরিপূর্ণ করিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠ পাটন করিতে করিতে সাতিশয় ব্যায়াম হওয়াতে তাঁহার গাত্র হইতে স্বেদ বিনির্গত হইতে লাগিল ও মস্তকে বেদনা জন্মিল। তখন তিনি প্রাণপ্রিয়া প্রণয়িনীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, সাবিত্রি! প্রভূত পরিশ্রম হওয়াতে আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে; অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছে ও হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে; ফলতঃ আমি নিতান্ত অসুস্থ হইয়াছি; মস্তক যেন শূল দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে। অতএব প্রিয়ে! একবার নিদ্রা যাইতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে; আর এক মুহূর্ত্তও দণ্ডায়মান থাকিতে পারি না।

পতিপ্রাণা সাবিত্রী সত্যবানের বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ভূতলে উপবেশনপূর্ব্বক স্বীয় ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিলেন, এবং নারদের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক সেই মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, বেলা ও দিবস অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে দেখিলেন, এক রক্তবাসা, বদ্ধমৌলি, সাক্ষাৎ দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী, শ্যামবর্ণ, রক্তনয়ন, ভয়ানক পুরুষ পাশ হস্তে করিয়া সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

সাবিত্রী তাঁহারে দেখিবামাত্র শনৈঃ শনৈঃ স্বামীর মস্তক ভূতলে সংস্থাপন করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কম্পিত হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে দেবেশ! আপনার অমানুষ আকৃতি দেখিয়া আপনারে দেবতা বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনি কে? কি অভিলাষেই বা এখানে আসিয়াছেন।

যম কহিলেন, হে সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা ও তপোনুষ্ঠান-সম্পন্না, এই নিমিত্ত তোমার নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

আমি যম, অদ্য তোমার পতি সত্যবানের আয়ু শেষ হইয়াছে; আমি উহাঁরে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া যাইব; এই আমার অভিলাষ।

সাবিত্রী কহিলেন, হে ভগবন্! শ্রুত আছি যে, আপনার দূতেরাই মানবগণকে লইয়া যায়; তবে আপনি স্বয়ং কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন?

পিতৃরাজ সাবিত্রীর বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে প্রীত করিবার নিমিত্ত আপনার আগমনহেতু কহিতে লাগিলেন, হে শুভে! এই সত্যবান্ পরম ধার্ম্মিক, রূপবান ও গুণসাগর; আমার দূতেরা ইহাঁরে লইয়া যাইলে নিতান্ত অন্যায় হয়, এই বিবেচনায় স্বয়ং আগমন করিয়াছি। কৃতান্ত এই বলিয়া সত্যবানের দেহমধ্য হইতে এক পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া নিষ্কাশিত করিলেন। প্রাণ সমুদ্ধৃত হইবামাত্র সত্যবানের দেহ শ্বাসরহিত, প্রভাশূন্য, চেষ্টাবিহীন ও নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইল। তখন যম সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বন্ধন ও গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে চলিলেন। ব্রতসিদ্ধা পতিপ্রাণা সাবিত্রী দুঃখার্ত্তচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

পিতৃপতি সাবিত্রীকে আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, সাবিত্রি! প্রতিনিবৃত্ত হও; শীঘ্র গিয়া সত্যবানের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধান কর। তোমা হইতে তোমার ভর্ত্তা আনৃণ্যলাভ করিয়াছেন। তুমি যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার স্বামী যে স্থানে নীত হন অথবা স্বয়ং গমন করেন; আমারও সেইস্থানে গমন করা কর্ত্তব্য ইহাই নিত্য ধর্ম্ম। হে মহাত্মন্! তপস্যা, গুরুভক্তি, ভর্ত্তৃস্নেহ, ব্রত ও তোমার প্রসাদে আমার গতি অপ্রতিহত হইয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি আপনাকে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বনে আসিয়া গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য অথবা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন না; জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে গার্হস্থ্য ধর্ম্মই বিজ্ঞান প্রাপ্তির কারণ; সকল আশ্রমিকেরাই প্রথমত ঐ ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান

করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন; এই নিমিত্ত মাদৃশ লোকে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় বা তৃতীয় আশ্রম অবলম্বন করিতে অভিলাষ করে না; এবং পণ্ডিত-গণ এই নিমিত্তই প্রথম আশ্রমকে প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন।

যম কহিলেন, হে অনিন্দিতে! নিবৃত্ত হও; আমি তোমার সুব্যক্ত ও যুক্তিযুক্ত বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর; সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে যে বর প্রার্থনা করিবে; সমুদায়ই তোমাকে প্রদান করিব।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার শ্বশুর রাজ্যচ্যুত হইয়া অরণ্যে বাস করিতে-ছেন। তাঁহার নয়নদ্বয় বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি তোমার প্রসাদে চক্ষু লাভ এবং অগ্নি ও দিবাকরের ন্যায় বলধারণ করুন।

যম কহিলেন, অনিন্দিতে! আমি ঐ বর প্রদান করিলাম; তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাই হইবে। দেখিতেছি তুমি পথশ্রান্ত হইয়াছ, অতএব এক্ষণে নিবৃত্ত হও নতুবা আরও শ্রান্তি হইবে।

সাবিত্রী কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি যখন স্বামীর সমীপে রহিয়াছি, তখন আমার পরিশ্রমের বিষয় কি? স্বামীই আমার এক মাত্র গতি। অত-এব আপনি যে স্থানে স্বামীকে লইয়া যাইবেন, আমিও তথায় গমন করিব; এক্ষণে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। সাধুগণের সহিত একবার মাত্র সমাগমেই মিত্রতা জন্মে; সাধু সমাগম কদাপি নিষ্ফল হয় না; এই নিমিত্ত সাধুসংসর্গে বাস করা কর্ত্তব্য।

যম কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি যে বাক্য বিন্যাস করিলে উহা হৃদয়রঞ্জন, হিতকর এবং বুধগণেরও বোধ-বর্দ্ধন; তন্নিমিত্ত সত্যবানের জীবন ভিন্ন দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর। সাবিত্রী কহিলেন, আমার শ্বশুর পূর্ব্বাপ-হৃত রাজ্য লাভ করুন; এবং স্বধর্ম্ম হইতে অপরিচ্যুত থাকুন; আমি আপনার নিকট এই দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করি।

যম কহিলেন, রাজা দ্যুমৎসেন অচিরেই স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন; স্বধর্ম্ম হইতেও পরিচ্যুত হইবেন না। হে রাজপুত্রি! তোমার কামনা পরিপূর্ণ করিলাম; এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও নতুবা পরিশ্রান্ত হইবে।

সাবিত্রী কহিলেন, হে দেব! প্রজাগণ আপনারই নিয়মে নিগৃহীত হইতেছে এবং আপনিই নিয়মপূর্ব্বক তাহাদিগকে কামনা সকল প্রদান করিতেছেন; এই নিমিত্ত আপনার যমত্ব সুবিখ্যাত হইয়াছে। হে যমরাজ! এক্ষণে আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন, কায়মনোবাক্যে সকলের প্রতি অদ্রোহ, অনুগ্রহ ও দানকরাই সাধুগণের সনাতন ধর্ম্ম। এই ভূমণ্ডল মধ্যে প্রায় সমুদায় মনুষ্যগণই ভক্তি-প্রবণ; সজ্জনগণ শত্রুগণকেও দয়া করিয়া থাকেন।

যম কহিলেন, হে শুভে! পিপাসু ব্যক্তির যেমন পানীয়, তদ্রূপ তোমার এই বাক্যও সকলের আদরণীয়। অতএব সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে বর ইচ্ছা, প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার পিতার সন্তান সন্ততি নাই, অতএব যেন তাঁহার বংশকর এক শত ঔরস পুত্র জন্মে; আমি আপনার নিকটে এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতেছি।

যম কহিলেন, হে ভদ্রে! তোমার পিতার বংশকর সুতেজা শত পুত্র সমুৎপন্ন হউক। হে রাজ পুত্রি! এক্ষণে কৃতকামা হইলে, প্রতিনিবৃত্ত হও; দেখ, তুমি অতি দূর পথে আগমন করিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, হে ঈশ্বর! আমি যখন স্বামীর সন্নিধানে রহিয়াছি, তখন ইহা আমার দূর পথ নহে। আমার মন ইহা অপেক্ষা দূরতর পথে ধাবমান হইতেছে। আপনি গমন করিতে করিতেই আমার কথা শ্রবণ করুন। আপনি ভগবান্ বিবস্বানের তনয়, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ আপনাকে বৈবস্বত বলিয়া থাকেন। আর প্রজাগণ ইহসংসারে আপনার পক্ষপাতিরহিত ধর্ম্ম শাসনে সঞ্চরণ করিতেছে; এই জন্য আপনি ধর্ম্মরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! সাধু ব্যক্তিরে যত দূর বিশ্বাস করা যায়; আপনার প্রতিও তত বিশ্বাস হয় না; এই নিমিত্ত সকলেই সাধু ব্যক্তির উপরে বিশ্বাস ও প্রণয় স্থাপন করিতে অভিলাষী হয়।

যম কহিলেন, ভদ্রে! তুমি যেরূপ কহিলে, আর কাহারও নিকটে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করি নাই; আমি ইহাতে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম; অতএব সত্যবানের জীবন বিনা চতুর্থ বর গ্রহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও।

সাবিত্রী কহিলেন সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে বলবীর্য্যশালী কুলবর্দ্ধন এক শত পুত্র হইবে, আমি এই চতুর্থ বর প্রার্থনা করি।

যম কহিলেন, অবলে! তোমার বলবীর্য্যশালী আনন্দবর্দ্ধন শত নন্দন হইবে, এক্ষণে নিবৃত্ত হও; আর পরিশ্রম স্বীকারে প্রয়োজন নাই; অনেক দূর আগমন করিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, সজ্জনের ধর্ম্মবৃত্তি চিরকালই সমান; সজ্জনেরা অবসন্ন বা ব্যথিত হন না; সজ্জনের সহিত সজ্জনের সমাগম কদাপি বিফল হয় না; এবং সজ্জনেরা সজ্জনের সমীপে ভীত হন না। সজ্জনেরাই সত্য দ্বারা সূর্য্যকে চালিত করিতেছেন,সজ্জনেরাই তপঃ দ্বারা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন; সজ্জনেরাই ভূত ভবিষ্যতের গতি, এবং সজ্জনেরা সজ্জনসমাজে কদাচ অবসন্ন হন না। সাধুগণ পরস্পর অপেক্ষা না করিয়া আর্য্যগণের পূজনীয় জ্ঞানেই চিরকাল পরোপকার করিয়া থাকেন। সাধুগণের প্রসাদ কখন বিফল হয় না এবং তাঁহাদিগের নিকটে অর্থ বা মানেরও হানি হয় না। প্রত্যুত প্রসাদ, অর্থ ও মান এই তিনই সাধুসমীপে অব্যাহত থাকে; অতএব সাধুগণ সকলের রক্ষাকর্ত্তা।

যম কহিলেন, হে পতিব্রতে! আমি তোমার সুবিন্যস্ত ধর্ম্মসংহিত বাক্য যত শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার ভক্তিবৃত্তি তোমার প্রতি উচ্ছলিত হইতেছে। অতএব তুমি পুনরায় অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

সাবিত্রী কহিলেন, হে মানদ! স্বামীর ঔরস পুত্র যেরূপ, ক্ষেত্রজাদি পুত্র তদ্রূপ নহে; বিশেষতঃ পতি ব্যতীত আমি জীবন ধারণে সমর্থ নহি, অতএব সত্যবান্ জীবিত হউন, এই বর প্রার্থনা করি। আমি স্বামিবিনাকৃত সুখ, স্বামিবিনাকৃত স্বর্গ অথবা স্বামিবিনাকৃত শ্রীর অভিলাষিণী নহি; এবং স্বামী ব্যতীত জীবন ধারণ করিতেও আমার প্রবৃত্তি নাই। আপনিই আমার শত পুত্রতা বর প্রদান করিয়াছেন এবং আপনিই আমার পতিকে অপহরণ করিতেছেন। অতএব হে ধর্ম্মরাজ! সত্যবান্ জীবিত হউন; এই বর প্রার্থনা করি; তাহা হইলেই আপনার বাক্য সত্য হইবে।

ধর্ম্মরাজ যম আনন্দিত চিত্তে তথাস্তু বলিয়া সত্যবান্‌কে পাশমুক্ত করিলেন

এবং সাবিত্রীকে কহিলেন, হে কুলনন্দিনি! এই তোমার ভর্ত্তাকে মুক্ত করিয়া দিলাম; ইনি রোগমুক্ত, কৃতার্থ ও তোমারই বশীভূত হইয়া তোমার সহিত চারিশত বৎসর জীবিত থাকিবেন। ইনি যজ্ঞ ও ধর্ম্ম দ্বারা খ্যাতি লাভ এবং তোমার গর্ব্ভে শত পুত্র উৎপাদন করিবেন। তোমার নামে তোমার পুত্রগণের নামধেয় হইবে। তাহারাও রাজা, পুত্রপৌত্রশালী ও সুবিখ্যাত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিবে। তোমার পিতা ও তোমার মাতা মালবীর গর্ব্ভে মালব নামে বংশকর ইন্দ্রসদৃশ শতপুত্র উৎপাদন করিবেন।

প্রতাপবান্ ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে এই রূপ বর প্রদানপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রীও স্বামীরে পতিলাভ করিয়া, যে স্থানে তাঁহার মৃত কলেবর পতিত রহিয়াছে, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় ভূমিনিপতিত ভর্ত্তারে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপন উৎসঙ্গে তাঁহার মস্তক আরোপিত করিয়া উপবেশন করিলেন। সত্যবান্ সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রবাসাগত ব্যক্তির ন্যায় প্রণয়িনীর প্রতি বারংবার সপ্রেম দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, কি কষ্ট! আমি এত অধিক ক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম! প্রিয়ে! তুমি কি নিমিত্ত আমারে জাগরিত কর নাই; আর যিনি আমারে আকর্ষণ করিতেছিলেন, সেই শ্যামবর্ণ পুরুষ কোথায়?

সাবিত্রী কহিলেন, জীবিতনাথ! তুমি বহুক্ষণ আমারই উৎসঙ্গে নিদ্রিত ছিলে। যে পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তিনি লোকসংহর্ত্তা যম; কিয়ৎক্ষণ হইল, স্ব স্থানে গমন করিয়াছেন। হে রাজপুত্র! তোমার নিদ্রা ভঙ্গ ও বিশ্রাম লাভ হইয়াছে; এক্ষণে যদি সামর্থ থাকে, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। দেখ, অন্ধকাররজনী উপস্থিত হইতেছে।

তখন সত্যবান্ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দিক্ ও অরণ্যানী নিরীক্ষণ করত কহিলেন, হে সুমধ্যমে! আমার এই মাত্র স্মরণ হইতেছে যে, আমি ফলমাত্র আহার করিয়া তোমার সহিত অরণ্যানীমধ্যে আগমন করিয়াছিলাম। পরে কাষ্ঠ পাটন করিতে করিতে শিরঃপীড়ায় একান্ত পরিতাপিত ও নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া তোমার উৎসঙ্গে শয়ন করিলাম; এবং তৎপরে তোমার আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইয়া নিদ্রায় নিতান্ত অভিভূত হইলাম। হে

প্রিয়ে! তৎপরে যে ঘোর তিমিরবর্ণ মহাতেজা পুরুষকে অবলোকন করিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্ন কি সত্য কিছুই জানি না। তুমি যদ্যপি তাহার বিষয় অবগত থাক, বিশেষ করিয়া বল।

সাবিত্রী কহিলেন, নাথ! এক্ষণে রজনি উপস্থিত হইয়াছে, অবিলম্বে পিতামাতার নিকটে গমন করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক; অতএব শীঘ্র গাত্রোত্থান কর; কল্য সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিব। ঐ দেখ, তামসী নিশা উপস্থিত। দিবাকর অস্তমিত হইয়াছেন। নিশাচরগণের নিষ্ঠুরতর নিনাদ,মৃগগণের সঞ্চারশব্দ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ হইতে শিবাগণের ভয়ঙ্কর চিৎকার শ্রবণ করিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে।

সত্যবান্ কহিলেন, এই ভয়ঙ্কর বন অন্ধতমসে আচ্ছন্ন হইয়াছে; এক্ষণে তুমি কোন ক্রমেই ইহাতে পথনিরীক্ষণ ও গমন করিতে সমর্থ হইবে না।

সাবিত্রী কহিলেন, নাথ! তোমারে পীড়িত দেখিতেছি। অতএব যদ্যপি তমসাবৃত পথে গমন করিতে অসমর্থ হও, তবে অদ্য এইস্থানেই অবস্থান কর। ঐ দেখ, স্থানে স্থানে শুষ্ক তরু সকল প্রজ্বলিত হইতেছে; আমি তাহা হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া এই সমস্ত কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করি; তুমি তদ্দ্বারা শরীরগ্লানি অপনোদন কর। হে নাথ! অদ্য রাত্রি এই স্থানেই অতিবাহিত করা যাউক, কল্য প্রভাতে কানন সকল প্রকাশিত হইলে আশ্রমে গমন করিব।

সত্যবান্ কহিলেন, আমার শিরঃপীড়া নিবৃত্ত এবং অঙ্গ সকলও প্রকৃতিস্থ হইয়াছে; এক্ষণে মাতাপিতার সমীপে গমন করিতে বাসনা করি। ইতিপূর্ব্বে কখন নিয়মিত সময় অতিক্রম করিয়া আশ্রমে গমন করি নাই। মাতা সন্ধ্যা না হইতেই আমারে রুদ্ধ করিতেন। আমি দিবাভাগে বহির্গত হইলেও আমার মাতা পিতা সন্তপ্ত হইতেন। পিতা আশ্রমবাসিগণের সমভিব্যাহারে আমারে অন্বেষণ করিতেন। এক বার তাঁহারা আমার বিলম্বে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমারে সাতিশয় তিরস্কার করিয়াছিলেন। আজি আমার নিমিত্তে তাঁহাদের কি অবস্থা ঘটিয়াছে, আমি তাহাই চিন্তা করিতেছি। নিশ্চয়ই আমার অদর্শনে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইবেন। একদা রাত্রিতে

তাঁহারা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া গলদশ্রুলোচনে প্রীতিযুক্ত বচনে আমাকে কহিয়াছিলেন, "বৎস! আমরা তোমাব্যতীত মুহূর্ত্তমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারি না, তুমি আমাদিগকে ফলাদি আহরণ করিয়া না দিলে আমাদের জীবন ধারণ করিবার উপায়ান্তর নাই, তুমি এই নয়নহীন স্থবিরদ্বয়ের যষ্টি, আমাদিগের বংশ, পিণ্ড, কীর্ত্তি ও সন্তান তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত।" হে প্রিয়ে! আমার মাতা পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের যষ্টিস্বরূপ। আহা! না জানি অদ্য আমার অদর্শন নিবন্ধন তাঁহাদের কি অবস্থাই ঘটিবে! আঃ পাপীয়সী নিদ্রা! কেবল তোর নিমিত্তই আমার পিতামাতা আমার জীবনে সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। আমিও বিপন্ন এবং সংশয়াপন্ন হইলাম। ফলতঃ আমি মাতাপিতা ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ নহি। নিশ্চয়ই আমার সেই অন্ধ পিতা এই সময়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া আশ্রমবাসীদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। প্রিয়ে! পিতা ও তাঁহার আশ্রিতা অতি দুর্ব্বলা জননীর নিমিত্তই আমার শোকসাগর উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। হায়! আজি তাঁহারা আমার নিমিত্ত কতই পরিতাপ করিতেছেন। তাঁহারা জীবিত থাকিলেই আমি জীবিত থাকি। আমি এইমাত্র জানি যে, তাঁহাদিগের ভরণ পোষণ ও প্রিয়ানুষ্ঠান করাই আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য।

গুরুভক্ত, গুরুপ্রিয়, ধর্ম্মাত্মা সত্যবান্ এই বলিয়া বাহুযুগল উন্নমিত করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন ধর্ম্মচারিণী সাবিত্রী শোকবিহ্বল ভর্ত্তার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া কহিলেন, আমি যদি তপোনুষ্ঠান, দান ও আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, তাহা হইলে সর্ব্বরী আমার শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও ভর্ত্তার পক্ষে কল্যাণকারী হউক! আমি যে স্বৈর ব্যবহারেও কখনও মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করি নাই, আজি সেই সত্য আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অবলম্বন হউক।

সত্যবান্ কহিলেন, সাবিত্রি! আমি পিতামাতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; চল আর বিলম্ব করিও না। সত্য কহিতেছি যদ্যপি অদ্য জনক বা জননীর কিছুমাত্র অমঙ্গল দেখি অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অতএব হে বরারোহে! যদি তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মের অনু-

গামিনী হয়; যদি তুমি আমাকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা কর; যদি আমার প্রিয়াচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য হয়; তাহা হইলে চল ত্বরায় আশ্রমে গমন করি।

সাবিত্রী সত্যবানের বাক্য শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আপনার কেশপাশ বন্ধন করিয়া বাহুযুগল দ্বারা সত্যবান্‌কে উত্থাপিত করিলেন। সত্যবান্‌ও উত্থিত হইয়া হস্ত দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন ও চতুর্দ্দিক অবলোকনপূর্ব্বক স্থালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন সাবিত্রী কহিলেন, হে নাথ! কালি ফল আহরণ করিও। আমি তোমার যোগক্ষেমসাধন এই পরশু লইয়া যাইব। এই বলিয়া সাবিত্রী তরুশাখা হইতে স্থালী ও পরশু গ্রহণ করিয়া সত্যবানের সমীপে আগমন করিলেন; এবং স্বীয় বাম স্কন্ধে সত্যবানের বাহু নিবেশিত করিয়া দক্ষিণ করে তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

সত্যবান্ কহিলেন, ভীরু! অভ্যাসবশতঃ এই সমস্ত পথ আমার বিদিত আছে; এবং তরুরাজির অভ্যন্তর দিয়া জ্যোৎস্নাপাত হওয়ায় দৃষ্টিগোচরও হইতেছে; অতএব যে পথে আগমন করিয়া ফলাবচয়ন করিয়াছি, সেই পথে গমন কর। এই পলাশখণ্ডে দুই পথ বিদ্যমান রহিয়াছে; ইহার উত্তর পথ অবলম্বন করিয়া গমন কর। প্রিয়ে! এক্ষণে আমি প্রকৃতিস্থ ও বলবান হইয়াছি, তুমি ত্বরান্বিত হও; মাতাপিতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত নিতান্ত উৎকলিকাকুল হইয়াছে। সত্যবান্ সাবিত্রীকে এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহার সমভিব্যাহারে দ্রুতপদসঞ্চারে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাবল দ্যুমৎসেন সাবিত্রীগৃহীত বরপ্রভাবে পুনরায় চক্ষুষ্মান্ হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পুত্রের নিমিত্ত নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ সেই রাত্রিকালে স্বীয় পত্নী শৈব্যা সমভিব্যাহারে সমস্ত আশ্রম, দুর্গম কানন, নদী ও সরোবর প্রভৃতি নানা স্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র উন্মুখ হইয়া ঐ সাবিত্রী ও সত্যবান্ আসিতেছেন ভাবিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে

থাকেন। এইরূপে সেই নৃপদম্পতি পুত্রশোকে উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের চরণতল বিদীর্ণ এবং কুশ ও কণ্টকে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে গাত্র হইতে অনবরত শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধতম তপোধনেরা চতুর্দ্দিকে সমাসীন হইয়া পূর্ব্বরাজগণের কথাপ্রসঙ্গে বহুবিধ আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রাজা দ্যুমৎসেন ও তাঁহার ভর্য্যা ঋষিগণের প্রবোধবাক্যে তৎকালে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুত্রমুখনিরীক্ষণ বাসনা পুনরায় তাঁহাদের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। পুত্রের বাল্য বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আবির্ভূত হওয়াতে তাঁহাদের দুঃখার্ণব পুনরায় উচ্ছলিত হইল। তখন তাঁহারা নিতান্ত কাতর হইয়া হা পুত্র সত্যবান্! হা বৎসে পতিব্রতে সাবিত্রি! কোথায় রহিলে! এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুবর্চা নামে ব্রাহ্মণ কহিলেন, আপনারা ধৈর্য্যাবলম্বন করুন; ধর্ম্মপরায়ণা সাবিত্রীর তপস্যা, দম ও সদাচারবলে সত্যবান্ অবশ্যই জীবিত আছেন সন্দেহ নাই।

মহর্ষি গৌতম কহিলেন, আমি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করিয়াছি; কৌমার ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইয়া গুরু ও অগ্নিরে সন্তুষ্ট করিয়াছি এবং সমাহিত হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণ করত সর্ব্বপ্রকার ব্রতানুষ্ঠান ও যথাবিধি উপবাসাদি করিয়াছি; এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা আমি অন্যের অভিপ্রায়ও জানিতে পারি; অতএব নিশ্চয় বলিতেছি, সত্যবান্ প্রাণত্যাগ করেন নাই।

শিষ্য কহিলেন, আমার উপাধ্যায়ের মুখনিঃসৃত বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; অতএব সত্যবান্ যে জীবিত আছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ঋষিগণ কহিলেন, সাবিত্রী সমুদায় অবৈধব্যকর সুলক্ষণ সম্পন্ন; অতএব তাঁহার স্বামী অবশ্যই জীবিত আছেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, সাবিত্রী যেরূপ তপোদম ও সদাচারসম্পন্ন তাহাতে কদাচ সত্যবানের প্রাণনাশ হইবে না।

দালভ্য কহিলেন, যখন তুমি চক্ষুষ্মান্ হইয়াছ; যখন সাবিত্রী ব্রতানুষ্ঠান করিয়া অনাহারে স্বামীর সহিত গমন করিয়াছেন, তখন সত্যবান্ অবশ্যই জীবিত আছেন।

আপস্তম্ব কহিলেন, যখন দিক্ সকল প্রসন্ন রহিয়াছে, মৃগ ও পক্ষিগণ অনুকূল শব্দ করিতেছে এবং তোমার প্রবৃত্তি রাজ ধর্ম্মের অনুরূপ হইয়াছে; তখন সত্যবান্ জীবিত আছেন; তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ধৌম্য কহিলেন, মহারাজ তোমার পুত্র সত্যবান্ অশেষগুণসম্পন্ন সকলের প্রিয় ও দীর্ঘজীবি লক্ষণ সম্পন্ন; অতএব তিনি অবশ্যই জীবিত আছেন।

দ্যুমৎসেন সেই সকল সত্যবাদী তপস্বিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাব, মহিমা এবং অতীত ও অনাগত কালের অভিজ্ঞতাদি চিন্তা করত সুস্থির হইলেন।

পরে অনতিবিলম্বে সাবিত্রীও সত্যবান্ হৃষ্টচিত্তে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, মহারাজ! আপনি পুত্রের সহিত পুনর্ম্মিলিত ও চক্ষুষ্মান হইলেন দেখিয়া আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম; এক্ষণে প্রার্থনা করি যে, অচিরাৎ আপনার সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক। আজি আপনার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে; কারণ অদ্য আপনি প্রিয়তম নিরুদ্দেশ পুত্র ও পুত্রবধূর দর্শন পাইলেন এবং অমূল্যরত্ন চক্ষু পুনরায় লাভ করিলেন। আমরা যাহা যাহা কহিলাম তৎসমুদাই সত্য, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় করিবেন না। অধুনা উত্তরোত্তর আপনার শ্রীবৃদ্ধি হইবে। ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিয়া তথায় অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক মহীপতি দ্যুমৎসেনের শরীরগ্লানি নিরাকরণ করিলেন। শৈব্যা সত্যবান্ ও সাবিত্রী একপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন; ব্রাহ্মণেরা অনুমতি করিলে তাঁহারা সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর বনবাসী ঋষিগণ রাজার সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সত্যবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নৃপনন্দন! তোমরা

এতাবৎ কাল কি নিমিত্ত আগমন কর নাই, আর কি নিমিত্তই বা রাত্রিশেষে আগমন করিলে, তোমাদের কি ঘটনা হইয়াছিল, আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই ; অতএব সবিশেষ সমস্ত বর্ণন কর। অদ্য তোমাদিগের নিমিত্ত এই বনস্থ সমস্ত লোক, বিশেষতঃ তোমার পিতা মাতা যে কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না।

সত্যবান্ কহিলেন, অদ্য পিতার আদেশক্রমে কাষ্ঠাহরণ করিবার নিমিত্ত সাবিত্রী সমভিব্যাহারে বনে গমন করিয়াছিলাম ; তথায় কাষ্ঠ সঞ্চয় করিতে করিতে অত্যন্ত শিরোবেদনা উপস্থিত হওয়াতে আমি শয়ান ও নিদ্রিত হইলাম। অদ্য দীর্ঘ কাল নিদ্রাভিভূত ছিলাম, আমি পূর্ব্বে কখন এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রাগত থাকি নাই। এ জন্যই আসিতে এত বিলম্ব হইল। আর আমাদিগকে না দেখিয়া আপনারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইবেন এই ভাবিয়া রজনীশেষে প্রত্যাগমন করিলাম। এতদ্ব্যতীত অদ্য কোন কারণ নাই।

গৌতম কহিলেন, সত্যবান্! তুমি তোমার পিতার অকস্মাৎ চক্ষু প্রাপ্তির কারণ কিছুই জান না। সাবিত্রী ইহার পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন, অতএব উনি উহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন, আমরা শুনিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছি। বৎসে সাবিত্রী! তুমি সাবিত্রীসদৃশ তেজস্বিনী, শ্বশুরের চক্ষু প্রাপ্তির কারণ অবশ্যই তোমার বিদিত আছে, যদি রহস্য না হয় তবে যথার্থ বর্ণন কর।

সাবিত্রী কহিলেন, আপনারা যাহা বিবেচনা করিয়াছেন, উহা যথার্থ বটে, ইহাতে কিছুমাত্র রহস্য নাই ; আমি যথার্থ রূপে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেছি ; শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ কহিয়াছিলেন, এক বৎসর অতীত হইলে আমার স্বামীর মৃত্যু হইবে ; অদ্য সেই দিবস উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া উহাঁকে পরিত্যাগ না করিয়া উহাঁর সহিত বনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, সত্যবান্ নিদ্রায় নিতান্ত অভিভূত হইলে কৃতান্ত কিঙ্কর সমভিব্যাহারে স্বয়ং তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে লইয়া চলিলেন। তদ্দর্শনে আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত সত্য বাক্য দ্বারা সেই দেবের স্তব করিতে লাগিলাম।

THE BARARA READING LIBRARY ESTD. 1888
প্র: 258
Acc 22222
02/9/06

ভগবান্ কৃতান্ত প্রসন্ন হইয়া আমার শ্বশুরের রাজ্য ও চক্ষু প্রাপ্তি, পিতার এক শত পুত্র, আপনার শত পুত্র এবং সত্যবানের চারি শত বৎসর আয়ু এই পাঁচটি বর প্রদান করিলেন। আমি কেবল স্বামীর জীবনের নিমিত্তই ঈদৃশ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছি।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সাধ্বি! তুমি অতি সৎকুলোদ্ভবা; স্বীয় সুশীলতা, ব্রত এবং পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন ও বিনাশোন্মুখ রাজকুল পুনরুদ্ধৃত করিলে।

সমাগত মহর্ষিগণ এইরূপে বরবর্ণিনী সাবিত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া রাজা দ্যুমৎসেন ও সত্যবানের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আহ্লাদিত চিত্তে স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন।

অনন্তর সেই রজনী প্রভাতে দিবাকর সমুদিত হইলে তপস্বিগণ প্রাতঃকৃত্য সমাধানপূর্ব্বক রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে সমাগত হইয়া তাঁহার নিকট বারংবার সাবিত্রীর অদ্ভুত সৌভাগ্য বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দ্যুমৎসেনের প্রজাবর্গ শাল্বদেশ হইতে তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, মহারাজ। রাজমন্ত্রী আপনার শত্রুকে সবান্ধবে সংহার করিয়াছেন; তাহার সৈন্যগণ তৎ শ্রবণে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে সকলে একমত অবলম্বনপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে, রাজা দ্যুমৎসেন চক্ষুষ্মান্ হউন বা না হউন, তিনিই পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। হে রাজন্! তাঁহারা এই নিশ্চয় করিয়া আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; এক্ষণে এই চতুরঙ্গিণী সেনা ও যান সমস্ত সমুপস্থিত আছে; আপনি ইহার অন্যতম যানে আরোহণপূর্ব্বক নিজ রাজধানী প্রতিগমন করুন। নগর মধ্যে আপনকার জয় ঘোষণা হইয়াছে; অতএব আপনি নির্ব্বিঘ্নে চিরকালের নিমিত্ত পিতৃপরম্পরাগত পদে পুনর্ব্বার আরোহণ করুন। এই বলিয়া তাহারা রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাঁহাকে চক্ষুষ্মান্ ও রমণীয় রূপসম্পন্ন দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিল।

রাজা দ্যুমৎসেন প্রজামুখে শত্রুবিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট

হইলেন। তখন তিনি আশ্রমবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন ও তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী, পুত্র ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে মনুষ্যবাহ্য যানে আরোহণপূর্ব্বক চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া পরম সুখে স্বনগরে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পুরোহিতগণ প্রীত মনে মহারাজ দ্যুমৎসেনকে রাজ্যে ও তাঁহার আত্মজ সত্যবান্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

বহু কাল অতীত হইলে সাবিত্রীর গর্ব্ভে সত্যবানের এক শত পুত্র উৎপন্ন হইল এবং মদ্রাধিপতি অশ্বপতির ঔরসে মালবীর গর্ব্ভে সাবিত্রীর এক শত মহাবল পরাক্রান্ত সহদর জন্মগ্রহণ করিল। এই রূপে পতিপরায়ণা সাবিত্রীর পিতা, মাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, সমগ্র ভর্ত্তৃকুল ও আপনারে কৃচ্ছ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

পতিব্রতা পর্ব্বাধ্যায়।

মায়া-সরোবর।

রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে অপহৃতা দ্রুপদসুতারে অতিমাত্র ক্লেশে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া কাম্যক কানন পরিহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সুস্বাদু ফলমূলসনাথ বিচিত্র পাদপরাজিবিরাজিত দ্বৈত বনে বাস করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে তাঁহারা নিয়তব্রত হইয়া পরিমিত ফল মূল আহার করত ব্রাহ্মণের নিমিত্ত পরিণামে সুখকর অশেষ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিতেন।

কোন তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণীসনাথ মন্থদণ্ড বৃক্ষে বদ্ধ ছিল। এক মৃগ সহসা আসিয়া তথায় গাত্র ঘর্ষণ করাতে উহার শৃঙ্গে সেই অরণীসনাথ মন্থদণ্ড সংসক্ত হইবামাত্র মৃগ উহা লইয়া মহাবেগে আশ্রম হইতে পলায়ন করিল। ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র অপহরিত হইল দেখিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ত্বরিত পদে অজাতশত্রুর সমীপে সমাগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! আমার অরণীসংযুক্ত মন্থদণ্ড এক বনস্পতিতে বদ্ধ ছিল; কোন মৃগ আসিয়া তথায় গাত্র ঘর্ষণ করাতে তাহার শৃঙ্গে উহা সংস্পৃষ্ট হইবামাত্র সে তাহা লইয়া মহাবেগে আশ্রম হইতে পলায়ন করিয়াছে। হে পাণ্ডবগণ! আপনারা ত্বরায়

তাহার পদচিহ্নানুসারে গমন করিয়া সেই অগ্নিহোত্র বিনষ্ট না হইতে হইতেই আনয়ন করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন, এবং ভ্রাতৃগণের সহিত ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক বদ্ধপরিকর হইয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সাতিশয় যত্ন সহকারে মৃগের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা অনতিদূরে সেই মৃগকে অবলোকন করিয়া কর্ণি, নালীক ও নারাচ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু কোন মতে তাহারে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে সেই মৃগ তাঁহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া গহন বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুশীতল ছায়াসম্পন্ন এক ন্যগ্রোধ পাদপের মূলে উপবেশন করিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে নকুল দুঃখিত হইয়া অমর্ষভরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে কহিলেন, হে রাজন্! আমাদিগের বংশে কখন আলস্যবশতঃ ধর্ম্ম বা অর্থ লোপ হয় নাই, তবে কি নিমিত্ত আমরা সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াও ঈদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! আপদের সীমা নাই, নিমিত্ত নাই এবং কারণও নাই। কেবল একমাত্র ধর্ম্মই পুণ্য ও পাপের ফল বিভাগ করিয়া দেয়।

ভীমসেন কহিলেন, যৎকালে প্রাতিকামী দ্রৌপদীরে সভামধ্যে আনয়ন করিয়াছিল; তখন যে আমি তাহারে সংহার করি নাই; এই নিমিত্তই এরূপ ক্লেশ সমূহ সহ্য করিতেছি।

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি সূতপুত্রের উচ্চারিত অতি তীব্র অস্ত্রভেদী বাক্য উপেক্ষা করিয়াছিলাম বলিয়াই, ঈদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি।

সহদেব কহিলেন, হে ভারত! যৎকালে শকুনি অক্ষক্রীড়ায় আপনারে পরাজয় করিয়াছিল, তখন যে আমি তাহারে বিনষ্ট করি নাই; এই নিমিত্তই এরূপ অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতেছি।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মাদ্রেয়! তোমার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসিত হইয়াছেন; অতএব এক

উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ কর; দেখ, কোন্ নিকটবর্ত্তী স্থানে উত্তম জল ও জলাশ্রিত পাদপ সকল বিদ্যমান আছে।

নকুল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে শীঘ্র পাদপারোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ অভিবীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি দেখিতেছি, এক স্থানে সলিলাশ্রিত পাদপ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সারসকুল কলরব করিতেছে; অতএব ঐ স্থানেই জলাশয় আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

সত্যপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, তবে শীঘ্র সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক এই সকল তূণ দ্বারা পানীয় আনয়ন কর।

নকুল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অঙ্গীকারপূর্ব্বক জলাশয়ের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সারসকুল পরিবৃত বিমল সরোবর অবলোকনপূর্ব্বক জল-পান কামনায় যেমন অবতীর্ণ হইলেন, অমনি অন্তরীক্ষ হইতে এক যক্ষের বাক্য তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, "বৎস মাদ্রেয়! ঈদৃশ সাহস করিও না, আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি; অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, পশ্চাৎ সলিল পান বা গ্রহণ করিও।" নকুল অত্যন্ত পিপাসিত ছিলেন; এই নিমিত্ত যক্ষবাক্যে উপেক্ষা করিয়া যেমন সুশীতল সলিল পান করিলেন, অমনি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির নকুলের বিলম্ব দেখিয়া মহাবীর সহদেবকে কহিলেন, সহদেব! তোমার অগ্রজ অতিশয় বিলম্ব করিতেছেন, তুমি তাঁহার অন্বেষণ করিয়া সলিল আনয়ন কর।

সহদেব যে আজ্ঞা বলিয়া সেই দিকে প্রস্থান করিলেন; তথায় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ধরাশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন। অনন্তর পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সলিল পান করিবার মানসে সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র শ্রবণ করিলেন, "বৎস! ঈদৃশ সাহস করিও না; আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি, অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, পশ্চাৎ জল পান বা গ্রহণ করিও।" পিপাসাতুর সহদেব সেই বাক্যে অনাদর করিয়া জল পান করিবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, ভ্রাত! নকুল ও সহদেব বহু ক্ষণ গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া সলিল আহরণ কর। তোমার কল্যাণ হউক, তুমি দুঃখভারাক্রান্ত ভ্রাতৃগণের এক মাত্র আশ্রয়।

ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সশর শরাসন ও খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক গমন করিলেন। সরোবর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সলিল আহরণে আগমন করিয়া যেন নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন। নরসিংহ শ্বেতবাহন তাঁহাদিগের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শরাসন উদ্যত করত চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন প্রাণীই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন তিনি শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন, "হে কৌন্তেয়! বলপূর্ব্বক জল গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না, যদি মদুক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর, তাহা হইলেই সলিল পান ও গ্রহণ করিতে পারিবে।"

ধনঞ্জয় এই রূপে নিবারিত হইয়া কহিলেন, তুমি অন্তর্হিত হইয়া নিবারণ করিতেছ, কিন্তু আমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া নিবারণ করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ বাণ সমূহ দ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিব, তাহা হইলে পুনরায় আর এরূপ বলিতে পারিবে না। ধনঞ্জয় এই কথা কহিয়া শব্দবেধী বাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক দশ দিকে কর্ণি, নালীক, নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন যক্ষ অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, হে পার্থ! বৃথা শর বর্ষণ করিতেছ, অগ্রে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া জল পান কর, নতুবা বল-পূর্ব্বক জল পান করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। ধনঞ্জয় তাঁহার বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক জল পান করিবামাত্র ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন, ভ্রাত! নকুল সহদেব ও ধনঞ্জয় জল আনয়ন করিতে গমন করিয়াছেন, কিন্তু এখনও প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না; তোমার কল্যাণ হউক, তুমি জল আহরণ ও তাঁহাদিগকে আনয়ন কর।

ভীমসেন তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিয়া যে স্থানে ভ্রাতৃগণ নিপতিত

রহিয়াছেন, সেই প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহাদিগের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত শোকাবিষ্ট হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহা কোন যক্ষ বা রাক্ষসের কর্ম্ম হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। পরিশেষে জলপানানন্তর যুদ্ধ করিবেন স্থির করিয়া সলিলাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এমন সময়ে যক্ষ কহিলেন, "বৎস কৌন্তেয়! এরূপ সাহস করিও না, আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি, অতএব আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ জল পান বা আহরণ করিও।" ভীমসেন যক্ষের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া জল পান করিবামাত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত চিন্তাপরায়ণ ও দগ্ধহৃদয় হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং যে স্থানে মনুষ্যের শব্দ নাই, কেবল রুরু, বরাহ ও পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে, নীলভাস্বর পাদপ সকল শোভমান হইতেছে ও ভ্রমরগণ মধুস্বরে গান করিতেছে, ঈদৃশ এক মহাবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর গমন করিতে করিতে সিন্ধুবার, সুরেন্দ্র, কেতক, করবীর ও পিপ্পল পাদপ-শ্রেণীতে সুসংবৃত নলিনীসনাথ এক সরোবর অবলোকন করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ইন্দ্রপ্রতিম ভ্রাতৃগণ যুগান্তকালীন লোকপালের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া নিপতিত রহিয়াছেন; ধনুর্ব্বাণ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি তাহা দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র শোকে সমাকুল হইয়া গলদশ্রু লোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে মহাবাহু বৃকোদর! তুমি যে গদাঘাতে দুর্য্যোধনের ঊরু ভঙ্গ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে! আজি নিপতিত হইয়া সেই সমুদায় বিফল করিলে! হা মহাত্মন্! হা মহাবাহো! হা কুরুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন! মনুষ্যের প্রতিশ্রুত বাক্যই বিফল হইয়া থাকে, কিন্তু তোমাদিগের দিব্য বাক্য কি নিমিত্ত মিথ্যা হইল, বলিতে পারি না।

হা ধনঞ্জয়! তুমি ভূমিষ্ঠ হইলে দেবগণ জননীরে কহিয়াছিলেন, "হে কুন্তি! তোমার এই পুত্র সহস্রাক্ষ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন হইবেন না।"

আর তৎকালে উত্তর পারিপাত্র পর্ব্বতে সকলে এই বলিয়া গান করিয়াছিলেন যে, "ইনি অপহৃত রাজলক্ষ্মীরে বলপূর্ব্বক পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবেন। সমরে ইহাঁর জেতা কেহই নাই এবং অজেয়ও কেহই নাই।" আজি সেই জয়শীল মহাবল ধনঞ্জয় মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইলেন। আমরা যাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ঈদৃশ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিতেছি, আজি সেই পার্থ আমাদের সমুদায় আশা উন্মুলিত করিয়া ধরাশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।

যে বীরদ্বয় ভীমসেন ও ধনঞ্জয় সমরাঙ্গণে উন্মত্ত হইয়া শত্রুগণকে নির্দ্দলন করিতেন, যাঁহাদের বলবীর্য্যের ইয়ত্তা ছিল না, কোন অস্ত্রই যাঁহাদিগকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইত না, যাঁহারা কুন্তীর গর্ব্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, আজি তাঁহারা শত্রুবশতাপন্ন হইলেন। হা নকুল! হা সহদেব! তোমরা দুই সহোদরে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছ দেখিয়াও যখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না তখন ইহা পাষাণের সারাংশ দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা সকলে শাস্ত্রজ্ঞ, দেশকালাভিজ্ঞ, তপশ্চর্য্যাপরায়ণ ও সৎকর্ম্মশালী, অতএব তোমরা আপনাদের অনুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান না করিয়া কি নিমিত্ত শয়ান রহিয়াছ! তোমাদের শরীর অক্ষত ও শরাসন অপ্রমৃষ্ট দেখিতেছি, তবে কি নিমিত্ত তোমরা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছ।

মহামতি যুধিষ্ঠির সানুচতুষ্টয়ের ন্যায় ভ্রাতৃগণকে সুখ প্রসুপ্ত দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। অনন্তর নানাবিধ বিলাপ করত বহু ক্ষণের পর আপনাকে অস্তম্ভিত করিয়া বুদ্ধি দ্বারা এই ব্যাপারের কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহাদিগের শরীরে শস্ত্রাঘাত বা এই স্থানে কোন ব্যক্তির পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; ইহাতে বোধ হয়, কোন দুষ্ট ভূত আমার এই ভ্রাতৃগণের প্রাণ সংহার করিয়াছে। যাহা হউক একাগ্রচিত্তে চিন্তা অথবা এই জল পরীক্ষা করিয়া দেখি। বোধ হয়, কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য, বিশ্বাসঘাতক, কুটিলমতি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অভিপ্রায়ানুসারে গান্ধাররাজ নির্জ্জনে এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়া ইহার সলিল কোন দ্রব্যে দূষিত করিয়া রাখিয়াছে, অথবা ঐ দুরাত্মা গূঢ় চর প্রেরণ করিয়া এই

জল বিষদূষিত করিয়াছে; এই নিমিত্ত আমার ভ্রাতৃগণের মৃত শরীর কিছু-মাত্র বিকৃত হয় নাই, মুখবর্ণ যেমন প্রসন্ন সেই রূপই রহিয়াছে! আহা ইহাঁরা এক এক জন প্রচুর বলশালী, কালান্তক যম ব্যতীত কে ইহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ! এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সেই সরোবরে অবগাহন করিলেন। তিনি সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন "রাজপুত্র! আমি শৈবাল ও মৎস্যভোজী বক, আমিই তোমার অনুজগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছি, যদ্যপি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান না কর, তাহা হইলে তোমাকেও ইহাদিগের অনুসরণ করিতে হইবে। বৎস কৌন্তেয়! এরূপ সাহস করিও না, আমি পূর্ব্বে এই সরোবর অধিকার করিয়াছি, অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর, পরিশেষে ইহার জল পান বা গ্রহণ করিও।"

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবল! হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও মলয় এই—অবিচলিত পর্ব্বতচতুষ্টকে কে পাতিত করিয়াছে? ইহা পক্ষীর কর্ম্ম নহে; বোধ হয়, এই মহৎ কর্ম্ম আপনিই করিয়াছেন। অতএব জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে? আপনি কি রুদ্র, বসু বা মরুদ্গণের অধিপতি? কি আশ্চর্য্য? দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অসুরগণ ও রাক্ষসগণ যাঁহাদিগের ঘোরতর সমর সহ্য করিতে পারেন না, আপনি তাঁহাদিগকে ধরাশায়ী করিলেন। ভগবন্! আপনি যে কি করিবেন ও আপনার কি অভিলাষ কিছুই জানি না, অধুনা উহা জানিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণে কৌতুহল ও ভয় যুগপৎ আবির্ভূত হইয়াছে, হৃদয় কম্পিত হইতেছে, শিরোবেদনা সমুৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে?

যক্ষ কহিলেন,তোমার মঙ্গল হউক; আমি যক্ষ,জলচর পক্ষী নহি, আমিই তোমার মহাতেজা ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছি।

রাজা যুধিষ্ঠির যক্ষের মুখে এই রূপ পরুষাক্ষর অকল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্থিত হইবামাত্র দেখিলেন, বিরূপাক্ষ, মহাকায়, তালসমুন্নত, সূর্য্যাগ্নিসদৃশ,পর্ব্বতোপম এক যক্ষ ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত বৃক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আমি তোমার এই

ভ্রাতৃগণকে বারংবার বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহারা আমার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া বলপূর্ব্বক জল গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ইহাদের প্রাণ সংহার করিয়াছি। এক্ষণে তোমারেও কহিতেছি, যদ্যপি প্রাণ রক্ষা করিবার অভিলাষ থাকে, তবে জল পান করিতে সাহস করিও না, আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি; অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, পরিশেষে সলিল পান ও গ্রহণ করিও।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যক্ষ! তোমার অধিকৃত বস্তু গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই, এক্ষণে তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল; আমি আত্মশ্লাঘা করিতেছি না, কারণ সাধু পুরুষেরা সতত আত্মশ্লাঘার নিন্দা করিয়া থাকেন, অতএব আমি এই মাত্র কহিতেছি, নিজ বুদ্ধিসাধ্যানুসারে তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।

যক্ষ কহিলেন, কে আদিত্যকে উন্নত করেন? কাহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে থাকেন? কে বা তাঁহাকে অস্তমিত করেন এবং তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রহ্ম আদিত্যকে উন্নমিত করেন; দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ কহিয়া থাকেন; ধর্ম্ম তাঁহাকে অস্তমিত করেন এবং তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

যক্ষ কহিলেন, কিসের দ্বারা শ্রোত্রিয় হয়? কিসের দ্বারা মহত্ত্ব লাভ হয়? কিসের দ্বারা পুত্রবান্ হয় এবং কিসের দ্বারাই বা বুদ্ধিমান্ হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, শ্রুতি দ্বারা শ্রোত্রিয়, তপস্যা দ্বারা মহত্ত্ব লাভ, যজ্ঞ দ্বারা পুত্রবান্ এবং বৃদ্ধসেবায় বুদ্ধিমান্ হয়।

যক্ষ কহিলেন, ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব কি? তাঁহাদিগের কোন্ ধর্ম্ম সাধুধর্ম্ম? তাঁহাদিগের মনুষ্যভাব কি এবং কি প্রকার ভাবই বা অসাধু ভাব?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বেদপাঠ তাঁহাদিগের দেবভাব; তপস্যা সাধু ধর্ম্ম; মৃত্যু মনুষ্যভাব এবং পরীবাদ অসাধুভাব।

যক্ষ কহিলেন, ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব, সাধুভাব, মনুষ্যভাব, এবং অসাধুভাবই বা কি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্ষত্রিয়গণের অস্ত্র শস্ত্র দেবভাব, যজ্ঞ সাধুভাব, ভয় মনুষ্যভাব এবং পরিত্যাগ অসাধুভাব।

যক্ষ কহিলেন, যজ্ঞীয় সাম কি? যজ্ঞীয় যজুঃ কি? কে যজ্ঞ বরণ করে এবং যজ্ঞ কাহারে অতিবর্ত্তন করে না?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রাণ যজ্ঞীয় সাম, মন যজ্ঞীয় যজুঃ, ঋক্ যজ্ঞকে বরণ করে এবং যজ্ঞ তাহারে অতিক্রম করে না।

যক্ষ কহিলেন, আবপনকারী, নিবপনকারী, প্রতিষ্ঠমান এবং প্রসবকারী, ইহাদিগের কি কি শ্রেষ্ঠ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আবপনকারীদিগের বৃষ্টি, নিবপনকারীদিগের বীজ, প্রতিষ্ঠমানদিগের ধেনু এবং প্রসূতিদিগের পুত্রই শ্রেষ্ঠ।

যক্ষ কহিলেন, কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখানুভবে সমর্থ, বুদ্ধিমান্, লোকপূজিত ও সর্ব্ব প্রাণীর সম্মত হইয়া জীবন থাকিতেও জীবিত নহে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা, ইহাদিগের নিমিত্ত নির্ব্বপণ না করে; সেই ব্যক্তিই জীবন থাকিতেও জীবিত নহে।

যক্ষ কহিলেন, পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতর কে? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে? বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী কে? আর কাহার সংখ্যা তৃণঅপেক্ষাও বহুতর?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী এবং চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহুতর।

যক্ষ কহিলেন, কে নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদ্রিত করে না, কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, কাহার হৃদয় নাই এবং কে বেগে বর্দ্ধিত হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মৎস্য নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদ্রিত হয় না, অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, পাষাণের হৃদয় নাই এবং নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়।

যক্ষ কহিলেন, প্রবাসীর মিত্র কে? গৃহবাসীর মিত্র কে? আতুরের মিত্র কে এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির মিত্র কে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রবাসীর সঙ্গী, গৃহবাসীর ভার্য্যা, আতুরের চিকিৎসক মুমূর্ষু ব্যক্তির দানই মিত্র।

যক্ষ কহিলেন, কে সর্ব্বভূতের অতিথি? সনাতন ধর্ম্ম কি? অমৃত কি এবং সমুদায় জগৎ কি পদার্থ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অগ্নি সর্ব্বভূতের অতিথি; সলিল ও যজ্ঞশেষ অমৃত, জ্ঞানযোগ সনাতন ধর্ম্ম এবং বায়ু সমুদায় জগৎ।

যক্ষ কহিলেন, কে একাকী বিচরণ করেন? কে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন? হিমের ঔষধ কি এবং কে প্রধান বপনক্ষেত্র?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন, চন্দ্রমা পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন, অগ্নি হিমের ঔষধ এবং পৃথিবী প্রধান বপনক্ষেত্র।

যক্ষ কহিলেন, ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় কি? যশের একমাত্র আশ্রয় কি? স্বর্গের একমাত্র আশ্রয় কি এবং সুখের একমাত্র আশ্রয় কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দাক্ষ্য ধর্ম্মের, দান যশের, সত্য স্বর্গের এবং শীল সুখের একমাত্র আশ্রয়।

যক্ষ কহিলেন, মনুষ্যের আত্মা কে? দৈবকৃত সখা কে? উপজীবিকা কি? এবং প্রধান আশ্রয়ই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুত্র মনুষ্যের আত্মা, ভার্য্যা দৈবকৃত সখা, মেঘ উপজীবিকা এবং দান প্রধান আশ্রয়।

যক্ষ কহিলেন, ধন্যের মধ্যে উত্তম কি? ধনের মধ্যে উত্তম কি? লাভের মধ্যে উত্তম কি এবং সুখের মধ্যে উত্তম কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধন্যের মধ্যে দাক্ষ্য, ধনের মধ্যে শাস্ত্র, লাভের মধ্যে আরোগ্য এবং সুখের মধ্যে সন্তোষই উত্তম।

যক্ষ কহিলেন,প্রধান ধর্ম্ম কি? কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান্? কাহারে সংযত করিলে শোক থাকে না? এবং কাহার সহিত সন্ধি করিলে সে সন্ধি ভঙ্গ হয় না?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আনৃশংস্য প্রধান ধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান্, মনকে সংযত করিলে শোক থাকে না এবং সাধুর সহিত সন্ধি হইলে ভঙ্গ হয় না।

যক্ষ কহিলেন,কি ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়? কি ত্যাগ করিলে শোক যায়? কি ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় এবং কি ত্যাগ করিলে সুখি হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অভিমান ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করিলে শোক থাকে না, কামনা ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় এবং লোভ ত্যাগ করিলেই সুখী হয়।

যক্ষ কহিলেন, ব্রাহ্মণ, নট ও নর্ত্তক, ভৃত্য এবং রাজা, ইহাঁদিগকে দান করিবার আবশ্যক কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মের নিমিত্তে ব্রাহ্মণকে, যশের নিমিত্তে নট ও নর্ত্তককে, ভরণের নিমিত্তে ভৃত্যকে এবং ভয়ের নিমিত্তে রাজাকে দান করে।

যক্ষ কহিলেন, লোক সকল কিসের দ্বারা আবৃত ও কিসের দ্বারা অপ্রকাশিত থাকে? কিজন্য মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে, এবং কিজন্যই বা স্বর্গ গমনে অসমর্থ হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, লোক সকল অজ্ঞানে আবৃত, তমোদ্বারা অপ্রকাশিত থাকে, লোভ হেতু মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে এবং সঙ্গ হেতু স্বর্গ গমনে অসমর্থ হয়।

যক্ষ কহিলেন, মৃত পুরুষ কে? মৃত রাষ্ট্র কি? মৃত শ্রাদ্ধ কি এবং মৃত যজ্ঞই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দরিদ্র পুরুষই মৃত পুরুষ, অরাজক রাষ্ট্রই মৃত রাষ্ট্র, অশ্রোত্রিয় শ্রাদ্ধই মৃত শ্রাদ্ধ এবং অদক্ষিণ যজ্ঞই মৃত যজ্ঞ।

যক্ষ কহিলেন, দিক্ কি? জল কি? অন্ন কি? বিষ কি এবং শ্রাদ্ধের কালই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সাধুগণই দিক, আকাশই জল, ধেনুই অন্ন, প্রার্থনাই বিষ এবং ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের কাল।

যক্ষ কহিলেন, তপ, দম, ক্ষমা ও লজ্জার লক্ষণ কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মানুবর্ত্তিত্বই তপ, মনের নিগ্রহই দম, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই ক্ষমা এবং অকার্য্য হইতে নিবৃত্তিই লজ্জা।

যক্ষ কহিলেন, জ্ঞান, শম, দয়া এবং আর্জ্জব কাহারে কহে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তত্ত্বার্থোপলব্ধিই জ্ঞান, চিত্তের প্রশান্ততাই শম, সকলের সুখ ইচ্ছা করাই দয়া এবং সমচিত্ততাই আর্জ্জব।

যক্ষ কহিলেন, পুরুষের কোন্ শত্রু দুর্জ্জয়? কোন্ ব্যাধি অনন্ত? কীদৃশ লোক সাধু এবং কীদৃশ লোকই বা অসাধু?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্রোধ দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি, সকল প্রাণীর হিতকারী ব্যক্তিই সাধু এবং নির্দ্দয় ব্যক্তিই অসাধু।

যক্ষ কহিলেন, মোহ, মান, আলস্য ও শোকের লক্ষণ কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞতাই মোহ, আত্মাভিমানিতাই মান, ধর্ম্মানুষ্ঠান না করাই আলস্য এবং অজ্ঞানই শোক।

যক্ষ কহিলেন, ঋষিগণ স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, স্নান ও দানের কি লক্ষণ করিয়াছেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বধর্ম্মে স্থিরতা স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধৈর্য্য, মনোমালিন্য পরিত্যাগই স্নান এবং প্রাণিগণকে রক্ষা করাই দান; এই লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে।

যক্ষ কহিলেন, পণ্ডিত কে? নাস্তিক কে? মূর্খ কে? কাম কি এবং মৎসরই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিত, মূর্খই নাস্তিক, নাস্তিকই মূর্খ, সংসারহেতুই কাম ও হৃত্তাপই মৎসর।

যক্ষ কহিলেন, অহঙ্কার, দম্ভ, দৈব্য এবং পৈশুন্য কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অজ্ঞানরাশিই অহঙ্কার, ধর্ম্মধ্বজের উন্নমনই দম্ভ, দানের ফলই দৈব্য এবং পরের প্রতি দোষারোপ করাই পৈশুন্য।

যক্ষ কহিলেন, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ইহারা পরস্পর বিরোধী; তবে কি প্রকারে ইহাদিগের একত্র সমাবেশ হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পর বশবর্ত্তী হয়, তখনই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনের একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি শীঘ্র বল, কোন্ কর্ম্ম করিলে অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্যক্তি যাচমান অকিঞ্চন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া পরিশেষে নাই বলিয়া বিদায় করে; যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, দ্বিজাতি, দেবতা ও পৈতৃক ধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে; এবং যে ব্যক্তি ধন

বিদ্যমান থাকিতেও নাই বলিয়া দান ও ভোগে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে; তাহা-দিগকেই অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয়।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! কুল, বৃত্ত, স্বাধ্যায় এবং শ্রুতি, ইহার মধ্যে কোন্‌টি ব্রাহ্মণত্বের কারণ; তুমি নিশ্চয় করিয়া বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যক্ষ! কুল, স্বাধ্যায় বা শ্রুতি ইহার কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব জন্মে না; কেবল একমাত্র বৃত্তই ব্রাহ্মণত্বের কারণ; অতএব ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক বিশেষ রূপে বৃত্ত রক্ষা করিবেন। অক্ষীণবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণ কদাচ হীন হন না; কিন্তু ক্ষীণবৃত্ত হইলে যথার্থই হীন হইতে হয়। যাঁহারা কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপন বা শাস্ত্র চিন্তা করেন; তাঁহারা সকলেই ব্যসনী ও মূর্খ; যিনি ক্রিয়াবান্, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। চতুর্ব্বেদবেত্তা ব্যক্তিও দুর্ব্বৃত্ত হইলে কখন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন না, কেবল শূদ্র হইতে ভিন্ন এইমাত্র বিশেষ; কিন্তু যিনি অগ্নিহোত্রপরায়ণ তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।

যক্ষ কহিলেন, প্রিয় বচন কহিলে কি লাভ হয়? বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে কি লাভ হয়? বহুমিত্র হইলে কি লাভ হয় এবং ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকি-লেই বা কি লাভ হইয়া থাকে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রিয়বাদী সকলের প্রিয় হয়; বিমৃষ্যকারী ব্যক্তি অধিক-তর জয় লাভ করে, বহুমিত্রশালী ব্যক্তি সতত সুখে বাস করে এবং ধর্ম্মানু-গত ব্যক্তি সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে।

যক্ষ কহিলেন, সুখী কে? আশ্চর্য্য কি? পথ কি এবং বার্ত্তাই বা কি? এই চারি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেই তোমার ভ্রাতৃগণ জীবিত হইবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যিনি ঋণশূন্য ও অপ্রবাসী হইয়া দিবসের পঞ্চম বা ষষ্ঠ ভাগে আপন গৃহে শাক পাক করেন, তিনিই সুখী। প্রাণিগণ প্রতিদিন শমন-সদনে গমন করিতেছে দেখিয়াও অবিশিষ্ট লোকে যে চির-জীবন হইতে ইচ্ছা করে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে! তর্কের স্থিরতা নাই; বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার; মুনি এক জন নহেন, যে, তাঁহার মতই প্রমাণ করিব; আর ধর্ম্মের তত্ত্বও অজ্ঞানগুহায় বিলীন হইয়াছে; অতএব মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন সেই পথেই পথ। কাল সূর্য্য-

রূপ অনলে রাত্রিন্দিবস্বরূপ ইন্ধন প্রজ্বলিত করিয়া মহামোহরূপ কটাহে ঋতু ও মাসস্বরূপ দর্ব্বী পরিঘট্টন দ্বারা প্রাণিগণকে যে পাক করিতেছে; ইহাই বার্ত্তা।

যক্ষ কহিলেন, রাজন্! তুমি যথার্থ রূপে আমার সমুদায় প্রশ্নের উত্তর করিয়াছ; এক্ষণে পুরুষ কে ও সকলের মধ্যে ধনী কে? ইহা নিরূপণ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মানবের নাম পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করিয়া ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়, সেই নাম যত দিন থাকে, তত দিন সেই পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হন। যে ব্যক্তি অতীত বা অনাগত সুখ দুঃখ ও প্রিয় অপ্রিয় তুল্য জ্ঞান করেন, তিনিই সকলের মধ্যে ধনী।

যক্ষ কহিলেন, তুমি পুরুষ ও সর্ব্বধনী শব্দের অর্থ করিলে, এই জন্য এক্ষণে তোমার ইচ্ছানুসারে ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক জনমাত্র জীবিত হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যক্ষ! এই শ্যামকলেবর, লোহিতলোচন, বিশাল-বক্ষ মহাবাহু নকুল জীবিত হইয়া শাল শাখীর ন্যায় সমুত্থিত হউন।

যক্ষ কহিলেন,হে রাজন্! তুমি দশ সহস্র মাতঙ্গসম বলশালী অতিমাত্র প্রীতি-পাত্র ভীমসেন অথবা সমস্ত পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয় ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত বিমাতৃপুত্র নকুলের প্রাণ দান করিতে ব্যাকুল হইয়াছ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিলে ধর্ম্মও আমাদিগকে বিনষ্ট করি-বেন, এবং তাঁহারে রক্ষা করিলে তিনিও আমাদিগকে রক্ষা করিবেন; অত-এব আমি কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না! এবং ধর্ম্মও যেন আমাকে কখন পরিত্যাগ না করেন। হে যক্ষ! আনৃশংস্যই পরম ধর্ম্ম, আমি আনৃশংস্য অব-লম্বন করিতে সতত অভিলাষ করি। সকলে আমাকে ধর্ম্মশীল বলিয়া জানেন, অতএব আমি কোন ক্রমে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। কুন্তী ও মাদ্রী ইহাঁরা আমার জননী; উভয়েই পুত্রবতী হইয়া থাকুন, এই আমার অভিলাষ। আমার পক্ষে উভয়েই সমান, অতএব আপনি নকুলকে জীবিত করিয়া উভয়কে পুত্রবতী করুন।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! আপনি অর্থতঃ ও কামতঃ আনৃশংস্যপরায়ণ; এই নিমিত্ত আপনার ভ্রাতৃগণ পুনর্জীবিত হউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যক্ষবাক্যানুসারে পাণ্ডবগণ সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন; তাঁহাদিগের ক্ষুৎপিপাসা ক্ষণমাত্রেই অপনীত হইল। এ দিকে অপরাজিত যক্ষ এক চরণে সরোবরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কে? আপনাকে যক্ষ বলিয়া বোধ হয় না, আপনি বসু, রুদ্র কিম্বা মরুদ্গণের মধ্যে প্রধান এক জন অথবা দেবরাজ হইবেন, সন্দেহ নাই; নতুবা এ প্রকার ব্যাপার ঘটিত না। এই ভূমণ্ডলে এমন যোদ্ধা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, ঈদৃশ যুদ্ধকুশল ভ্রাতৃগণকে নিপতিত করে। ইহাঁরা যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে প্রতিবোধিত হইয়াছেন এবং ইহাঁদিগের ইন্দ্রিয় সকল যেরূপ অবিকল রহিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, আপনি আমাদিগের সুহৃৎ বা পিতা হইবেন।

যক্ষ কহিলেন, তাত! আমি তোমার পিতা ভীমপরাক্রম ধর্ম্ম, তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। যশ, সত্য, দম, শৌচ, আর্জ্জব, হ্রী, অচাপল্য, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য আমার শরীর, অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপ, শৌচ ও অমৎসরতা আমার ইন্দ্রিয়। হে যুধিষ্ঠির! তুমি আমার সাতিশয় প্রীতিভাজন, তুমি পঞ্চ যজ্ঞে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছ এবং পাপকারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য পরাজয় করিয়াছ। আমি তোমায় পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার আনৃশংস্য দ্বারা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর গ্রহণ কর, যে ব্যক্তি আমার ভক্ত, সে কখন দুর্গতি ভোগ করে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্রাহ্মণের অরণী সহিত মন্থদণ্ড মৃগ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে, তাঁহার অগ্নিহোত্র সকল যেন বিলুপ্ত না হয়, ইহাই আমার প্রথম প্রার্থনা।

ধর্ম্ম কহিলেন, আমি তোমারে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মৃগবেশে ব্রাহ্মণের অরণী সহিত মন্থদণ্ড অপহরণ করিয়াছি, তাহা প্রদান করিতেছি; তুমি এক্ষণে অন্য বর প্রার্থনা কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমরা অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি;

ত্রয়োদশ বর্ষ সমুপস্থিত; অতএব এক্ষণে আমরা যে স্থানে বাস করিব, কেহ যেন উহা অবগত হইতে সমর্থ না হয়, এই বর প্রদান করুন।

ভগবান্ ধর্ম্ম প্রদান করিতেছি বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন এবং আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, তাত! যদ্যপি ছদ্মবেশ পরিগ্রহ না করিয়া সমস্ত ধরা-মণ্ডল ভ্রমণ কর, তথাপি ত্রিলোকমধ্যে কোন লোকই তোমাদের অবগত হইতে সমর্থ হইবে না। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা এই ত্রয়োদশ বৎসর আমার প্রসাদে গূঢ়বেশে বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাস করিবে। তোমাদিগের মধ্যে যিনি যেরূপ রূপ ধারণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন, তিনি স্বচ্ছন্দে তাদৃশ বেশ পরিগ্রহ করিবেন। আর এই অরণীসংযুক্ত মন্থদণ্ড ব্রাহ্মণকে প্রদান কর; আমি তোমারে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মৃগবেশে ইহা হরণ করিয়াছিলাম। হে প্রিয়দর্শন! তুমি আমার আত্মজ; বিদুর আমার অংশজ; আমি তোমাকে বর প্রদান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছি না; অতএব তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,হে দেবদেব! আমি সাক্ষাৎ সনাতন দেবতাকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছি; হে পিতঃ! এক্ষণে আপনি প্রীত হইয়া যে বর প্রদান করিবেন; তাহাই গ্রহণ করিব। হে তাত! আমি যেন লোভ, মোহ ও ক্রোধকে পরা-জয় করিতে সমর্থ হই; আমার অন্তঃকরণ যেন তপ, দান ও সত্যে সতত অনুরক্ত থাকে।

ধর্ম্ম কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি স্বভাবতই ঐ সকল গুণে বিভূষিত আছ, এক্ষণে পুনর্ব্বার যথোক্ত ধর্ম্মভূষণে সমধিক শোভমান হইবে। এই কথা কহিয়া ভূতভাবন ভগবান্ ধর্ম্ম সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। সুখপ্রসুপ্ত পাণ্ডবগণও আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক তপস্বী ব্রাহ্মণকে অরণীসনাথ মন্থদণ্ড প্রদান করিলেন। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পাণ্ডবগণের সমুত্থান এবং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপুত্রের সমাগম অধ্যয়ন করেন, তিনি পুত্রপৌত্রে পরিবৃত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকেন। এই আখ্যান অবগত হইলে মানবগণের অন্তঃকরণ কদাপি অধর্ম্ম, সুহৃদ্ভেদ, পরস্বাপহরণ, পরদারাভিমর্ষণ ও অন্যান্য কদর্য্য কর্ম্মে অনুরক্ত হয় না।

আরণেয় পর্ব্বাধ্যায়।

ক্ষমা ও তেজ।

একদা দানবরাজ বলি ধর্ম্মজ্ঞ স্বীয় পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসিলেন, হে তাত! ক্ষমা ও তেজ এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়স্কর? এ বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে, আপনি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করুন। আপনি এবিষয়ে যাহা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া আদেশ করিবেন, আমি মহাশয়ের নিদেশানুসারে অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাহারই সম্যক্ অনুষ্ঠান করিব। সর্ব্বজ্ঞ পিতামহ প্রহ্লাদ বলি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে বৎস! নিরবচ্ছিন্ন তেজ আশ্রয় করিলে কদাচ শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না এবং একমাত্র ক্ষমা অবলম্বনেও শুভ লাভের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত কেবল ক্ষমা আশ্রয় করিয়া কাল যাপন করে, সে বহুবিধ দোষের আকর হইয়া উঠে। ভৃত্য, উদাসীন ও শত্রুগণ তাহাকে অনায়াসেই পরাভব করিয়া থাকে; কোন ব্যক্তিই তাহার বশীভূত হয় না; এই নিমিত্ত সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরন্তর ক্ষমা অবলম্বন করা অতি বিগর্হিত কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভৃত্যেরা ক্ষমাশীল প্রভুকে অনাদর করিয়া বহুবিধ দোষজনক কর্ম্ম করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রাশয় লোকেরা সতত তাঁহার অর্থ অপহরণ করিবার অভিলাষ করে। হীনমতি অধিকৃত পুরুষেরা ক্ষমাপর প্রভুর যান, বস্ত্র, অলঙ্কার, শয়ন, আসন, ভোজন, পান ও অন্যান্য উপকরণ দ্রব্য সকল স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করে। তাহারা স্বামীর আদেশ লাভ করিয়াও আদিষ্ট দেয় দ্রব্যজাত অন্যকে প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয়। তাহারা তাঁহাকে সমুচিত উপচার দ্বারা কদাচ অর্চ্চনা করে না। হে বৎস! লোকে যে অবজ্ঞাকে মরণ অপেক্ষাও গর্হিত বিবেচনা করিয়া থাকে, ক্ষমাপর প্রভুকে সেই অবজ্ঞার ভাজন হইতে হয়। প্রেষ্য, পুত্র, ভৃত্য ও উদাসীন, সকলেই ঈদৃশ ক্ষমাশীল স্বামীকে কটু বাক্য প্রয়োগ করে।

তাঁহাকে পরাভব করিয়া সকলেই তদীয় ভার্য্যাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে ও তাঁহার ভার্য্যাও স্বেচ্ছাচারিণী হয়। যদি ক্ষমাপর প্রভু দুষ্ট-স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিকে অল্প দণ্ডও প্রদান না করেন, তাহা হইলে সে ক্রমশঃ অভ্যুদয় লাভ করিয়া বহুবিধ দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহারই অপকার করিতে চেষ্টা করে। অতএব হে বৈরোচন! ক্ষমাশীল ব্যক্তির এই সকল ও অন্যান্য বহুবিধ দোষ দৃষ্ট হইতেছে।

এক্ষণে ক্ষমাহীন ব্যক্তিদিগের দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রজোগুণপরিবৃত্ত ক্রোধী যদি নিরবচ্ছিন্ন স্বীয় তেজ দ্বারা দণ্ডার্হ বা দণ্ডানর্হ উভয়বিধ ব্যক্তির প্রতি নানাপ্রকার দণ্ড বিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহার বান্ধববর্গের সহিত বিরোধ হইয়া উঠে। তিনি ক্রমশঃ আত্মীয় ও অন্যান্য লোক হইতে বিরাগ সংগ্রহ করিতে থাকেন ও অনেকেরই অবমাননা করেন, সুতরাং তাঁহাকে অর্থহীন ও তিরস্কার, অনাদর, সন্তাপ, দ্বেষ এবং মোহের বিষয়ীভূত হইতে হয় ও অনেকেই তাঁহার শত্রুশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া উঠে। যিনি ক্রোধভরে অন্যায়পূর্ব্বক মনুষ্যকে বহুবিধ দণ্ড প্রদান করেন, তিনি অচিরাৎ স্বজন, ধন ও প্রাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন, সন্দেহ নাই। যিনি উপকর্ত্তা ও হন্তা উভয়ের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন তেজই প্রকাশ করিয়া থাকেন, গৃহান্তর্গত ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই ভীত হয়। যাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সকলেরই শঙ্কা উপস্থিত হয়, তাঁহার আর ঐশ্বর্য্য লাভের প্রত্যাশা করা কিরূপে সম্ভবে? সুযোগ পাইলেই লোকে তাঁহার অপকার করিতে কোন ক্রমে ক্রটি করে না। অতএব একবারে তেজ প্রদর্শন করা অথবা একবারে মৃদুস্বভাব অবলম্বন করা উভয়ই একান্ত বিরুদ্ধ; হে বৎস! সময়ানুসারে তেজস্বিতা বা মৃদু ভাব আশ্রয় করিবে। যিনি যথা-যোগ্য কালে মৃদুভাবাবলম্বী বা রোষপরবশ হয়েন, তিনিই ইহকাল ও পর-কালে অশেষ সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

পণ্ডিতেরা যাহা অপরিত্যাজ্য ও অনুলঙ্ঘনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এক্ষণে সবিস্তরে সেই সমস্ত ক্ষমার অবসর কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বৎস! পূর্ব্বে যে ব্যক্তি তোমার বহুবিধ উপকার সাধন করিয়া পরে

কোন গুরুতর অপরাধে পতিত হয়, তাহার উপকার স্মরণ করিয়া সেই অপরাধ মার্জ্জনা করা উচিত। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ অন্যের নিকটে অপরাধী হয়, তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়, কারণ সকলে শ্রেয়স্করী বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক অপরাধ করিয়া তাহার অপলাপে প্রবৃত্ত হয়, অপকার অল্প হইলেও সেই সকল পাপাত্মা কুটিল লোকদিগকে সংহার করিবে। প্রথমাপরাধে সকল প্রাণীকেই ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু দ্বিতীয়াপরাধ অণুমাত্র হইলেও অপরাধীকে বধ্য বলিয়া স্থির করিবে; যদি কেহ অজ্ঞান বশতঃ কোন প্রকার অপরাধ করে, তাহা হইলে উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়। সামরূপ উপায় দ্বারা কি উগ্রস্বভাব, কি মৃদু স্বভাবসম্পন্ন, সকলকেই সংহার করা যায়। জগতীতলে সামের অসাধ্য কিছুই নাই, অতএব সামই বলীয়ান উপায়। তথাপি দেশ, কাল ও স্বীয় বলাবল বিবেচনা করিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, কারণ দেশ কাল ভিন্ন অন্য পদার্থে এবিষয়ের ফলোপযোগিতা কিছুমাত্র নাই, অতএব দেশ কালের প্রতীক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এইরূপ লোকভয়েরও অপেক্ষা করিয়া অপরাধীকে ক্ষমা করিবে। হে বৎস! ক্ষমার এই সমস্ত অবসর নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; ইহার বিপরীত হইলেই তেজ প্রকাশের অবসর বিবেচনা করিবে।

দ্রৌপদী এইরূপে উল্লিখিত উপাখ্যান সমাপন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহারাজ! আমার বোধ হয়, আপনার তেজ প্রকাশেরই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা নিয়তই অর্থগৃধ্ন হইয়া তোমাদিগের নানাপ্রকার অপকার করিয়া আসিতেছে; সুতরাং তাহাদিগকে ক্ষমা করা আর কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। এক্ষণে তেজের সময় উপস্থিত, তেজপ্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। মৃদু হইলে লোকে অবজ্ঞা করে ও উগ্রস্বভাবসম্পন্ন হইলে তাহাকে দেখিয়া সকলেই শঙ্কিত হয়, অতএব সময়ানুসারে যিনি মৃদুতা বা উগ্রতা প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ প্রকৃতিরঞ্জন মহীপতি, তাহার সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রিয়ে! ক্রোধ মনুষ্যকে সংহার করে ও ক্রোধই

মঙ্গলের কারণ হয়, সুতরাং সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা ক্রোধ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্রোধ সম্বরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহারই মঙ্গল; কিন্তু যাহার ক্রোধাবেগ ধারণ করিবার সামার্থ্য নাই, নিদারুণ ক্রোধ তাহারই অমঙ্গলের কারণ হয়। ক্রোধই প্রজাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করে; অতএব হে শোভনে! মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে লোকবিনাশন ক্রোধ হুতাশন অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিবে? মানবগণ ক্রোধাবিষ্ট হইলে অশেষবিধ পাপানুষ্ঠান ও গুরুজনদিগেরও প্রাণ বিনাশ করিতে পারে। অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ লোকেরও অবমাননা করিয়া থাকে। রোষপরবশ ব্যক্তির কদাচ বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান ও অকার্য্যের বিচারণা থাকে না। সে ক্রোধপূর্ব্বক অবধ্যের বধ ও বধ্যের সৎকার করিয়া থাকে। অধিক কি, ক্রোধানল উত্তেজিত হইলে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অনায়াসে আপনাকেও শমন সদনে প্রেরণ করে। এই সমস্ত দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক অশেষজ্ঞানশালী পণ্ডিতেরা ক্রোধকে পরাজয় করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে অশেষ সুখ সম্ভোগ করিতেছেন; অতএব এই সকল দোষ দেখিয়া আমি কিরূপে সাধুজন বিগর্হিত ক্রোধ অবলম্বন করি? হে দ্রৌপদি! এই সমস্ত বিষয় পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ক্রোধানল শীতল করিয়াছি। যে ব্যক্তি ক্রোধীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করে, সে আত্ম পর উভয়কেই মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে; সুতরাং সে ব্যক্তি আত্ম পর উভয়েরই উপকারক হইয়া উঠে। যদি রোষপরবশ দুর্ব্বল মূঢ় ব্যক্তি বলবান্ লোকের নিকট পরাভূত হইয়া ক্লেশ ভোগ করে, তাহা হইলে সে স্বতঃই আত্মহত্যা করিয়া থাকে। সেই অসংযতচিত্ত আত্মঘাতীর পরলোক নষ্ট হয়; অতএব হে দ্রৌপদি! দুর্ব্বলের ক্রোধ সংবরণ করাই বিধেয়। বলশালী বিদ্বান্ ব্যক্তি অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও যদি ক্রোধপরবশ ও ক্লেশদাতাকে বিনাশ করিতে উদ্যত না হন, তাহা হইলে তিনি পরলোকে আনন্দসন্দোহ লাভ করিয়া সুখে কাল যাপন করেন। অতএব আপৎকাল উপস্থিত হইলে বলবান্ ও দুর্ব্বল উভয়েই পীড়য়িতাকে ক্ষমা করিবে। সাধু লোকেরা জিতক্রোধ ব্যক্তিকে সাতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন।

ক্ষমাপর সজ্জন ব্যক্তির নিশ্চয়ই জয়লাভ হইয়া থাকে। মিথ্যা অপেক্ষা সত্যই শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও নৃশংসাচার অপেক্ষা অনৃশংসতাই নিতান্ত শ্রেয়ঃ। হে দ্রৌপদি! মাদৃশ ব্যক্তিরা দুর্য্যোধন হইতে নিধনপ্রাপ্ত হইলেও বহুদোষাকর সাধু বিগর্হিত ক্রোধকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? যিনি বুদ্ধিবলে প্রবল ক্রোধ বশীভূত করিতে সমর্থ হন, যাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধের সঞ্চার থাকে না, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই তেজস্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হে সুন্দরি! ক্রুদ্ধ ব্যক্তি প্রণালীক্রমে কদাচ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারে না, মর্য্যাদারও অপেক্ষা রাখে না এবং অবধ্যের বধ ও গুরুজনের পীড়া প্রদানে রত থাকে; অতএব তেজস্বী পুরুষ অবশ্যই ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। দেখ! ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি দক্ষতা, অমর্ষ, শৌর্য্য ও আশুকারিতা এই কয়েকটী তেজোগুণ কোন ক্রমেই লাভ করিতে পারে না। ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে লোকে তেজ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু রোষপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে যথাকালোপপন্ন সেই তেজ একান্ত দুঃসহ হইয়া উঠে। মূর্খেরাই ক্রোধকে তেজ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকে। বিধাতা লোক সংহারার্থ মানবগণের মনোমধ্যে রজোগুণপরিণাম ক্রোধ বিধান করিয়া দিয়াছেন। অতএব সুশীল ব্যক্তি এককালে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। যদি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ হয় তাহাও করিবে, তথাপি কোন ক্রমে ক্রোধাবিষ্ট হইবে না। হে পাঞ্চালি! হীনমতি মূঢ় ব্যক্তিই ক্ষমার্জ্জবাদি গুণ সকল লঙ্ঘন করিয়া থাকে; কিন্তু মাদৃশ ধীমান্ লোকের ঐরূপ গুণগ্রাম অতিক্রম করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। যদি মনুষ্য মধ্যে কোন ব্যক্তি সর্ব্বংসহা পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল না হইত, তাহা হইলে সন্ধিস্থাপনের কথা দূরে থাকুক, কেবল ক্রোধমূলক যুদ্ধই উপস্থিত হইত। তাপিত হইলেই তাপ প্রদান করিবে ও গুরুকর্ত্তৃক আহত হইলেই তাঁহাকে আঘাত করিবে, কেহ আক্রোশ করিলে তাহার উপর আক্রোশ প্রকাশ করিবে, হিংসা করিলেই হিংসা করিবে, এইরূপ রীতি পদ্ধতির অনুসরণ করিলে সমুদায় জগৎ বিনষ্ট ও অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইত। হে পাঞ্চালি! এইরূপে লোকসকল কোপাবিষ্ট হইলে পিতা পুত্রদিগকে ও পুত্রেরা পিতাকে, ভর্ত্তা ভার্য্যাকে ও ভার্য্যা ভর্ত্তাকে

বিনষ্ট করিত, তাহা হইলে একবারে সৃষ্টির লোপ হইয়া যাইত, আর কাহারও উৎপত্তি হইত না। হে শোভনে! প্রজাদিগের জন্মের কারণ সন্ধি, তাহার অন্যথা হইলে তাহাদিগের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত সংসার ভস্মসাৎ করিত ও অভ্যুদয়ের আর সম্ভাবনা থাকিত না। হে দ্রুপদরাজতনয়ে! এই জগতীতলে পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল লোক সমুদায় বিদ্যমান থাকাতেই প্রজাগণের জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। সর্ব্বপ্রকার আপদেই ক্ষমা করা বিধেয়, কারণ ক্ষমাশীল ব্যক্তিই ভূতসৃষ্টির প্রধান কারণ। যে ব্যক্তি আক্রুষ্ট, তাড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়াও বলিষ্ঠের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি প্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ক্রোধকে জয় করত ক্ষমাশালী হয়, সেই ব্যক্তিই বিদ্বান্ ও শ্রেষ্ঠ; তাহারই সনাতন লোক লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু অল্পবিজ্ঞানসম্পন্ন রোষপর ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হয়। মহাত্মা কাশ্যপ ক্ষমাশীল ব্যক্তির এক গাথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ক্ষমা ধর্ম্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা বেদ ও ক্ষমাই শাস্ত্র, যিনি ইহা সম্যক্ অবগত আছেন, তিনি সকলকে ক্ষমা করিতে পারেন। ক্ষমা ব্রহ্ম ও সত্য, ক্ষমা ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমা তপঃ ও শৌচ এবং ক্ষমাই এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ক্ষমাশীল ব্যক্তি যজ্ঞবেত্তা, বেদবেত্তা ও তপস্বীদিগের লোক অপেক্ষা উপরিতন লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যজুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্মকারী ও অন্যান্য কর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের লোক সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ক্ষমাপর ব্যক্তিদিগের লোক ব্রহ্ম লোকই প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়া রহিয়াছে। ক্ষমা তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ ও তপস্বীগণের ব্রহ্মস্বরূপ। সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ, ও ক্ষমাই শান্তি। অতএব মদ্বিধ লোক এক্ষণে কিরূপে ক্ষমা পরিত্যাগ করিতে পারে? হে কৃষ্ণে! ক্ষমাতেই সত্য, ব্রহ্ম, যজ্ঞ ও লোক সমুদায় প্রতিষ্ঠিত আছে। জ্ঞানসম্পন্ন সৎপুরুষেরা সতত ক্ষমা প্রদর্শন করেন বলিয়া তাঁহাদের শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ক্ষমাপর ব্যক্তিদিগের উভয় লোকই হস্তগত; তাঁহারা ইহকালে সম্মান ও পরকালে শ্রেয়সী গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহাদিগের ক্রোধ ক্ষমাপ্রভাবে পরাহত হয়, তাঁহাদিগের পরম

পবিত্র লোক লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ পদার্থ। হে দ্রৌপদি! মহর্ষি কশ্যপ ক্ষমাশীলব্যক্তিদিগের উদ্দেশে সতত এই গাথা গান করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি ক্ষমাবিষয়ক গাথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধসম্বরণপূর্ব্বক সন্তোষ অবলম্বন কর। পিতামহ ভীষ্ম ও দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ইহাঁরা শান্তিকে পূজ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন। আচার্য্য কৃপ, বিদুর, সঞ্জয়, সোমদত্ত, যুযুৎসু, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, আমাদিগের পিতামহ ব্যাস, ইহাঁরাও প্রতিনিয়ত শান্তির কথা উত্থাপন করিয়া প্রশংসা করেন। এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, এই সকল ব্যক্তি দ্বারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বা তাঁহার পুত্র শান্তিপথে প্রেরিত হইলে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু লোভপরতন্ত্র হইলে অবশ্যই বিনাশ ঘটিবে, সন্দেহ নাই। হে দ্রৌপদি! ভরতবংশীয়দিগের বিনাশের নিমিত্ত এই নিদারুণ কাল উপস্থিত হইয়াছে। বলিতে কি, আমি পূর্ব্বেই ইহা অবধারিত করিয়া রাখিয়াছি, সুযোধন রাজকার্য্যে নিতান্ত অযোগ্য, এই নিমিত্ত সে কদাচ ক্ষমা অবলম্বন করিবে না, কিন্তু আমি তাহাদিগের মধ্যে যোগ্যপাত্র, এই জন্য ক্ষমা আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে। ক্ষমা ও অনৃশংসতা মহাত্মাদিগের চরিত্রস্বরূপ ও সনাতন ধর্ম্ম; অতএব আমি এক্ষণে প্রকৃতরূপে ক্ষমা অবলম্বন করিব, তাহার সন্দেহ নাই।

বনপর্ব্ব।

শরণাগত-প্রতিপালন-ধর্ম্ম।

একদা মহারাজ মুচুকুন্দ ভার্গবকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে শরণাগত প্রতিপালকের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবহিত হইয়া এক ধর্ম্মকামার্থ সম্বলিত অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এক পক্ষিলুব্ধ, পাপপরায়ণ, ক্ষুদ্রাশয় নিষাদ কালান্তক যমের ন্যায় অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিত। সেই দুরাত্মার শরীর কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, জঙ্ঘা সুদীর্ঘ, পদদ্বয় খর্ব্ব, মুখ প্রকাণ্ড ও হনুদেশ প্রশস্ত ছিল। ঐ পাপাত্মা ঘোরতর নিষ্ঠুরের ব্যবসায় অবলম্বন করাতে, তাহার পত্নী ভিন্ন আর সমুদায়

সুহৃদ্‌, সম্বন্ধী ও বন্ধু বান্ধব তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। জ্ঞানবান্ লোকে কদাপি পাপীদিগের সহিত সংশ্রব রাখিতে বাসনা করেন না, কারণ যাহারা দুষ্কর্ম্ম দ্বারা আপনাদিগের অনিষ্ট সম্পাদন করে, তাহাদের দ্বারা অন্যের হিত-সাধনের সম্ভাবনা কোথায়? হত্যাকারী নৃশংস নরাধমেরা সর্পের ন্যায় প্রাণি-গণের উদ্বেগজনক হইয়া থাকে। ঐ পাপাত্মা নিষাদ জালগ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা বনে বনে ভ্রমণ ও পক্ষিগণের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে বিক্রয় করিত। এইরূপে বহুকাল গত হইল কিন্তু সেই দুরাত্মা কোন ক্রমেই আপনার অসৎ প্রবৃত্তি নিবন্ধন অধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারিল না। একদা সেই ব্যাধ অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছে, এমন সময়ে প্রবল বায়ুবেগ সমুত্থিত হইয়া পাদপগণকে উৎপাটিত-প্রায় করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে নভোমণ্ডল অর্ণবযান পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় মেঘজালে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্যুন্মণ্ডলে বিভূষিত হইল। মুষলধারে অনবরত বারিধারা নিপতিত হওয়াতে বসুন্ধরা ক্ষণকাল মধ্যে প্লাবিত হইয়া গেল। ঐ সময় দুরাত্মা নিষাদ শীতার্ত্ত ও বিচেতন হইয়া আকুলিতচিত্তে বন-মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; কিন্তু সমুদায় অরণ্য জলাকীর্ণ হওয়াতে কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হইল না। ঐ বৃষ্টির প্রভাবে বিহঙ্গমগণ নিহত ও তরুতলে নিপতিত হইয়াছিল এবং মৃগ, সিংহ ও বরাহগণ উন্নত ভূমি আশ্রয় করিয়া অবস্থান ও অন্যান্য বন্য জন্তুগণ ভয়ার্ত্ত ও শীতার্ত্ত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতে-ছিল। দুরাত্মা ব্যাধ সেই বাতবৃষ্টি প্রভাবে নিতান্ত শীতার্ত্ত হইয়া অন্য স্থানে প্রস্থান বা তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না; সেই সময় এক শীত-বিহ্বলা কপোতী তাহার নেত্রগোচর হইল। দুরাত্মা নিষাদ তৎকালে স্বয়ং যাহার পর নাই কষ্টে নিপতিত হইয়াছিল তথাপি সেই কপোতীরে ভূতলে নিপতিত দেখিবামাত্র স্বীয় পিঞ্জরমধ্যে নিক্ষেপ করিল। স্বয়ং দুঃখে অভিভূত হইয়াও সেই কপোতীরে দুঃখিত করিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। অন-ন্তর সেই দুরাত্মা নিষাদ সেই অরণ্যজাত পাদপগণের মধ্যে মেঘের ন্যায় এক নীলবর্ণ বৃক্ষ অবলোকন করিল। ঐ পাদপের ছায়া ও ফলভোগ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য বিহঙ্গম উহাতে বাস করিত। বিধাতা পরোপকারের নিমি-ত্তই সাধুর ন্যায় ঐ তরুর সৃষ্টি করিয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নভোমণ্ডল নির্ম্মল নক্ষত্রজালে মণ্ডিত হইয়া প্রফুল্ল কুমুদ-দল শোভিত বিমল সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সেই শীত-বিহ্বল নিষাদ আকাশমণ্ডল মেঘনির্ম্মুক্ত নক্ষত্রজালে সমাকীর্ণ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত মনে মনে চিন্তা করিল, এক্ষণে রজনী উপস্থিত হইয়াছে এবং আমার গৃহও এস্থান হইতে অনেক দূর, অতএব অদ্য এই তরুতলেই রজনী যাপন করা কর্ত্তব্য। পক্ষিঘাতক নিষাদ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বনস্পতিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, তরুবর! তোমাতে যে সমস্ত দেবতা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইলাম। নিষাদ এই কথা বলিয়া ভূতলে পর্ণশয্যা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এক শিলার উপর মস্তক সংস্থাপন করিয়া দুঃখিতচিত্তে শয়ন করিল।

ঐ বৃক্ষের শাখায় এক কপোত সুহৃজ্জন পরিবৃত হইয়া বহুকালাবধি বাস করিত। ঐ দিন প্রাতঃকালে তাঁহার প্রিয় বনিতা আহারান্বেষণে গমন করিয়াছিল। রজনী সমাগত হইল তথাপি প্রেয়সী প্রত্যাগত হইল না দেখিয়া পক্ষী অনুতাপ করত কহিতে লাগিল, হায়! আমার প্রণয়িনী কি নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইল না! ইতিপূর্ব্বে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও ভয়ঙ্কর বারিধারা নিপতিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধন এই কানন মধ্যে তাহার ত অমঙ্গল উপস্থিত হয় নাই? আজি প্রিয়া বিরহে আমার এই গৃহ শূন্যময় বোধ হইতেছে। গৃহস্থের গৃহ পুত্র, পৌত্র, বধূ ও ভৃত্যগণে পরিপূর্ণ থাকিলেও ভার্য্যাবিরহে শূন্যপ্রায় হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা গৃহিণীশূন্য গৃহকে গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। গৃহিণীই গৃহ স্বরূপ কথিত হইয়া থাকে। গৃহিণীশূন্য গৃহ অরণ্য প্রায়। আজি যদি আমার সেই অরুণনেত্রা বিচিত্রাঙ্গী মধুরভাষিণী ভার্য্যা প্রত্যাগমন না করে, তাহা হইলে আমার জীবনে প্রয়োজন কি! আমার সেই প্রিয়তমা আমি অস্নাত ও অভুক্ত থাকিতে কদাপি স্নান ভোজন করে না। আমি উপবেশন করিলে উপবেশন ও শয়ন করিলে শয়ন করিত। আমার দুঃখে তাহার দুঃখ ও আমার পরিতোষে তাহার পরিতোষ হইয়া থাকে। আমি বিদেশস্থ হইলে সে বিষণ্ণবদনে কালহরণ এবং আমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে। এই পৃথিবীতে যাঁহার ভার্য্যা এই-

রূপ পতিহিতৈষিণী ও পতিপরায়ণা, সেই ধন্য। আমার সেই স্থিরস্বভাব যশস্বিনী প্রিয়তমা আমারে ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত জানিয়াও কেন এপর্য্যন্ত আগমন করিতেছে না। সস্ত্রীক ব্যক্তির বৃক্ষমূলও গৃহস্বরূপ ও ভার্য্যাবিহীন পুরুষের অট্টালিকাও অরণ্য তুল্য বোধ হয়, সন্দেহ নাই। ভার্য্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থ কাম সাধন সময়ে একমাত্র সহায় ও বিদেশ গমনকালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্য্যার তুল্য পরম ধন আর কিছুই নাই। বনিতাই পুরুষের লোকমাত্র সম্পাদন করিয়া থাকে। রোগাভিভূত আর্ত্তব্যক্তির ভার্য্যাই মহৌষধ। ভার্য্যার তুল্য পরম বন্ধু আর কেহই নাই। ধর্ম্মসংগ্রহ বিষয়ে ভার্য্যাই পুরুষের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকে। পতিব্রতা প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা যাহার গৃহে নাই, তাহার অরণ্যে গমন করাই কর্ত্তব্য, তাহার গৃহ ও অরণ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

দুরাত্মা নিষাদ ইতিপূর্ব্বে যে কপোতীরে স্বীয় পিঞ্জরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই কপোতীই ঐ কপোতের পত্নী। কপোতী নিষাদের পিঞ্জরমধ্য হইতে ভর্ত্তার সেই করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, আহা! আমি বস্তুত গুণশালিনী হই বা না হই, আমার ভর্ত্তা যখন আমার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন আমার সৌভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকেন, তাহাকে নারী বলিয়া নির্দ্দেশ করাও কর্ত্তব্য নহে। যে রমণী ভর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে, সমুদায় দেবতা তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হন। অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়া ভর্ত্তাই স্ত্রীদিগের পরম দেবতাস্বরূপ গণ্য হন। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না হন, তাহাকে দাবাগ্নিদগ্ধ পুষ্পস্তবক সমন্বিত লতার ন্যায় ভস্মীভূত হইতে হয়। পিঞ্জরস্থা কপোতবনিতা কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্থিরচিত্তে ভর্ত্তাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, নাথ! আমি এক্ষণে তোমাকে যে হিতকর বাক্য কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নিষাদ নিতান্ত শীতার্ত্ত ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া তোমার আবাসে সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি তোমার শরণাগত, অতএব উহার রক্ষাবিধান ও সমুচিত সৎকার করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা

করিলে যে পাপ জন্মে, শরণাগত ব্যক্তিরে নষ্ট করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে। আমরা কপোতকুলে জন্মগ্রহণনিবন্ধন স্বভাবতঃ হীনবল হইয়াছি বটে, তথাপি তোমার মত আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রাণীর সাধ্যানুসারে শরণাগত প্রতিপালনে যত্ন করা কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ যথাশক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, পরলোকে সে অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি সন্তান সন্ততির মুখাবলোকন করিয়াছ, অতএব দেহের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক এই নিষাদকে পূজা দ্বারা পরিতুষ্ট কর। আমার নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। তুমি জীবিত থাকিলে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থ অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে। পিঞ্জরস্থ কপোতপত্নী অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়াও ভর্ত্তাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাহাকে এইরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিল।

তখন সেই কপোত স্বীয় পত্নী ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে মহা আহ্লাদিত হইয়া বাষ্পাকুল নয়নে ব্যাধকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক পরম সমাদরে তাহার যথাবিধ পূজা করিল এবং স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, মহাশয়! এখানে আপনার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি আপনার গৃহেই উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি এবং আমারেই বা আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা শীঘ্র ব্যক্ত করুন। আপনি আমাদিগের গৃহে আসিয়াছেন অতএব আপনার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহাগত ব্যক্তি শত্রু হইলেও অচিরাৎ তাহার সমুচিত সৎকার করা উচিত। লোকে বৃক্ষ ছেদনের নিমিত্ত গমন করিলেও বৃক্ষ কখন তাহাকে ছায়াসেবনে বঞ্চিত করে না। অতএব অতিথি গৃহে আগমন করিলে যত্নপূর্ব্বক তাহার পূজা করা সকলেরই বিশেষতঃ পঞ্চযজ্ঞপ্রবৃত্ত গৃহস্থদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি গৃহী হইয়া মোহবশতঃ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে কি ইহলোক কি পরলোক কুত্রাপি সদ্গতিলাভে সমর্থ হয় না। যাহা হউক,এক্ষণে আপনার যাহা অভিলাষ থাকে প্রকাশ করুন, আমি সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিব। তখন নিষাদ কপোতের সেই সজ্জনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, পারাবত! আমি শীতে নিতান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব যাহাতে আমার শীত নিবারণ হয়, তাহার উপায় বিধান কর।

লুব্ধক এই কথা কহিলে কপোত তৎক্ষণাৎ যত্নপূর্ব্বক ভূতলে শুষ্ক পত্র সমুদায় একত্র করিয়া দ্রুতবেগে অগ্নি আহরণার্থ গমন করিল এবং অনতিবিলম্বে অঙ্গারশালা হইতে অগ্নি গ্রহণপূর্ব্বক তথায় প্রত্যাগমন করিয়া সেই পত্ররাশি প্রজ্বলিত করিয়া দিল। হুতাশন উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইলে, কপোত নিষাদকে কহিল, মহাশয়! এক্ষণে আপনি নিরুদ্বেগে অগ্নি সন্তাপ দ্বারা শীত নিবারণ করুন। তখন ব্যাধ তাহার বচনানুসারে হুতাশনে স্বীয় গাত্র সন্তপ্ত করিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে শীতনির্ম্মুক্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে ব্যাকুলনয়নে কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিল, বিহঙ্গম! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ আহার প্রদান কর।

কপোত ব্যাধের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, মহাশয়! আমার এমন কোন সঞ্চিত দ্রব্য নাই যে তদ্দ্বারা আপনার ক্ষুধা নিবারণ করি। আমরা এই বনে বাস করিয়া দৈনন্দিনলব্ধ আহার সামগ্রী দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। তপোবনবাসী মুনিদিগের মত আমাদিগের কিছুমাত্র সঞ্চয় থাকে না। কপোত ব্যাধকে এই কথা বলিয়া স্বীয় জীবিকার প্রতি ধিক্কার প্রদান করত ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া ম্লানমুখে চিন্তা করিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে স্বীয় মাংস দ্বারা অতিথিসৎকার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া লুব্ধককে কহিল, মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি আপনার তৃপ্তিসম্পাদন করিতেছি। সদাশয় কপোত এই কথা বলিয়া শুষ্ক পত্র দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় ব্যাধকে কহিল,মহাশয়! আমি পূর্ব্বে দেবতা,ঋষি ও পিতৃলোকদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, অতিথিসেবা অতি প্রধান ধর্ম্ম। অতএব এক্ষণে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আপনার সেবা করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে। কপোত ব্যাধকে এই কথা কহিয়া তিন বার সেই প্রজ্বলিত হুতাশন প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

কপোত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ব্যাধের মনে দিব্য জ্ঞান সঞ্চারিত হইল। তখন সে মনে মনে চিন্তা করিল, হায়! আমি কি করিলাম! আমি নিতান্তই নিষ্ঠুর, লোকে আমার ব্যাবসায় দর্শনে প্রতিনিয়ত আমাকে নিন্দা

করিয়া থাকে। এক্ষণে এই গর্হিত আচরণনিবন্ধন আমাকে ঘোরতর অধর্ম্মে নিপতিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই। ব্যাধ কপোতকে তদবস্থ অবলোকন-পূর্ব্বক এইরূপে আপনার কর্ম্মের নিন্দা করত নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিল।

অনন্তর সেই ক্ষুধার্ত্ত লুব্ধক অগ্নিপ্রবিষ্ট কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় কহিল, হায়! আমি কি করিলাম, আমি যাহার পর নাই নিষ্ঠুর ও নির্ব্বোধ। আমাকে নিশ্চয়ই অনন্তকাল পাপভোগ করিতে হইবে। আমি শুভকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিহঙ্গমগণের প্রাণনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য পাপাত্মা আর কেহই নাই। যাহা হউক, আজি মহাত্মা কপোত স্বীয় শরীর দগ্ধ করিয়া আমাকে জ্ঞান প্রদান করিল সন্দেহ নাই। অতঃপর আমি পুত্রকলত্রাদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইব। আজি অবধি আমি শরীরকে সমুদায় ভোগে বঞ্চিত করিয়া গ্রীষ্মকালীন সরোবরের ন্যায় শুষ্ক করিব এবং বিবিধ ক্ষুৎপিপাসার ক্লেশ সহ্য করিয়া উপবাস দ্বারা পারলৌকিক ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। মহাত্মা কপোত দেহ প্রদান করিয়া অতিথি সেবায় পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। অতএব আমি ইহার দৃষ্টান্তানুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। ধর্ম্মই মোক্ষসাধনের প্রধান উপায়।

ক্রূরকর্ম্মা লুব্ধক মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া যষ্টি, শলাকা ও পিঞ্জর প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক কপোতীকে মুক্ত করিয়া মহাপ্রস্থানে কৃত-নিশ্চয় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ব্যাধ প্রস্থান করিলে পর কপোতী স্বীয় ভর্ত্তাকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত শোকার্ত্তচিত্তে রোদন করিতে করিতে কহিল, হা নাথ! আমি কখন তোমার অমঙ্গল স্মরণ করি নাই। রমণীগণ অনেক পুত্রসত্ত্বেও পতিবিহীন হইলে সতত শোকসাগরে মগ্ন হইয়া থাকে। বন্ধু বান্ধবগণও তাহাকে দেখিয়া যাহার পর নাই শোক প্রকাশ করেন। তুমি নিয়ত আমাকে পরম সমাদরে প্রতিপালন করিতে। কেমন মনোহর মৃদুমধুর বচনে সম্ভাষণ করিতে। পূর্ব্বে তোমার সহিত,পর্ব্বতগুহা,নদীনির্ঝর,রমণীয় বৃক্ষাগ্র, ও আকাশমণ্ডল প্রভৃতি কত স্থানে সুখে বিহার করিয়াছি, আজি আমার সে সুখসম্পত্তি কোথায়! পিতা, পুত্র

ও ভ্রাতা ইহারা পরিমিত সুখ প্রদান করিয়া থাকেন ; স্বামী ভিন্ন রমণীগণের অপরিমিত সুখদাতা আর কেহই নাই। ভর্ত্তাই স্ত্রীজাতির একমাত্র অবলম্বন। ভর্ত্তার নিমিত্ত সমুদায় সম্পত্তি পরিত্যাগ করাও বিধেয়। এক্ষণে তোমার বিরহে ক্ষণকালও আমার জীবন ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। পতিব্রতা নারী পতিবিহীন হইয়া কখনই প্রাণধারণে সমর্থ হয় না।

পতিপরায়ণা কপোতী করুণস্বরে এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া পরিশেষে সেই প্রজ্বলিত হুতাশনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, তাহার ভর্ত্তা বিচিত্র মাল্য, পরিধেয় বস্ত্র ও কেয়ুর প্রভৃতি অলঙ্কার সমুদায়ে বিভূষিত হইয়া পুষ্পকরথে অধিরূঢ় হইয়াছে। পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক স্তবস্তুতি করিতেছেন। অনন্তর ঐ কপোত স্বীয় পত্নীর সহিত সেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া তত্রত্য দেবগণের নিকট স্বীয় কর্ম্মানুরূপসম্মানভাজন হইয়া পরমসুখে বিহার করিতে লাগিল।

যৎকালে সেই কপোতদম্পতী বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিতেছিল, সেই সময় সেই ব্যাধ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে দৈবাৎ উর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাদিগকে অবলোকন করিয়াছিল। কপোতদম্পতীর সেই উৎকৃষ্ট অবস্থা সন্দর্শনে ব্যাধের মনে নিতান্ত দুঃখ হইল। তখন সে তপঃপ্রভাবে উহাদের ন্যায় সদ্গতিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া বাতাহার পরায়ণ মমতাপরিশূন্য ও নিস্পৃহ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে এক পঙ্কজ পরিপূর্ণ, নানাবিধ বিহঙ্গম সমাকীর্ণ, সুশীতল সলিল সমন্বিত সুবিস্তীর্ণ সরোবর তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিরা ঐ সরোবর সন্দর্শন করিবামাত্র পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই উপবাসনিরত শীর্ণকলেবর লুব্ধক উহার প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া শ্বাপদসমাকীর্ণ বন অতি সুবিস্তীর্ণ মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে তথায় প্রবেশ করিতে লাগিল। বনে প্রবেশ করিবার সময় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতলিপ্ত হইল। তথাপি সে সেই বিবিধ হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ অটবীতে প্রবেশ করিয়া ভ্রমণ করিতে নিরস্ত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ুবেগবশতঃ বৃক্ষে বৃক্ষে সঙ্ঘর্ষণ হওয়াতে অতি ভীষণ দাবানল সমু-

খিত হইল। ঐ অগ্নি প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় অতি ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোধভরে যেন সেই বৃক্ষলতা ও পত্রসমাযুক্ত পশুপক্ষীসঙ্কুল মহারণ্যের চতুর্দ্দিক দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় লুব্ধক বনমধ্যে দাবাগ্নি সমুখিত দেখিয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিবার মানসে মহা আহ্লাদে সেই ভীষণ হুতাশনের মধ্যে ধাবমান হইল। ব্যাধ অনলমধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার শরীর ভস্মসাৎ হইয়া গেল। কলেবর দগ্ধ হওয়াতে ব্যাধের আর পাপের লেশমাত্র রহিল না; সুতরাং সে অনায়াসে স্বর্গে গমনপূর্ব্বক আপনাকে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল।

এইরূপে কপোত, কপোতী ও ব্যাধ তিন জনেই স্ব স্ব পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করিল। যে পতিব্রতা নারী এইরূপে স্বামীর অনুগমন করেন, তিনি কপোতীর ন্যায় অনায়াসে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। শরণাগত ব্যক্তিরে আশ্রয় দান করা প্রধান ধর্ম্ম। গোহত্যাকারীর বরং নিষ্কৃতিলাভ হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি শরণাগতকে বিনাশ করে, তাহার কোনরূপেই নিষ্কৃতিলাভের সম্ভাবনা নাই।

আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

মৃত্যু।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিলাপমন ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক ভ্রাতৃপুত্র বধ জনিত শোকাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! স্থির-বুদ্ধি-সম্পন্ন বালক অভিমন্যু নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল; ইত্যবসরে বহুসংখ্য অধার্ম্মিক মহারথ তাহাকে বেষ্টন করিয়া বিনাশ করিয়াছে। আমি অভিমন্যুকে কহিয়াছিলাম তুমি আমাদিগের সমর প্রবেশের দ্বার প্রস্তুত কর। অভিমন্যু আমার বাক্যে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরা

তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম; কিন্তু জয়দ্রথ আমাদিগকে নিবারণ করিল। যুদ্ধজীবী পুরুষেরা তুল্য ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, কিন্তু বিপক্ষেরা যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছে, উহা নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। আমি তন্নিমিত্ত সাতিশয় সন্তপ্ত ও শোকবাষ্পে নিতান্ত সমাকুল হইতেছি; এই বিষয় বারম্বার চিন্তা করিয়া কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

ভগবান্ ব্যাস শোকবেগসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ! তোমার সদৃশ মহাত্মারা বিপদে কদাচ বিমোহিত হন না। অভিমন্যু বালকের অসদৃশ কার্য্যানুষ্ঠান ও বহুসংখ্য শত্রুহনন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে। মৃত্যু দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগকেও হরণ করিয়া থাকে; মৃত্যুকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাত্মন্! এই সমুদায় মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিগণ নিহত হইয়া ধরাতলে সৈন্য মধ্যে নিপতিত রহিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ অযুত নাগতুল্য পরাক্রমশালী এবং কেহ কেহ বায়ুবেগ তুল্য বলবান্। ইহাঁরা পরস্পর সংগ্রাম করিয়াই নিহত হইয়াছেন। সংগ্রাম স্থলে ইহাঁদিগকে সংহার করিতে অন্য কাহারও সাধ্য নাই। পরস্পরকে পরাজয় করিবার বাসনাই ইহাঁদের হৃদয়ে সতত জাগরূক ছিল। এক্ষণে ইহাঁরা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এই সমুদায় ভীমবিক্রম ভূপতিগণ নিহত হওয়াতে অদ্য মৃত্যু এই শব্দের সার্থকতা সম্পাদিত হইল। ইহাঁরা এক্ষণে নিশ্চেষ্ট নিরভিমান ও শত্রুগণের বশীভূত হইয়াছেন। হে মহর্ষে! এই নিহত ভূপতিগণকে অবলোকন করিয়া আমার এই সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে যে মৃত্যু কে, কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কি নিমিত্তই বা প্রজাগণকে সংহার করে? আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার এই সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

অনন্তর ভগবান্ ব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসপ্রদান করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! পূর্ব্ব কালে মহর্ষি নারদ এ বিষয়ে রাজা

অকম্পনের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ করুন। আমি জানি রাজা অকম্পনও নিতান্ত দুর্ব্বিষহ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব আমি মৃত্যুর উৎপত্তি কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলে আপনি স্নেহ-বন্ধন জনিত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। হে বৎস! এই পুরাবৃত্ত বেদাধ্যয়নের ন্যায় ফলপ্রদ, পবিত্র, অরি-বিনাশক, মঙ্গলেরও মঙ্গল, আয়ুষ্কর, শোক নাশক ও পুষ্টিবর্দ্ধন; আপনি ইহা শ্রবণ করুন। আয়ুষ্মান্ পুত্র, রাজ্য ও সম্পদ্ লাভার্থী দ্বিজগণ এই উপাখ্যান প্রতিনিয়ত প্রাতঃকালে শ্রবণ করিবেন।

পূর্ব্বকালে সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি রণস্থলে শত্রুগণের বশবর্ত্তী হইলেন এবং নারায়ণ তুল্য বলবান্, শ্রীমান্, শিক্ষিতাস্ত্র, মেধাবী, দেবরাজ সদৃশ হরি নামে তাঁহার এক পুত্রও রণস্থলে শত্রুগণে পরিবৃত হইয়া, হস্তী ও বহুসংখ্য যোদ্ধাদিগের উপর সহস্র সহস্র শর বর্ষণ এবং অতি দুষ্কর কার্য্য সংসাধন করিয়া সৈন্য মধ্যে নিহত হইলেন। রাজা অকম্পন পুত্রের প্রেতকার্য্য সমাধানান্তে দিবা রাত্রি শোকে একান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহার পুত্র বিনাশ জনিত শোক অবগত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলেন। রাজা অকম্পন দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা-পূর্ব্বক শত্রুগণের জয়লাভ ও আপনার পুত্রের বিনাশবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! শত্রুগণ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আমার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে এই মৃত্যু কে এবং ইহার বল, বীর্য্য ও পৌরুষই বা কিরূপ? আমি ইহার যাথার্থ্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। নারদ তাঁহার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রশোক-বিনাশন এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! আমি এই বিস্তীর্ণ উপাখ্যান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ কমলযোনি প্রথমে প্রজা সমস্ত সৃষ্টি করিলেন; অনন্তর এই বিশ্ব বিনষ্ট হইতেছে না দেখিয়া সাতিশয় চিন্তিত হইলেন; কিন্তু সৃষ্টি সংহার বিষয়ে কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর

তাঁহার রোষপ্রভাবে আকাশ হইতে এক অগ্নি সমুত্থিত হইল। উহা সংসারস্থ দেশ সমস্ত ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে সকলকে বিত্রাসিত করত ভগবান্ ব্রহ্মা জ্বালা সমাকুল চরাচর সমস্ত জগৎ ও নভোমণ্ডল ভস্মসাৎ করিলেন; স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল বিনষ্ট হইল।

অনন্তর জটাজূট মণ্ডিত ভূতপতি ভগবান্ ভবানীপতি পিতামহ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মা লোকের হিতকামনায় সমাগত ভূতপতিরে দেখিয়া তেজপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমার ইচ্ছানুসারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; এক্ষণে বল, তোমার কি রূপ মনোরথ সফল করিতে হইবে, আমি তোমার প্রিয় কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিব।

রুদ্র কহিলেন, হে প্রভো! প্রজা-সৃষ্টিবিষয়ে তুমিই যত্ন করিয়াছিলে এবং তুমিই নানাবিধ ভূত সমুদায় সৃষ্টি করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিয়াছ। এক্ষণে সেই সকল প্রজা তোমার রোষানলে দগ্ধ হইতেছে। তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে, অতএব তুমি প্রসন্ন হও।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে রুদ্র! সৃষ্টি সংহার বিষয়ে আমার অভিলাষ ছিল না, কিন্তু পৃথিবীর হিত কামনায় আমার ক্রোধ উপস্থিত হইল। দেবী বসুন্ধরা দুর্ভর ভারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভূত-সংহারার্থ আমাকে অনুরোধ করেন, কিন্তু আমি এই অনন্ত জগতের সংহার কারণ কিছুই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলাম না, এই নিমিত্ত আমার হৃদয়ে ক্রোধের আবির্ভাব হইল।

রুদ্র কহিলেন, হে জগন্নাথ! প্রসন্ন হও, বিশ্ব সংহারের নিমিত্ত সমুৎপন্ন ক্রোধ পরিত্যাগ কর; স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল বিনাশ করিও না। তোমার প্রসাদে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ জগৎ বিদ্যমান থাকুক। তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া যে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছ, উহা নদী, প্রস্তর, বৃক্ষ, পল্বল, তৃণ ও উলপ প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ ভস্মসাৎ করিতেছে। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া যাহাতে ক্রোধের উপশম হয়, ইহাই আমার অভিলষণীয় বর। হে দেব! সৃষ্ট পদার্থ সকল বিনষ্ট হইতেছে, অতএব তুমি তেজ সংহার কর; উহা তোমাতেই বিলীন হউক, হিতাভিলাষপরতন্ত্র হইয়া প্রজা-

দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই সমস্ত প্রাণী যাহাতে বিদ্যমান থাকে, তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, উৎপন্ন প্রজা সকল যেন নির্ম্মূল না হয়। তুমি আমাকে লোক মধ্যে অধিদেব পদে নিযুক্ত করিয়াছ। হে ত্রিলোকীনাথ! এই চরাচর বিশ্ব বিনাশ করিও না; তুমি প্রসাদোন্মুখ হইয়াছ বলিয়া তোমাকে এইরূপ কহিতেছি।

অনন্তর লোক পিতামহ ব্রহ্মা প্রজাদিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পুনরায় অন্তরাত্মাতে স্বীয় তেজ ধারণ পূর্ব্বক অগ্নির উপসংহার করিয়া সৃষ্টি হেতু প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও মোক্ষ হেতু নিবৃত্তি ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধ-জনিত হুতাশন সংহার করেন, তৎকালে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে কৃষ্ণ, রক্ত ও পিঙ্গলবর্ণ রক্তজিহ্ব, রক্তাস্য ও রক্তলোচন, বিমল কুণ্ডলালঙ্কৃত, বিবিধ ভূষণে বিভূষিত এক নারী প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঐ নারী নির্গত হইবামাত্র ব্রহ্মা ও রুদ্রকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মা তাহাকে মৃত্যু বলিয়া আহ্বান করত কহিলেন, তুমি আমার সংহার বুদ্ধি প্রভাবে ক্রোধ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ; অতএব তুমি আমার নিয়োগ বশতঃ কি জড় কি পণ্ডিত এই পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রজাগণকে সংহার কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। কমললোচনা মৃত্যু ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত মধুর স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা লোকের হিত সাধনার্থ তৎক্ষণাৎ অঞ্জলিপুটে তাঁহার নেত্রজল গ্রহণ করিয়া ঐ নারীকে নানাপ্রকারে অনুনয় করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মৃত্যু দুঃখ অপনীত করিয়া সন্নমিত লতার ন্যায় কৃতাঞ্জলি-পুটে ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি কেন এই পাপীয়সীকে সৃষ্টি করিলেন। এক্ষণে আমি এই অহিত ক্রূর কর্ম্ম নিতান্ত অধর্ম্ম মূলক জানিয়াও কিরূপে ইহার অনুষ্ঠান করিব। আমি অধর্ম্মানুষ্ঠানে অতিশয় ভীত হইতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি যাহাদের একান্ত প্রিয়তর পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, পিতা ও ভর্ত্তাদিগকে বিনাশ করিব, তাহারা অবশ্যই আমার অনিষ্ট চিন্তা করিবে; এই নিমিত্ত আমার অত্যন্ত শঙ্কা হইতেছে। আমি প্রিয়বিয়োগে দীনভাবে রোরুদ্যমান প্রজাগণের অনর্গল নিপতিত নেত্রজল

হইতে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। এক্ষণে কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। আমি কদাচ যমালয়ে গমন করিতে পারিব না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অভিলাষ সফল করুন। ধেনুকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা দ্বারা আপনার আরাধনা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে তদ্বিষয়ে আদেশ করুন, আমি এইমাত্র বর প্রার্থনা করি। আমি কদাচ বিলাপমান প্রাণিগণের প্রিয়তম প্রাণ বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না। হে পিতামহ! আপনি আমাকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মৃত্যু! তুমি প্রজা সংহারার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছ; অতএব আমার নিয়োগানুসারে কোন বিচার না করিয়া লোক বিনাশে প্রবৃত্ত হও। লোকক্ষয় অবশ্যই হইবে; ইহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। অতএব তুমি আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর; এই বিষয়ে কেহই তোমাকে নিন্দা করিবে না।

মৃত্যু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। লোকের হিতসাধনোদ্দেশে লোক বিনাশে কোন মতেই তাঁহার অভিলাষ হইল না। পিতামহ ব্রহ্মা তৎকালে মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং অবিলম্বেই হাস্য মুখে লোক রক্ষার্থে প্রসন্ন হইলেন। এইরূপে সর্ব্বলোক পিতামহ কমলযোনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে সমুদায় লোক অপমৃত্যুগ্রস্ত না হইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই কন্যা প্রজা সংহার বিষয়ে অঙ্গীকার না করিয়া ব্রহ্মার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে অপসৃত হইলেন এবং অবিলম্বে ধেনুকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া অতি কঠোর ব্রত অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি সমুদায় ইন্দ্রিয়-সেব্য প্রিয়বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া প্রজাগণের হিতার্থ একবিংশতি পদ্ম বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে পুনরায় একবিংশতি পদ্ম বৎসর এক পদে অবস্থান করিলেন। অনন্তর অযুত পদ্ম বৎসর মৃগগণের সহিত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় সুশীতল নির্ম্মল জলসম্পন্ন পবিত্র নন্দা তীর্থে গমন করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্র বৎসর সলিলে

কালাতিপাত করিলেন। এই রূপে নন্দাতীর্থে বিগতপাপ হইয়া প্রথমতঃ অতি পবিত্র কৌশিকী তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় বায়ু ভক্ষণ ও জল পান করিয়া পুনরায় নিয়মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে পঞ্চগঙ্গ ও বেতস তীর্থে তপোবিশেষ দ্বারা দেহ পরিশুদ্ধ করিলেন। অনন্তর গঙ্গা ও প্রধান মহামেরু তীর্থে গমনপূর্ব্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রস্তরের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে হিমালয়ের শিখরদেশে গমনপূর্ব্বক অঙ্গুলির উপর নির্ভর করিয়া নিখর্ব্ব বৎসর অবস্থান করিলেন। পূর্ব্বকালে দেবগণ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ কন্যা পুষ্কর, গোকর্ণ, নৈমিষ ও মলয় তীর্থে অভিলষিত নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক দেহ পরিশুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি অনন্যমনে একমাত্র ব্রহ্মাকে প্রতিনিয়ত ভক্তি-প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রসন্ন করিলেন।

তখন অব্যয় ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা শান্ত ও প্রীতমনে তাঁহাকে কহিলেন, হে মৃত্যু! তুমি কি নিমিত্ত এইরূপ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছ? তখন মৃত্যু পুনরায় ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ভগবন্! প্রজারা সুস্থ হইয়া কাল-যাপন করিতেছে; তাহারা বাক্যেও অন্যের অপকার করে না; আমি তাহাদিগকে কখনই বিনষ্ট করিতে পারিব না। এক্ষণে আপনার নিকট এই বরই প্রার্থনা করি। আমি অধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছি। অতএব আপনি আমাকে অভয় প্রদান করুন। আমি একান্ত কাতর ও নির-পরাধী; প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার আশ্রয় হউন। অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ পিতামহ ব্রহ্মা কহিলেন, হে কন্যে! এই সমস্ত প্রজা সংহার করিলে তোমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম হইবে না, আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নয়। অতএব তুমি অশঙ্কিতচিত্তে চতুর্ব্বিধ প্রজা সংহার কর; তোমার সনাতন ধর্ম্ম লাভ হইবে, লোকপাল যম, ব্যাধি সকল ও দেবগণ তোমার সহায় হইবেন এবং আমিও তোমার সহায়তা সম্পাদন করিব। আর তুমি পাপ হইতে বিমুক্ত ও রজোগুণরহিত হইয়া যে রূপে খ্যাতি লাভে সমর্থ হইবে, পুনরায় এমন একটী বরও তোমাকে প্রদান করিব।

অনন্তর মৃত্যু প্রণত হইয়া ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,

ভগবন্! যদি আমা ব্যতিরেকে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত না হয়, তবে অগত্যা আপনার এই আজ্ঞা আমাকে শিরোধার্য্য করিতে হইল; কিন্তু আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ ও নির্লজ্জতা এই সকল পরুষ ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রাণিগণের দেহ ভেদ করিবে। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে মৃত্যু! তুমি যাহা কহিলে তাহাই হইবে, এক্ষণে তুমি লোক বিনাশে প্রবৃত্ত হও। তোমার অধর্ম্ম হইবে না এবং আমিও তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করিব না। আমার করতলে তোমার যে সমুদায় অশ্রুবিন্দু নিপতিত রহিয়াছে, উহা প্রাণিগণের আত্ম সম্ভূত ব্যাধি রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রাণ সংহার করিবে; তাহা হইলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। তুমি এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ কর। তুমি প্রাণিগণের ধর্ম্ম, ধর্ম্মের অধীশ্বর, ধর্ম্ম পরায়ণ ও ধর্ম্মের কারণ; এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশে প্রবৃত্ত হও। তুমি কাম ও রোষ বিসর্জ্জন করিয়া জীবগণের জীবন সংহার কর; তাহা হইলে তোমার অক্ষয় ধর্ম্মলাভ হইবে। অধর্ম্ম দুরাচারদিগকে নির্ম্মূল করিবে; তুমি আমার বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়া আপনাকে পবিত্র কর, তুমি অসাধু জীবগণকে পাপে নিমগ্ন করিবে।

নারদ কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই কন্যা আপনার, মৃত্যু এই নাম হইল দেখিয়া নিতান্ত ভীত ও অভিশাপ ভয়ে একান্ত শঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার করিলেন। সেই মৃত্যু কাম ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অসংসক্ত রূপে অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণ নাশ করিয়া থাকেন। প্রাণিদিগেরই মৃত্যু হয়; রোগ নামধারী ব্যাধি প্রাণিগণ হইতেই সম্ভূত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা তাহারা সাতিশয় নিপীড়িত হয়। অতএব আপনি জীবনান্তে জীবগণের নিমিত্ত বৃথা শোক করিবেন না। ইন্দ্রিয় সকল জীবনান্তে জীবগণের সহিত পরলোকে গমন ও স্ব স্ব কার্য্য সংসাধনপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে, এইরূপ দেবগণও মনুষ্যের ন্যায় পরলোকে গমন ও স্ব স্ব কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকেন। ভীমরূপ, ভীমনাদ, সর্ব্বগামী, উগ্র, অনন্ততেজা প্রাণ বায়ু কেবল দেহই ভেদ করিয়া থাকে; উহার যাতায়াত নাই। সকল দেবতারাও মর্ত্যসংজ্ঞাধারী; হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত শোক

করিবেন না। তিনি স্বর্গে সুরম্য বীরলোক প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ পরিত্যাগ ও সাধুসমাগম লাভ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত আনন্দিত হইতেছেন। প্রজাদিগের মৃত্যু দৈবনির্দ্দিষ্ট; মৃত্যু কাল উপস্থিত হইলে প্রজাদিগের প্রাণ নাশ হইয়া থাকে। প্রাণিগণ স্বয়ংই বিনষ্ট হয়; মৃত্যু দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে হিংসা করেন না; এই ব্রহ্মসৃষ্ট সত্যটী পণ্ডিতেরা সম্যক্ অবগত হইয়া মৃতব্যক্তিদিগের নিমিত্ত কদাচ শোক করেন না। হে মহারাজ! আপনি দৈববিহিত এইরূপ সৃষ্টি অবগত হইয়া পুত্রের বিনাশ নিবন্ধন শোক অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন।

মহারাজ অকম্পন প্রিয় সখা নারদের নিকট এইরূপ অর্থ বহুল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বিগত শোক, প্রীত ও কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে আপনাকে অভিবাদন করি। এইরূপে ভূপতি অকম্পন বিগত শোক হইলে দেবর্ষি নারদ অবিলম্বে নন্দন কাননে প্রস্থান করিলেন।

অভিমন্যুবধ পর্ব্বাধ্যায়।

সৃঞ্জয় রাজা।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মৃত্যুর উৎপত্তি ও অদ্ভুত কার্য্য সমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক ব্যাসকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, পুণ্যকর্ম্মা, সত্যবাদী ও পাপশূন্য ছিলেন; আপনি তাহাদের কার্য্য ও শোকাপনোদন বাক্যে আমাকে আশ্বাসিত করুন এবং কোন্ রাজর্ষি কি পরিমাণে দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্ত্তন করুন।

ব্যাস কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! মহারাজ শ্বিত্যের সৃঞ্জয় নামে এক আত্মজ ছিলেন। মহর্ষি পর্ব্বত ও নারদের সহিত তাঁহার সখ্যভাব ছিল। একদা তাঁহারা সৃঞ্জয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার আবাসে প্রবেশ করি-

লেন। সৃঞ্জয় তাঁহাদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা সাতি-শয় প্রীত হইয়া পরম সুখে তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা রাজা সৃঞ্জয় তাঁহাদিগের সহিত সুখ স্বচ্ছন্দে উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তাঁহার একটি অবিবাহিতা দুহিতা তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সৃঞ্জয় পার্শ্বস্থ কন্যাকে অভিলাষানুরূপ আশী-র্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিলেন। মহর্ষি পর্ব্বত ঐ কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন, মহারাজ! এই সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্না কন্যা কাহার? ইনি সূর্য্যের প্রভা বা অনলের শিখা; অথবা শশধরের কান্তি কিম্বা শ্রী, লজ্জা, কীর্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি ও সিদ্ধির অন্যতম হইবেন। নৃপতি সৃঞ্জয় দেবর্ষি পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সখে! এইটী আমার কন্যা, এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছে। তখন নারদ কহিলেন, মহারাজ! তুমি যদি মঙ্গল লাভের অভিলাষী হও, তাহা হইলে এই কন্যাটী ভার্য্যার্থ আমাকে প্রদান কর; রাজা সৃঞ্জয় পরম প্রীতি সহকারে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন।

তখন মহর্ষি পর্ব্বত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নারদকে কহিলেন, আমি পূর্ব্বেই ইহাঁকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, পশ্চাৎ তুমি ইহাঁকে বরণ করিলে; অতএব তুমি স্বেচ্ছাক্রমে স্বর্গগমনে সমর্থ হইবে না। নারদ কহিলেন, ইনি আমারই ভার্য্যা এইরূপ জ্ঞান, এইরূপ বাক্য ও এইরূপ অধ্যবসায় এবং উদক প্রক্ষেপ পূর্ব্বক দান আর পাণিগ্রহণ মন্ত্র এই কয়েকটী পরিণয়ের লক্ষণ বলিয়া প্রখ্যাত আছে। এই সমস্ত বিষয় সম্পাদিত হইলেই যে ভার্য্যাত্ব সম্পাদিত হয়, এমত নহে; সপ্তপদীগমনই ভার্য্যাত্ব সম্পাদক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; এই কন্যা তোমার ভার্য্যা না হইতেই তুমি যখন আমাকে অভিসম্পাত করিলে, তখন তুমিও আমা ব্যতিরেকে স্বর্গগমনে সমর্থ হইবে না। এইরূপ সেই দেবর্ষিদ্বয় পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ প্রদান করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা সৃঞ্জয় পুত্র প্রার্থনায় বিশুদ্ধ মনে পরম যত্ন সহকারে অন্ন পান ও বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। একদা

বেদবেদাঙ্গপারগ স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণ সৃঞ্জয়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পুত্র প্রদান করিবার অভিলাষে মহর্ষি নারদের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি মহারাজকে একটী অভিলষিত পুত্র প্রদান করুন। নারদ ব্রাহ্মণগণের বাক্যে স্বীকার করিয়া সৃঞ্জয়কে কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইয়া তোমার একটী পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ পুত্র লাভের ইচ্ছা থাকে, প্রার্থনা কর; তোমার মঙ্গল হইবে। তখন রাজা সৃঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনার বর প্রভাবে আমার যেন সর্ব্বগুণসম্পন্ন কীর্ত্তিমান্, যশস্বী ও অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন এক পুত্র জন্মে এবং তাহার মূত্র, পুরীষ, ক্লেদ ও স্বেদ যেন কাঞ্চনময় হয়। নারদ সৃঞ্জয়ের বাক্যে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলে অতি অল্প কালের মধ্যে তাঁহার প্রার্থনানুরূপ এক পুত্র জন্মিল। ঐ পুত্র ক্ষিতি-তলে সুবর্ণষ্ঠীবী নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ পুত্র মহর্ষির বরপ্রভাবে ক্রমে অপরিমিত ধন পরিবর্দ্ধিত করিলে রাজা সৃঞ্জয় সমস্ত অভীষ্ট বস্তু সুবর্ণময় করিয়া লইলেন। তখন তাঁহার গৃহ, প্রাকার দুর্গম, ব্রাহ্মণালয়, শয্যা, আসন, স্থান ও স্থালী সমস্ত কাঞ্চনময় হইয়া কালসহকারে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে দস্যুগণ নৃপতনয়ের এই বৃত্তান্ত শ্রবণ ও তাঁহাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া ভূপতির অনিষ্টচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ কহিল, আমরা স্বয়ং গিয়া রাজার পুত্রকে গ্রহণ করিব। ঐ পুত্রই সুবর্ণের আকর; অতএব উহাকে হস্তগত করিতে যত্ন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনন্তর লুব্ধস্বভাব দস্যুগণ ঐরূপ পরামর্শ করিয়া নৃপসদনে প্রবেশপুরঃসর বলপূর্ব্বক রাজকুমার সুবর্ণষ্ঠীবীকে লইয়া অরণ্যে পলায়ন করিল। তথায় কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিল, কিন্তু কিছুই অর্থলাভ করিতে সমর্থ হইল না। তখন মূর্খ দস্যুগণ জ্ঞানশূন্য হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা সেই অভূতপূর্ব্ব রাজ-কুমারকে সংহারপূর্ব্বক পরস্পর বিনষ্ট হইয়া ঘোর নরকে গমন করিল।

এ দিকে রাজা সৃঞ্জয় সেই বর প্রদত্ত পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে করুণ বচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি

নারদ রাজাকে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর জানিয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! আমরা ব্রহ্মবাদী মহর্ষি; আমরা সততই তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু তোমাকেও বিষয় বাসনায় অপরিতৃপ্ত হইয়া কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অবিক্ষিতের পুত্র মরুতও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা সুরগুরু বৃহস্পতির প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া সম্বর্ত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভগবান্ শূলপাণি উহাঁকে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে দেখিয়া হিমাচলের সুবর্ণময় এক প্রতান্ত পর্ব্বত প্রদান করিয়াছিলেন, বৃহস্পতি ও ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ যজ্ঞান্তে উহাঁর নিকট উপনীত হইতেন। উহাঁর যজ্ঞভূমির পরিচ্ছদ সকল সুবর্ণময় ছিল। অন্নার্থী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় উহাঁর যজ্ঞকালে অভিলাষানুরূপ পবিত্র অন্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এবং বেদপারগ প্রহৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত অভিলাষানুরূপ দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন। দেবগণ রাজা মরুত্তের গৃহে দ্রব্য সামগ্রী পরিবেশন করিতেন। বিশ্বদেবগণ তাহার সভাসদ্ ছিলেন। অমরগণ হবি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ পূর্ব্বক সেই মহাবল পরাক্রান্ত রাজার শস্য সকল পরিবর্দ্ধিত করিতেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান বেদাধ্যয়ন ও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা নিরন্তর ঋষি, দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করিতেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে শয়ন, আসন, যান ও দুস্ত্যজ সুবর্ণ রাশি অধিক পরিমাণে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিরন্তর তাঁহার শুভ চিন্তা করিতেন। তিনি প্রজাগণকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে জিত অক্ষয়লোক সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যৌবনাবস্থায় পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব, অমাত্য ও প্রজাবর্গ সমভিব্যাহারে সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা তপ, সত্য, দয়া ও দান সম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই মরুত্ত রাজাও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অনধ্যায়ী পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না।

নারদ কহিলেন, মহারাজ! অদ্বিতীয় বীর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ রাজা সুহোত্রও

মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছেন। অমরগণ তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভার্থী হইয়া প্রতিনিয়ত উপস্থিত হইতেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য অধিকার করিয়া ঋত্বিক্, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে আপনার হিতজনক বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করত তাঁহাদিগের মত গ্রহণ করিতেন। তিনি প্রজা পালন, ধর্ম্ম, দান, যজ্ঞ ও শত্রু জয় ইহা সবিশেষ অবগত হইয়া ধর্ম্মানুসারে ধনাগমের ইচ্ছা করিতেন। তিনি দেবগণকে ধর্ম্মানুসারে আরাধনা ও ভুজবলে শত্রু-জয় করিয়া ম্লেচ্ছ ও তস্কর শূন্য অবনী উপভোগ করত নিজ গুণে প্রজারঞ্জন করিয়াছিলেন। পর্জ্জন্য তাঁহার নিমিত্ত সম্বৎসর হিরণ্য বর্ষণ করিতেন। তন্নিবন্ধন পূর্ব্বকালে তাঁহার রাজ্যে হিরণ্ময়ী স্রোতস্বতী সকল সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইত। ঐ সমুদায় নদীতে রাজ্যস্থ সমুদায় প্রজারই অধিকার ছিল। কুব্জ ও বামনগণ ঐ সমুদায় নদী হইতে অনায়াসে প্রতিপালিত হইত। পর্জ্জন্য সুবর্ণময় গ্রাহ, কর্ক্কট, বহুবিধ মৎস্য ও অন্যান্য অসংখ্য জলজন্তু বর্ষণ করিতেন। ঐ রাজ্যে সুবর্ণময়ী বাপী সকল ক্রোশ-পরিমিত ছিল। রাজা সুহোত্র সুবর্ণ-ময় সহস্র সহস্র নক্র, মকর ও কচ্ছপ সকল অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি কুরুজাঙ্গলে বিস্তীর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অপরি-মিত সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে শত সহস্র অশ্বমেধ, রাজসূয়, পবিত্র ক্ষত্রিয় যজ্ঞ ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া অভিলষিত গতি লাভ করিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দান ও দয়াসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই সুহোত্র ভূপতিও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি-শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! মহাবীর রাজা পৌরবও কালগ্রাসে নিপ-তিত হইয়াছেন। তিনি দশ লক্ষ শ্বেতবর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞে নানা দেশ সমাগত, অধ্যয়ন রীতিজ্ঞ ও ব্রহ্মানুষ্ঠান কুশল অসংখ্য পণ্ডিতগণের সমাগম হয়। ঐ সকল বেদস্নাত, বিদ্যাস্নাত ও ব্রত-স্নাত, বদান্য, প্রিয় দর্শন পণ্ডিতগণ পৌরবের নিকট উৎকৃষ্ট ভিক্ষা, আচ্ছাদন

গৃহ, শয্যা, আসন ও বাহন প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। নিয়ত উদ্যোগ বিশিষ্ট ক্রীড়া নিয়ত, নট নর্ত্তক ও গন্ধর্ব্ব এবং স্বর্ণচূড় পক্ষী ও বর্দ্ধমানক গৃহ সতত তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিত। মহারাজ পৌরব প্রতি যজ্ঞে মদস্রাবী সুবর্ণ বর্ণ দশ সহস্র হস্তী, ধ্বজপতাকা পরিশোভিত রথ সহস্র সহস্র সুবর্ণালঙ্কৃত কন্যা, রথযুক্ত সুপ্রসিদ্ধ অশ্ব ও গজ এবং গৃহ, গোশত, কাঞ্চনমালালঙ্কৃত দেহ সহস্র ও ধেনু ও ভৃত্য সকল দান করিতেন। পুরাণ-বেত্তা মহাত্মারা এইরূপ কহিয়া থাকেন যে, রাজা পৌরব সেই সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞে হেম শৃঙ্গ। রৌপ্য খুর, কাংস্য দোহন পাত্র সমবেত সবৎস ধেনু, দাস, দাসী, খর, উষ্ট্র, মেষ, ছাগ, বিবিধরত্ন ও অন্ন পর্ব্বত সকল দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই যাজ্ঞিক অঙ্গরাজ পৌরব ক্রমে স্বধর্ম্মানুগত সর্ব্বকামপ্রদ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমাপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দান, ও দয়াসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই পৌরব রাজও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছিলেন, অতএব এক্ষণে তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

নারদ কহিলেন, মহারাজ! উশীনরতনয় শিবি রাজাও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি প্রতিনিয়ত প্রধান প্রধান শত্রু সকল বিনাশ করিয়া অদ্রি, দ্বীপ, অর্ণব ও অরণ্য সমাচ্ছন্ন এই পৃথিবী রথ-ঘর্ঘর-শব্দে নিনাদিত ও আপনার বশীভূত করিয়াছিলেন এবং বিপুল অর্থ অধিকার করিয়া ভূরি দক্ষিণা দানসহকারে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সমুদায় ভূপালগণই তাঁহাকে সংগ্রামের উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মহাত্মা শিবি রাজা বাহুবলে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়া হস্তী, অশ্ব, পশু, ধান্য, মৃগ, গো, ছাগ ও মেষ প্রদানপূর্ব্বক বহু ফলশালী অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন পূর্ব্বক সহস্র কোটি নিষ্ক ও বহুসংখ্য ভূমি ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। বর্ষার যত-গুলি ধারা, আকাশের যতগুলি তারা, গঙ্গার যতগুলি বালুকা, সুমেরুর যতগুলি উপলখণ্ড এবং সাগরে যতগুলি রত্ন ও জলজন্তু আছে, তিনি যজ্ঞানু-ষ্ঠান কালে ততগুলি গো দান করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা শিবিরাজার কার্য্য ভার বহন করে এমন নৃপতি কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান কোন কালেই

লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। শিবি রাজা সর্ব্বকার্য্য সমন্বিত বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ঐ সমস্ত যজ্ঞে অসংখ্য সুবর্ণময় যূপ, আসন গৃহ, প্রাকার ও তোরণ নির্ম্মিত এবং পবিত্র সুস্বাদু অন্নপান প্রস্তুত হইত। প্রিয়বাদী অযুত প্রযুত ব্রাহ্মণগণ ঐ যজ্ঞে আগমন করিতেন। তাঁহার যজ্ঞস্থানে দধি দুগ্ধের হ্রদ ও নদী এবং ধবল অন্ন পর্ব্বত প্রস্তুত হইত। তৎকালে কেবল স্নান কর এবং স্বেচ্ছানুসারে পান ও ভক্ষণ কর এইরূপ শব্দ সর্ব্বদা সমুত্থিত হইত। রুদ্রদেব এই দানশীল রাজার পবিত্র কার্য্যে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া তোমার ধন, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, ক্রিয়া, ভূতগণের প্রিয়তা ও স্বর্গ অক্ষয় হউক, এই বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা শিবি এই সমস্ত অভিলষিত বর লাভ করিয়া যথাকালে দেবলোকে গমন করিয়াছেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও দান সম্পন্ন তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ সেই শিবি রাজাকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! দশরথাত্মজ মহারাজ রামকেও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। প্রজাগণ ঐ মহাত্মাকে স্ব স্ব ঔরস পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিত। ঐ অসংখ্য গুণ সম্পন্ন, অমিততেজা মহানুভব রাম পিতার নিদেশানুসারে বনিতা সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে ঐ মহাবীর জনস্থানে অবস্থান করত তত্রত্য তপস্বিগণের রক্ষার্থ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ স্থানে তাঁহাকে লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বিমোহিত করিয়া তাঁহার ভার্য্যা জানকীকে অপহরণ করেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর রাম রাবণের এই অপরাধে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অরাতিগণের অনির্জ্জিত, সুরাসুরের অবধ্য, দেব-ব্রাহ্মণ-কণ্টক পাপাত্মাকে সগণে বিনাশ করিয়াছিলেন। প্রজানুগ্রহকারী, দেবগণাভিপূজিত সুরর্ষিগণ সেবিত মহাত্মা দাশরথির কীর্ত্তি অদ্যাপি ধরাতলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ সর্ব্বভূতানুকম্পি মহাত্মা বিবিধ রাজ্যলাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করত মহাযজ্ঞ ও ত্রিগুণ দক্ষিণ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া হবি

দ্বারা পুরন্দরের প্রীতি সাধন এবং অন্যান্য বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা পরাজয় পূর্ব্বক দেহিগণের সমুদায় রোগ নিবারণ করিয়াছিলেন। অসাধারণ গুণসম্পন্ন সতত সতেজে দেদীপ্যমান দশরথতনয় রাম তৎকালে সমুদায় জীব-গণকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ মহাত্মার রাজ্যশাসন সময়ে ভূমণ্ডলে ঋষি, দেবতা ও মনুষ্যগণের একত্র সহবাস হইয়াছিল; প্রাণি-গণের বল এবং প্রাণ, অপান, উদান ও সমান বায়ুর হ্রাস হয় নাই; তেজ পদার্থ সকল দেদীপ্যমান হইয়াছিল; কোন অনর্থ ঘটনা হইত না, সমুদায় প্রজা দীর্ঘায়ু হইয়াছিল; কেহই যৌবনাবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হয় নাই; দেবগণ প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে চতুর্ব্বেদ বিধানানুসারে বিবিধ হব্য, কব্য, নিষ্পূর্ত্ত ও হুত প্রাপ্ত হইতেন; দেশ মধ্যে দংশমশক ও হিংস্র সরীসৃপ সমুদায়ের সম্পর্ক ছিল না; সলিল মধ্যে কাহার মৃত্যু হইত না; দহন অকালে দগ্ধ করিতেন না; কেহই অধর্ম্মপরায়ণ, লুব্ধ বা মূর্খ ছিল না এবং সর্ব্ব বর্ণের সমুদায় প্রজা সজ্জনোচিত ইষ্ট কার্য্যে তৎপর থাকিত। ঐ সময় রাক্ষসগণ জনস্থানে স্বধা ও পূজা বিনষ্ট করিয়াছিল, মহাত্মা দশ-রথতনয় তাহাদিগকে সংহার করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণকে স্বধা ও পূজা প্রদান করেন। ঐ মহাত্মার রাজ্য সময়ে পুরুষগণ সহস্র পুত্র সম্পন্ন হইত ও সহস্র বৎসর জীবিত থাকিত। জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠগণ দ্বারা শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিত না। যুবা, শ্যাম, লোহিতাক্ষ, মত্ত মাতঙ্গ বিক্রম, আজানুলম্বিত বাহু, সিংহস্কন্ধ, সর্ব্বজন প্রিয়, মহাবল পরাক্রান্ত দাশরথি একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে প্রজাগণের রাম, রাম ব্যতীত প্রায় অন্য কোন কথা ছিল না এবং জগৎ নিতান্ত অভিরাম হইয়াছিল। মহাত্মা রাম পরিশেষে আপনার দুই পুত্র ও ভ্রাতৃত্রয়ের ছয় পুত্রকে আট রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ এই চতুর্ব্বিধ প্রজা লইয়া স্বর্গে গমন করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ মহাত্মা দাশরথিকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে। অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি-রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! মহারাজ ভগীরথও করাল কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা ভাগীরথী তীর কাঞ্চনযূপে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি রাজা ও রাজপুত্রগণকে পরাভব করিয়া হেমালঙ্কারভূষিত দশ লক্ষ কন্যা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। ঐ সমুদায় কন্যা রথারূঢ়; রথ সমুদায় চারি চারি অশ্বে যুক্ত; প্রত্যেক রথের পশ্চাৎ হেমমালী শত মাতঙ্গ; প্রত্যেক মাতঙ্গের পশ্চাৎ সহস্র অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের পশ্চাৎ শত গো এবং গোগণের পশ্চাৎ অসংখ্য অজ ও ছাগ ছিল। মহারাজ ভগীরথের ভূরি ভূরি দক্ষিণাপ্রদান সময়ে গঙ্গা জনৌঘ আক্রমণে ব্যথিত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। জাহ্নবী সেই দিন হইতে ভগীরথের কন্যা হইয়া ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হন এবং পুত্রের ন্যায় ভগীরথের পূর্ব্বপুরুষগণকে উদ্ধার করেন। ভগবতী ভাগীরথী যে স্থানে ভগীরথের উরুদেশে উপবেশন করেন, ঐ স্থান উর্ব্বশী তীর্থ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। হে সৃঞ্জয়! সূর্য্য সদৃশ তেজসম্পন্ন গন্ধর্ব্বগণ মধুরভাষী দেব, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট এই গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এইরূপে ভগবতী গঙ্গা ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহাত্মা ভগীরথকে পিতৃত্বে বরণ করেন। ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সুরগণ ভগীরথের যজ্ঞ অলঙ্কৃত করিয়া যজ্ঞাংশ গ্রহণ ও যজ্ঞবিঘ্ন নিরাকরণ করিয়াছিলেন। যে যে ব্রাহ্মণ যে যে স্থানে থাকিয়া যে যে প্রিয় বস্তু প্রার্থনা করিতেন, মহাত্মা ভগীরথ সেই সেই ব্রাহ্মণকে সেই সেই স্থানে অর্থ সমুদায় প্রদান করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহার কিছুই অদেয় ছিল না। পরিশেষে ঐ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে ব্রহ্ম লোকে গমন করেন। মরীচিপায়ী মহর্ষিগণ মোক্ষ ও স্বর্গ লাভের নিমিত্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্ম বিদ্যা ও কর্ম্ম বিদ্যা সুনিপুণ মহাত্মা ভগীরথের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ মহাত্মা ভগীরথকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! ইলবিলতনয় মহাত্মা দিলীপও মৃত্যুমুখে

নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা তত্বজ্ঞানার্থ সম্পন্ন পুত্র পৌত্রশালী অযুত অযুত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শত শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঐ ভূপাল বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এই বসুপূর্ণ বসুন্ধরা প্রদান করেন। উহাঁর যজ্ঞে পথ সমুদায় সুবর্ণময় হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ মহাত্মার যজ্ঞ সময়ে ক্রীড়া করতই যেন চষাল, প্রচষাল ও হিরণ্ময় যূপে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে সমাগত মনুষ্যগণ অপরিমিত রাগখাণ্ডব ভোজনে মত্ত হইয়া পথিমধ্যে শয়ান থাকিত। মহাত্মা দিলীপ সলিলের উপর রথারোহণে সংগ্রাম করিতেন, কিন্তু তাঁহার রথচক্রদ্বয় কদাপি সলিল মধ্যে নিমগ্ন হইত না। এই অদ্ভুত ক্ষমতা মহাত্মা দিলীপ ব্যতীত আর কাহারও ছিল না। যাঁহারা দৃঢ়ধন্বা, সত্যবাদী, দাক্ষিণ্যশালী মহারাজ দিলীপকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও স্বর্গলাভ হইয়াছে। মহারাজ দিলীপের আলয়ে স্বাধ্যায়ঘোষ, জ্যানির্ঘোষ এবং পান কর, ভোজন কর ও আহার কর এই সকল শব্দ কখনই বিলুপ্ত হইত না। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্, সেই মহাত্মা দিলীপকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! যুবনাশ্বের পুত্র সুর অসুর ও মনুষ্যগণের বিজেতা মহারাজ মান্ধাতাকেও করাল কালকবলে পতিত হইতে হইয়াছে। স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয় মান্ধাতাকে তাঁহার পিতার গর্ভ হইতে নিষ্কাশিত করেন। একদা মান্ধাতার পিতা মহারাজ যুবনাশ্ব মৃগয়ায় গমন করিয়া নিতান্ত তৃষ্ণাতুর ও শ্রান্ত-বাহন হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি যজ্ঞধূম লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞস্থলে গমনপূর্ব্বক পৃষদাজ্য ভক্ষণ করেন। ঐ পৃষদাজ্যের প্রভাবে মহারাজ যুবনাশ্বের গর্ভ হইল। ভিষগাগ্রগণ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয় যুবনাশ্বকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার গর্ভ হইতে সুকুমার নবকুমার নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে সংস্থাপন করিলেন। দেবগণ সেই দেবসদৃশ তেজসম্পন্ন বালককে পিতার অঙ্কে শয়ান দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই বালক কি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে? তখন সুররাজ পুরন্দর কহি-

লেন, এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করুক। সুররাজ এই কথা কহিবা-মাত্র তাঁহার অঙ্গুলি সমুদায় হইতে অমৃতময় দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে লাগিল। সুররাজ অনুগ্রহ করিয়া এই বালক মাংধাতা অর্থাৎ আমার অঙ্গুলি পান করুক, বলিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত সুরগণ যুবনাশ্বতনয়ের নাম মান্ধাতা রাখিলেন। তখন ইন্দ্রের হস্ত হইতে ঘৃত ও দুগ্ধের ধারা নিঃসৃত হইয়া যুবনাশ্বতনয়ের মুখে নিপতিত হইতে লাগিল। মান্ধাতা এইরূপে সুররাজের অঙ্গুলি পান করিয়া দিন দিন সমধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশ দিনে দ্বাদশ হস্ত পরিমিত ও মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন।

হে সৃঞ্জয়! ধর্ম্মাত্মা, ধৃতিমান্, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, মহাবলশালী, যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতা এক দিনে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করেন। মহারাজ জনমেজয়, সুধন্বা, গয়, শূল, বৃহদ্রথ, অমিত ও নৃগ মান্ধাতার কার্ম্মুকবলে পরাজিত হন। সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি অস্তগমন স্থান পর্য্যন্ত যে সকল প্রদেশ আছে, তৎসমুদায় অদ্যাপি মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইতেছে। মহাত্মা মান্ধাতা শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিয়া পদ্মরাগ খনি সম্পন্ন সুবর্ণাকর যুক্ত দশযোজন দীর্ঘ, এক যোজন বিস্তৃত মৎস্য সকল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে দর্শনার্থী সমাগত জনগণ ব্রাহ্মণ ভোজনাবশিষ্ট বহু প্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্য, ভোজ্য ও অন্ন ভোজন করিয়া সমধিক তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল। যজ্ঞস্থানে নানাবিধ ভক্ষ্য ও পান এবং অন্নপর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। সূপরূপ পঙ্ক, দধিরূপ ফেন ও গুড়রূপ সলিলশালিনী মধুক্ষীরবাহিনী নদী সকল ঘৃত হ্রদে গমন করত অন্নপর্ব্বত সকল অবরোধ করিত। অসংখ্য দেব, অসুর, নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, পক্ষী এবং বহুসংখ্যক বেদ বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ ঐ যজ্ঞে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় কোন ব্যক্তিই মূর্খ ছিল না। মহাবীর মান্ধাতা অর্ণবমেখলা বসুপূর্ণাবসুন্ধরা ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া স্বীয় যশ প্রভাবে দশ দিক্ আবরণ পূর্ব্বক পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করত পুণ্যার্জ্জিত লোকে গমন করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ মহাত্মা মান্ধাতাকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে

হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! নহুষতনয় যযাতিকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা শত রাজসূয়, শত অশ্বমেধ, সহস্র পুণ্ডরীক, শত বাজপেয় সহস্র অতিরাত্র,অসংখ্য চতুর্মাস্য বহুবিধ অগ্নিষ্টোম ও অন্যান্য অসংখ্য ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পৃথিবীস্থ যাবতীয় ব্রাহ্মণদ্বেষী ম্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদের সম্পত্তি সমুদায় বিপ্রসাৎ করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা দেবাসুরের যুদ্ধ সময়ে দেবগণের সহায়তা করিয়া এই অবনীমণ্ডল চতুর্দ্ধা বিভাগপূর্ব্বক চারিজন ঋত্বিক্‌কে প্রদান, নানাবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মানুসারে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে অপত্যোৎপাদন করেন। ঐ অমরোপম মহীপাল দ্বিতীয় দেবরাজের ন্যায় আপনার ইচ্ছানুসারে সমুদায় দেবারণ্যে বিহার করিতেন।

পরিশেষে তিনি অশেষ ভোগ্য বস্তুর উপভোগেও বিষয়বাসনার শান্তি হইল না দেখিয়া স্বীয় পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভার্য্যা সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রবেশ করেন। তিনি বনগমনকালে এই কথা কহিয়াছিলেন যে, এই ভূমণ্ডলমধ্যে যাবতীয় ব্রীহি, যব,হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী আছে,তৎসমুদায়ই যদি এক জনের উপভোগ্য হয়, তথাপি তাহার বিষয়বাসনা বিলুপ্ত হয় না; লোকে এই বিবেচনা করিয়া শান্তিপথ অবলম্বন করিবে। মহারাজ যযাতি এইরূপে সমুদায় বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা যযাতিকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

তখন সঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে তপোধন! পূর্ব্বতন যাজ্ঞিক রাজর্ষিগণের উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিস্ময় বশতঃ আমার সমুদায় শোক দিনকর-করাপসারিত অন্ধকারের ন্যায় অপনীত হইয়াছে,আমি বিগত-পাপ ও ব্যথাশূন্য হইয়াছি, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমারে কি করিতে

হইবে। নারদ কহিলেন, মহারাজ! তুমি ভাগ্যবলে বিগত শোক হইয়াছ; এক্ষণে স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর অবশ্যই তাহা প্রাপ্ত হইবে; আমরা মিথ্যাবাদী নহি। সৃঞ্জয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি কৃতার্থ ও পরমাহ্লাদিত হইয়াছি; আপনি যাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তাহার কোন বিষয়ই অসুলভ হয় না। তখন নারদ কহিলেন, মহারাজ! দস্যুগণ তোমার পুত্রকে বৃথা নিহত করিয়াছে; আমি তাহাকে প্রোক্ষিত পশুর ন্যায় ঘোর নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তোমায় প্রদান করিতেছি।

অনন্তর প্রসন্ন-চিত্ত দেবর্ষি নারদের প্রভাবে রাজা সৃঞ্জয়ের সেই কুবের তনয় সদৃশ অদ্ভুত পুত্র প্রাদুর্ভূত হইল। সৃঞ্জয় পুত্রলাভে সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে বহুবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই সুবর্ণষ্ঠীবী অকৃতকার্য্য নিতান্ত ভীত, অযাজ্ঞিক ও অপত্য বিহীন ছিলেন এবং যুদ্ধেও বিনষ্ট হন নাই; এই নিমিত্তই পুনরায় তিনি জীবিত হইলেন। কিন্তু মহাবীর অভিমন্যু সৈন্যগণের অভিমুখীন হইয়া সহস্র সহস্র শত্রুগণকে সন্তপ্ত করত কৃতার্থতা লাভ করিয়া রণে নিহত হইয়াছেন। লোকে ব্রহ্মচর্য্য, প্রজ্ঞা, শাস্ত্র, জ্ঞান ও প্রধান প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যে সমস্ত অক্ষয় লোক লাভ করিয়া থাকে, মহাবীর অভিমন্যুরও সেই সমুদায় লোক প্রাপ্তি হইয়াছে। বিদ্বান্ লোকেরা পুণ্য কার্য্য দ্বারা প্রতিনিয়ত স্বর্গ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বর্গবাসীরা কদাচ এই পৃথিবীতে অধিবাস করিবার প্রার্থনা করেন না, অতএব সেই স্বর্গস্থ অর্জ্জুনাত্মজ অভিমন্যুকে অত্যল্প অপ্রাপ্য পার্থিব সুখ উপভোগের নিমিত্ত পৃথিবীতে আনয়ন করা কোন মতেই সুসাধ্য নহে। যোগীরা সমাধি বলে পবিত্র দর্শন হইয়া যে গতি লাভ করিয়া থাকেন এবং উৎকৃষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠায়ী ও কঠোর তপস্বীদিগের যে গতি হইয়া থাকে, মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু সেই অক্ষয় গতি লাভ করিয়াছেন। মহাবীর অভিমন্যু দেহান্তে দেহান্তর লাভ করিয়া অমৃতময় স্বীয় রশ্মি প্রভাবে বিরাজিত হইতেছেন। ঐ মহাবীর এক্ষণে স্বীয় চান্দ্রমসী তনু লাভ করিয়াছেন; অতএব তাঁহার নিমিত্ত আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

কৃতঘ্নতা।

একদা মধ্যদেশনিবাসী গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে পর্য্যটন করিতে করিতে এক ব্রাহ্মণবর্জ্জিত গ্রামকে যাহার পর নাই সমৃদ্ধি সম্পন্ন দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামে এক সর্ব্ববর্ণ বিশেষজ্ঞ ধনবান্ দস্যু বাস করিত। ঐ দস্যু ব্রাহ্মণ ভক্তিপরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও অতিশয় দানশীল ছিল। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সেই দস্যুর গৃহে উপনীত হইয়া তাঁহার নিকট এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী ও বাসস্থান প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিবামাত্র দস্যু তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহাকে নূতন বস্ত্র ও এক যুবতী দাসী প্রদান করিল। তখন গৌতম যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পরমানন্দে সেই দস্যুর গৃহে বাস করিয়া দাসী কুটুম্বদিগের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে বাস নিবন্ধন তাঁহার বাণ শিক্ষা করিতে বিশেষ যত্ন উপস্থিত হইল। তখন তিনি প্রত্যহ অরণ্যে উপস্থিত হইয়া দস্যুগণের ন্যায় বনবাসী হংসদিগকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বদা দস্যুদিগের সহবাস হওয়াতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার হিংসা-পরায়ণ নির্দ্দয় হত্যাকারী দস্যুর ন্যায় আচরণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিরন্তর কেবল পক্ষিবধবৃত্তি আশ্রয় করিয়াই সেই দস্যুগ্রামে পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে একদা এক জটাজিনধারী স্বাধ্যায়-নিরত বিনীতমূর্ত্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই দস্যু গ্রামে সমাগত হইলেন। ঐ পবিত্রস্বভাব ব্রহ্মচারী গৌতমের স্বদেশীয় প্রিয় সখা ছিলেন। তিনি কদাচ শূদ্রান্ন প্রতিগ্রহ করিতেন না, সুতরাং সেই দস্যু সমাকীর্ণ গ্রামে ব্রাহ্মণগৃহ অন্বেষণপূর্ব্বক চারিদিক পর্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে গৌতম গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে গৌতমও হংসভার স্কন্ধে লইয়া শরাসন ও অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক রুধিরাক্ত কলেবরে স্বীয় আবাসে সমুপস্থিত হইলেন। সমাগত

দ্বিজবর গৌতমকে গৃহদ্বারে উপস্থিত দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বিপ্র! তুমি মধ্যদেশে সদ্বংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মোহবশতঃ কি নিমিত্ত দস্যুভাবাপন্ন ও গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এক্ষণে পূর্ব্বতন বেদপারগ বিখ্যাত জ্ঞাতিগণকে স্মরণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সেই মহাত্মাদিগের কুলের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছ। যাহা হউক, অতঃপর স্বয়ং আপনার তত্ত্ব অনুধান পূর্ব্বক, সত্য, শীল, বিদ্যা, দম ও দয়ার অনুবর্ত্তী হইয়া অবিলম্বে এই স্থান পরিত্যাগ করা তোমার উচিত।

আগন্তুক ব্রহ্মচারী গৌতমের হিতার্থে এই কথা কহিলে গৌতম আর্ত্তস্বরে তাঁহাকে কহিলেন, মহাত্মন্! আমি নির্দ্ধন ও বেদজ্ঞান বিহীন, এই নিমিত্তই ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি। আজি আপনাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই রজনী আমার আবাসে অতিবাহিত করুন; কল্য প্রাতঃকালে আমরা উভয়েই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। গৌতম এই কথা কহিলে ব্রহ্মচারী তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া সে রাত্রি সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন কিন্তু নিতান্ত ক্ষুধিত হইয়াও কোন বস্তু ভোজন বা স্পর্শ করিলেন না।

পরদিন শর্ব্বরী প্রভাত হইবামাত্র সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলে, গৌতম স্বীয় আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে একদল সমুদ্র গমনোন্মুখ বণিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সেই বণিকদিগকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পরমাহ্লাদে তাহাদিগেরই সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বণিকদল কোন গিরি গহ্বরে প্রবেশ করিলে, এক মত্ত মাতঙ্গ অকস্মাৎ বহির্গত হইয়া সেই বণিকদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে গৌতম নিতান্ত ভীত হইয়া সেই হস্তীর হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ পূর্ব্বক,একাকী প্রাণরক্ষার্থ প্রাণপণে উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অসহায় হইয়া কিম্পুরুষের ন্যায় অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি সমুদ্র গমনের পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে নন্দনকাননসুন্দর এক সুরম্য কাননে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যে, ঐ স্থানে

পাদপসমুদায় নিরন্তর ফল পুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে। চূত বৃক্ষ সকল ঋতুতেই ফল প্রসব করিতেছে। শাল, তাল, তমাল, চন্দন ও কালাগুরুবৃক্ষ উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। যক্ষ ও কিন্নরগণ নিরন্তর উহাতে বিহার করিতেছে এবং মনুষ্যবদন ভারুণ্ড ও ভূলিঙ্গ প্রভৃতি সামুদ্রিক ও পার্ব্বতীয় বিহঙ্গগণ রমণীয় মধুর গন্ধে আমোদিত পর্ব্বত প্রস্থে সুস্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গৌতম সেই সমস্ত পক্ষীদিগের শ্রুতিসুখকর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া এক কাঞ্চন বালুকা-সমাচ্ছন্ন স্বর্গতুল্য সুরম্য সমতল প্রদেশে একটি বটবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। উহার শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে উহা ছত্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পফলে পরিশোভিত ও উহার মূলদেশ চন্দনবারি দ্বারা সংসিক্ত; গৌতম সেই মনোহর পবিত্র বটবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্লমনে উহার মূলদেশে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় সুগন্ধী সমীরণ গৌতমের কলেবর পুলকিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৌতম সেই সুশীতল বায়ুপ্রভাবে গতক্লম হইয়া তথায় পরম সুখে শয়ন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দিবাকর অস্তগত ও সন্ধ্যাকাল প্রাদুর্ভূত হইল। ইত্যবসরে ব্রহ্মার প্রিয়সখা কশ্যপপুত্র নাড়ীজঙ্ঘ নামে বক ব্রহ্মলোক হইতে তথায় সমুপস্থিত হইল। উহার আর একটি নাম রাজধর্ম্ম। ঐ বিহঙ্গম দেবকন্যার গর্ভ-সম্ভূত ও দেবতার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন।

গৌতম সেই সমলঙ্কৃতকলেবর বিহঙ্গমকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া উহাকে বধ করিবার অভিসন্ধি করিতে লাগিলেন। বিহগরাজ রাজধর্ম্ম সেই ব্রাহ্মণকে তথায় সমুপস্থিত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিল, ব্রহ্মন্! আজি আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি অতিথিরূপে আমার আবাসে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে দিবাকর অস্তগত ও সন্ধ্যাকালও সমুপস্থিত হইল, অতএব এই রাত্রি এই স্থানেই পান ভোজন করিয়া অতিবাহিত করুন; কল্য প্রাতঃকালে স্বেচ্ছানুসারে গমন করিবেন।

বক এই কথা কহিলে গৌতম তাহার মধুর বাক্য শ্রবণে বিস্মিত ও কৌতূহলান্বিত হইয়া অনিমিষনেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজধর্ম্ম গৌতমকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ব্রহ্মন্! আমি কশ্যপের ঔরসে দাক্ষায়ণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করুন। সদাশয় বক এই বলিয়া যথানিয়মে তাঁহার পূজা করিয়া তাহাকে শালপুষ্পময় দিব্য আসন, গঙ্গাসলিলান্তর্গত বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য, ও প্রদীপ্ত হুতাশন প্রদান করিল এবং গৌতম প্রীতমনে ভোজন করিলে তাঁহার শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত স্বীয় পক্ষপুট বীজন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গৌতমের শ্রম দূর হইলে রাজধর্ম্ম তাঁহার নাম গোত্র জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন যে, আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম গৌতম। অনন্তর রাজধর্ম্ম গৌতমের নিমিত্ত দিব্য পুষ্পযুক্ত পর্ণময় সুবাসিত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। গৌতমও পরমসুখে তাহাতে শয়ন করিলেন। তখন কশ্যপতনয় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন? গৌতম কহিলেন, বিহঙ্গম! আমি নিতান্ত দীনহীন; কিঞ্চিৎ অর্থের নিমিত্ত সমুদ্র গমনাভিলাষে বহির্গত হইয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তখন রাজধর্ম্ম কহিল, ব্রহ্মন্! আপনার উৎকণ্ঠিত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আপনি অচিরাৎ কৃতকার্য্য হইয়া অর্থ সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করিবেন। বৃহস্পতি-পরম্পরাগত, দৈব, কাম্য ও মৈত্র এই চারি প্রকার অর্থাগমের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সহিত আমার মিত্রতা জন্মিয়াছে; অতএব আপনি যাহাতে ধনবান্ হন, আমি তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিব। বক এই কথা বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল; ব্রাহ্মণও পরমসুখে নিদ্রিত হইলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে রাজধর্ম্ম গৌতমকে একটী সুদীর্ঘ পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি এই পথে গমন করিলেই কৃতকার্য্য হইবেন। এখান হইতে তিন যোজন দূরে বিরূপাক্ষ নামে মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসাধিপতি বাস করিতেছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু, আপনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

রাজধর্ম্ম এই কথা কহিলে গৌতম সেই বিহঙ্গ-নির্দ্দিষ্ট পথে স্বেচ্ছানুসারে অমৃততুল্য ফল ভক্ষণ ও চন্দনাগুরুভূয়িষ্ঠ বনাবলি দর্শন করিতে করিতে দ্রুতপদ সঞ্চারে গমন করিয়া মেরুব্রজ নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ নগরের তোরণ, প্রাকার, কপাট ও অর্গল, সমুদায় প্রস্তরময়। গৌতম তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দ্বারবান্ রাক্ষসরাজের নিকট তাঁহার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। তখন রাক্ষসরাজ স্বীয় সখা রাজধর্ম্ম গৌতমকে প্রেরণ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভৃত্যগণকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, তোমরা অচিরাৎ নগরদ্বার হইতে গৌতমকে আমার নিকট উপনীত কর। ভৃত্যগণ আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র শ্যেনের ন্যায় দ্রুতগমনে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া গৌতমকে কহিল, মহাশয়! রাক্ষসাধিপতি বিরূপাক্ষ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিতেছেন। অতএব আপনি শীঘ্র আগমন করুন। গৌতম ভৃত্যগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসাধিপতির দর্শন বাসনায় বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে পুরশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে দূতগণের সহিত দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর গৌতম রাজভবনে প্রবেশ করিবামাত্র রাক্ষসাধিপতি বিরূপাক্ষ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার গোত্র, আচার, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাক্ষসরাজ গোত্রাচারাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে গৌতম নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় গোত্রের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইলেন। অন্যান্য বিষয়ে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তখন রাক্ষসেন্দ্র সেই স্বাধ্যায়হীন ব্রহ্মতেজ-বিহীন ব্রাহ্মণকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার বাসস্থান কোথায় এবং আপনি কোন্ বংশেই বা দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, অকুতোভয়ে যথার্থরূপে তাহা কীর্ত্তন করুন। তখন গৌতম কহিলেন, রাজন্! আমি সত্য কহিতেছি, মধ্যদেশ আমার জন্মভূমি, কিরাতভবন আমার বাসস্থান, আমি এক বিধবা শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছি।

গৌতম এই কথা কহিলে রাক্ষসাধিপতি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজধর্ম্মের সহিত ইহাঁর সৌহার্দ্দ আছে এবং সেই মহাত্মাই ইহাঁকে আমার

নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজধর্ম্ম আমার ভ্রাতা, বান্ধব ও প্রিয় সখা, অতএব যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন, আমাকে তাহাই করিতে হইবে। আজি কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী। আজি আমাকে সহস্র ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে। আমি সেই উপলক্ষে ইহাঁকেও ভোজন করাইয়া প্রভূত ধন দান করিব। ইনি আমার ভাগ্যক্রমেই এই পবিত্র দিনে আমার ভবনে অতিথি হইয়াছেন। অন্যান্য বিপ্রগণকে যে সমুদায় ধন প্রদান করিতে হইবে, তাহাও প্রস্তুত রহিয়াছে।

রাক্ষসাধিপতি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে কৃতস্নান পট্টবস্ত্রধারী নানালঙ্কারভূষিত সহস্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসেন্দ্র বিরূপাক্ষ তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র সত্বরে গাত্রোত্থান করিয়া বিধিপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার আদেশানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে দিব্য কুশাসন সমুদায় প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর বিপ্রগণ কুশাসনে উপবিষ্ট হইলে রাক্ষসরাজ বিধানানুসারে তিল, কুশ ও সলিল দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিলেন। পিতৃলোক, অগ্নি ও বিশ্বেদেবের প্রতিমূর্ত্তি সমুদায় গন্ধপুষ্প প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা পূজিত হইয়া শশাঙ্ক সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসরাজ সেই ব্রাহ্মণগণকে ঘৃতমধুসংযুক্ত দিব্যান্ন-পরিপূর্ণ হীরকাঙ্কিত সুবর্ণপাত্র সমুদায় প্রদান করিলেন। বিপ্রগণ প্রতিবৎসর আষাঢ়ী ও মাঘী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষসের ভবনে পরম সমাদরে স্বেচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোজন সামগ্রী প্রাপ্ত হইতেন। আর শরৎকাল অতীত হইলে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষস ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতেন। রাক্ষসরাজ তদনুসারে ঐ দিন দক্ষিণা দানের নিমিত্ত অজিন, রাঙ্কব, সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, প্রবাল ও মহামূল্য হীরক প্রভৃতি বিবিধ রত্ন সমুদায় রাশীকৃত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আপনারা স্বেচ্ছানুসারে এই সমুদায় রত্ন ও স্ব স্ব ভোজনপাত্র গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করুন। মহাত্মা বিরূপাক্ষ এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসাধিপতি নানাদেশ হইতে সমাগত রাক্ষসদিগকে ব্রাহ্মণগণের অনিষ্ট সাধনে নিবারণ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,

দ্বিজগণ! কেবল আজিকার দিবস রাক্ষস হইতে আপনাদিগের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। অতএব আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না। অচিরাৎ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ যথেষ্ট ধনগ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় গৌতমও অতিভার সুবর্ণভার গ্রহণপূর্ব্বক যাহার পর নাই পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই বটবৃক্ষমূলে আগমন ও উপবেশন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিত্রবৎসল বকরাজ রাজধর্ম্ম তথায় উপস্থিত হইল এবং গৌতমকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্নান্তে মহা আহ্লাদে স্বীয় পক্ষপুট বীজন দ্বারা তাঁহার শ্রমাপনোদনপূর্ব্বক আহার সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিল। তখন গৌতম বিলক্ষণরূপে ভোজন ও বিশ্রাম করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি লোভপ্রযুক্ত শ্রমোপজীবীর ন্যায় এই ভার সংগ্রহ করিয়াছি। বিশেষতঃ আমাকে দূর পথে গমন করিতে হইবে। কিন্তু পথি-মধ্যে ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারি এমন কোন খাদ্য দ্রব্য দেখিতেছি না। অতএব এক্ষণে এই বককেই নিহত করা কর্ত্তব্য। ইহার দেহ মাংস-রাশিতে পরিপূর্ণ। ঐ মাংস দ্বারা আমার অনায়াসেই পাথেয় নির্ব্বাহ হইবে। দুরাত্মা কৃতঘ্ন গৌতম মনে মনে এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া রাজধর্ম্মের বিনাশ সাধনার্থে গাত্রোত্থান করিলেন।

গৌতম যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, বিহগরাজ রাজধর্ম্ম ঐ স্থানের অনতিদূরে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া স্বয়ং বিশ্বস্ত চিত্তে ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশে শয়ান রহিয়াছিল। পাপাত্মা গৌতম পক্ষিকে নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রিত দেখিয়া প্রদীপ্ত বহ্নি দ্বারা তাহার বিনাশ সাধন করিলেন। ঐ সময় ঐ কার্য্য যে নিতান্ত পাপজনক, তাহা একবারও মনে উদয় হইল না। প্রত্যুত যাহার পর নাই আহ্লাদেরই সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন তিনি ঐ পক্ষিকে পক্ষরোমশূন্য ও অগ্নিতে সুপক্ক করিয়া সেই সমস্ত সুবর্ণের সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে দিবস অতীত হইলে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ স্বীয় সখা রাজ-ধর্ম্মকে অবলোকন না করিয়া আপনার পুত্রকে কহিল, বৎস! আজি রাজ-

ধর্ম্মকে নিরীক্ষণ করিতেছি না কেন? সে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মার বন্দনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়া থাকে। প্রত্যাগমন সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কখনই গৃহে গমন করে না। কিন্তু অদ্য দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল, সে আমার গৃহে আগমন করে নাই। তাহার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় বিচলিত হইতেছে। অতএব তুমি অবিলম্বে তাহার অনুসন্ধান কর। আমার বোধ হইতেছে, সেই স্বাধ্যায়শূন্য ব্রাহ্মণ্যবিহীন দ্বিজাধম গৌতম তাহাকে বধ করিয়া থাকিবে। সেই দুরাত্মার ভাবভঙ্গী দেখিয়াই তাহাকে ভীষণাকার নির্দ্দয় দুষ্ট ও দস্যুর ন্যায় অধম বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ঐ দুরাত্মা সেই স্থানে গমন করাতেই আমার অন্তঃকরণ অতিশয় বিচলিত হইতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র রাজধর্ম্মের আবাসে গমন করিয়া সে জীবিত আছে কি না জানিয়া আইস।

রাক্ষসরাজ এইরূপ আদেশ করিলে তাঁহার পুত্র অন্যান্য রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে রাজধর্ম্মের আবাসে গমন পূর্ব্বক সেই বটবৃক্ষের সন্নিধানে তাহার অস্থি সমুদায় নিপতিত অবলোকন করিল। বকের অস্থি দর্শনে রাক্ষসতনয়ের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন সে অবিরল বাষ্পাকুললোচনে গৌতমকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে অন্যান্য রাক্ষসগণের সহিত ধাবমান হইল এবং বহুদূরে গৌতমকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে রাজধর্ম্মের পক্ষাস্থিচরণশূন্য মৃত দেহের সহিত গ্রহণপূর্ব্বক মেরুব্রজে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের নিকট গমন করিল। রাক্ষসরাজ সখার মৃতদেহ দর্শনে যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া অমাত্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার আবাস মধ্যে রাজধর্ম্মের বিয়োগ নিবন্ধন ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিতান্ত শোকাকুল হইয়া উঠিল।

অনন্তর মিত্রবৎসল বিরূপাক্ষ কৃতঘ্ন গৌতমের উপর যাহার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় আত্মজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি অন্যান্য রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে এই পাপাশয় ব্রাহ্মণকে বিনাশ কর। ইহাকে ভোজন করিয়া রাক্ষসগণ তৃপ্তি লাভ করুক। এই দুরাত্মা অতিশয় পাপপরা-

ঘ্ণ, অতএব আমার মতে তোমাদিগের হস্তে ইহার মৃত্যু লাভ হওয়াই শ্রেয়ঃ। রাক্ষসরাজ এইরূপ আদেশ করিলে তত্রত্য ঘোরবিক্রম রাক্ষসগণ তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! এই পাপাত্মা ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে আমাদিগের কিছুতেই প্রবৃত্তি হইতেছে না। আপনি ইহাকে দস্যু-দিগের হস্তে সমর্পণ করুন। পাপাত্মাকে আমাদিগের ভক্ষণার্থ প্রদান করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। রাক্ষসগণ বিনীত ভাবে এই কথা কহিলে বিরূপাক্ষ তাহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, তবে অদ্যই কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণের দেহ দস্যুগণকে সমর্পণ কর।

তখন সেই রাক্ষসগণ বিরূপাক্ষের আজ্ঞানুসারে পট্টিশ দ্বারা গৌতমের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া দস্যুদিগকে প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু দস্যুগণও সেই নরাধমের মাংস ভক্ষণে অভিলাষী হইল না। যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, রাক্ষ-সেরাও তাহাকে ভোজন করে না। বরং ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, তস্কর ও ব্রতঘ্ন ব্যক্তির নিস্তার আছে কিন্তু যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন তাহার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। যে নরাধম মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও নৃশংস, রাক্ষস বা অন্যান্য কীটেরাও তাহাকে ভক্ষণ করে না।

অনন্তর প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ নানারত্ন সংযুক্ত বস্ত্রালঙ্কার সমল-ঙ্কৃত সুগন্ধময় চিতা প্রস্তুত ও প্রজ্বলিত করিয়া যথাবিধানে বকপতি রাজধর্ম্মের প্রেতকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে বকের মাতা দাক্ষায়ণী সুরভি ঐ চিতার ঊর্দ্ধভাগে আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহার বদন হইতে অনবরত ক্ষীরমিশ্রিত ফেন নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই ফেন বকরাজের চিতাতে নিপতিত হওয়াতে বকপতি উহার স্পর্শমাত্র পুনর্জ্জীবিত হইয়া চিতা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাক্ষসনাথ বিরূপাক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র সেই রাক্ষসের ভবনে সমাগত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাক্ষস-নাথ! তুমি সৌভাগ্যক্রমে রাজধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছ। এক্ষণে আমি উহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যে রূপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে ঐ বকপতি লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত না হও-য়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, যখন

সে আমার সভায় সমাগত হইল না তখন তাহাকে নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে হইবে। হে রাক্ষসনাথ! ভগবান্ ব্রহ্মার সেই বাক্য প্রভাবেই এই পক্ষী গৌতম কর্ত্তৃক নিহত হইয়াও অমৃত স্পর্শে পুনর্ব্বার জীবিত লাভ করিয়াছে।

সুররাজ এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে, বক তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিল, সুরেশ্বর যদি আমার প্রতি আপনার দয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার পরম বন্ধু গৌতমকে পুনর্জ্জীবিত করুন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র বকের প্রার্থনা বাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া অমৃতনিষেক দ্বারা গৌতমকে জীবন প্রদান করিলেন। অনন্তর বকপতি রাজধর্ম্ম পাপপরায়ণ মিত্র গৌতমকে তাঁহার ধন সম্পত্তির সহিত গমন করিতে আদেশ করিয়া প্রীতমনে স্বীয় আবাসে গমন পূর্ব্বক তথা হইতে ব্রহ্ম সদনে সমুপস্থিত হইল। ব্রহ্মা মহাত্মা বককে অবলোকন করিয়া বিধানানুসারে তাহার অতিথি সৎকার করিলেন।

কৃতঘ্নের যশ, আশ্রয় বা সুখ কুত্রাপি নাই। কৃতঘ্ন ব্যক্তিরা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, উহাদের কোন রূপেই নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মিত্রদোহী ব্যক্তি অনন্তকাল ঘোরতর নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। মিত্রের হিতাভিলাষী ও কৃতজ্ঞ হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। মিত্র হইতে সম্মান লাভ, ভোগ্য বস্তুর উপভোগ ও বিবিধ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি বিবিধ প্রকারে মিত্রের পূজা করিবেন। সুপণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রেরই পাপাত্মা কৃতঘ্ন ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি কুলাঙ্গার, পাপাত্মা ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়।

শার্দ্দূল ও শৃগাল।

পূর্ব্বকালে অতি সমৃদ্ধিশালী পুরিকা নগরীতে পৌরিক নামে এক পরশ্রী-কাতর ক্রূরস্বভাব নরপতি ছিলেন। তিনি কিয়দ্দিন পরে দেহত্যাগ পূর্ব্বক আপনার কর্ম্মফলে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মে তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের সমৃদ্ধি স্মরণ হওয়াতে যাহার পর নাই নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সকল জীবের প্রতি দয়ালু, সত্যবাদী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মাংসাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাকালে স্বয়ং নিপতিত ফল ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি শ্মশানে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানেই অন্যান্য গোমায়ুগণের সহিত বাস করিতেন। জন্মভূমি স্নেহ-নিবন্ধন অন্য স্থানে গমন করিতে বাসনা করেন নাই। একদা তাঁহার স্বজাতীয় শৃগালেরা তাঁহার বিশুদ্ধ ভাব দর্শনে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার বুদ্ধি-বৈপরীত্য জন্মাইবার মানসে কহিল, ভাই! তুমি কি নির্ব্বোধ! তুমি নরমাংসলোলুপ শৃগাল যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক এই ঘোরতর শ্মশান ভূমিতে বাস করিয়া শুদ্ধভাবে কালাতিপাত করিতে বাসনা করিতেছ? যাহা হউক, এক্ষণে বিশুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সমান ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক মাংস ভোজনে নিরত হও। আমরা তোমাকে আহার সামগ্রী প্রদান করিব।

তখন সেই বিশুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন শৃগাল স্বজাতীয়দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাহিতচিত্তে যুক্তিযুক্ত বচনে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বন্ধুগণ! আমার মতে কুৎসিত কুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে ইহা ন্যায়ানুগত নহে। চরিত্রই লোকের সাধুতা ও অসাধুতা সম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে যাহাতে আমার যশ চারিদিকে বিস্তীর্ণ হয় আমি তাহারই চেষ্টা করিতেছি। আমি এই ঘোরতর শ্মশান ভূমিতে বাস করিতেছি বটে, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে আমার যে স্থির সিদ্ধান্ত আছে, তাহা শ্রবণ কর। আত্মা হইতেই কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কেবল আশ্রমে অব-

স্থান করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয় না। যদি কেহ আশ্রম মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করে, আর যদি কেহ আশ্রম ভিন্ন অন্য স্থানে গো দান করে, তাহা হইলে কি সেই ব্রহ্মহত্যাকারীকে পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না এবং গোদান-কর্ত্তার দান বৃথা হইবে। তোমরা লোভ বশতঃ কেবল উদর-পূরণের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছ। পরিণামে যে সকল দোষ ঘটিবে মুগ্ধ ব্যক্তিরা তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। আমি এক্ষণে উভয় লোকে অসন্তোষজনক অতি নিন্দনীয় ধর্ম্মহানিকর অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াই দুষ্প্রবৃত্তি হইতে বিরত হইয়াছি।

ঐ সময় এক প্রভূত পরাক্রমশালী শার্দ্দূল সেই শ্মশানে অবস্থান করিতে-ছিল। সে সেই বিশুদ্ধস্বভাব শৃগালের বাক্য শ্রবণে তাহাকে অতি সচ্চরিত্র ও পণ্ডিত বিবেচনায় সাধ্যানুরূপ অর্চ্চনা করিয়া অমাত্যপদে অভিষেকপূর্ব্বক কহিল, মহাত্মন্! আমি তোমার প্রকৃতি অবগত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুরূপ আহার বিহার করিয়া আমার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা কর। আমরা অতি উগ্রস্বভাব অতএব তুমি আমার নিকট মৃদুতা অবলম্বন করিলে অনায়াসেই মঙ্গল লাভে সমর্থ হইবে।

তখন গোমায়ু সেই শার্দ্দূলের বাক্যে সমাদর করিয়া ঈষৎ নম্রবদনে কহিল, মৃগেন্দ্র! আপনি যে ধর্ম্মার্থকুশল বিশুদ্ধস্বভাব সহায়লাভের বাসনা করিয়াছেন, ইহা আপনার অনুরূপই হইয়াছে। আপনি অমাত্য ব্যতিরেকে অথবা প্রাণহন্তা দুষ্ট অমাত্যের সাহায্যে কখনই আধিপত্য সংস্থাপনে সমর্থ হইবেন না। অনুরক্ত, নীতিজ্ঞ, দুরভিসন্ধিশূন্য, জিগীষাপরবশ, লোভবিহীন, ছলগ্রাহী ও হিতসাধনতৎপর সহায়গণকে আচার্য্য ও পিতার ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক এক্ষণে আমি যাহাতে সন্তুষ্ট নহি, সেরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে আমার অভিরুচি নাই। আমি আপনার আশ্রমে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য বা সুখ-ভোগ করিতে বাসনা করি না। আপনার পুরাতন ভৃত্যগণের স্বভাবের সহিত আমার স্বভাবের ঐক্য হইবে না। তাহারা আমার নিমিত্ত দুশ্চরিত্র হইয়া নিশ্চয়ই আপনার সহিত আমার ভেদোৎপাদন করিয়া দিবে। মহৎব্যক্তির অধীনতাও শ্লাঘনীয় নহে। সে ব্যক্তি দীর্ঘদর্শিতা ও উৎসাহগুণে বিভূষিত

হয় এবং অন্ধকে ভূরি ভূরি দান ও পাপাত্মাদিগের প্রতি অনৌদ্ধত্য প্রকাশ করে সেই যথার্থ মহাত্মা। আমি মিথ্যা ব্যবহারে পারদর্শী বা অল্পে সন্তুষ্ট নহি এবং কখন কাহারও সেবা করি নাই। সুতরাং তাহাতে অভিজ্ঞ নহি। চিরকাল স্বেচ্ছানুসারে বনে ভ্রমণ করিয়াছি। রাজসন্নিধানে অবস্থান করিলে অন্যকৃত নিন্দা নিবন্ধন বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতে হয়, আর বনবাসীদিগের সহিত বাস করিলে নির্ভয়ে ব্রতচর্য্যাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়। ভৃত্যগণ ভূপতির আহ্বান শ্রবণে যেরূপ ভয় অনুভব করে, সন্তুষ্টচিত্ত ফলমূলাহারী বনচারীগণ কখনই সেরূপ ভয়ে ভীত হন না। অনায়াসলব্ধ জল ও ভয়-সঙ্কুল সুস্বাদু অন্ন এই উভয়ের মধ্যে আমার মতে যাহাতে ভয়ের বিষয় নাই, তাহাই সুখাবহ। ভৃত্যগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই মিথ্যাপবাদে দূষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। অতি অল্প লোকই সামান্য দোষে দূষিত হয়। যাহা হউক, যদি আপনি নিতান্তই আমাকে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অগ্রে তাহা নির্দ্ধারিত করুন। রাজন্! আমি যে হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিব, আপনাকে তাহা সমাদরপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে হইবে এবং আপনি যে বৃত্তি বিধান করিয়া দিবেন কদাচ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমি কখনই আপনার অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিব না। তাহা হইলে তাহারা মহত্বকামনায় আমার উপর বৃথা দোষারোপ করিবে। অতএব আমি কেবল নির্জ্জনে আপনার সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিব। আপনার জ্ঞাতিকার্য্য উপস্থিত হইলে আপনি আমাকে হিতাহিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না এবং ক্রোধভরে আমার প্রতি বা আমার সহিত মন্ত্রণার পর অন্যান্য মন্ত্রিগণের প্রতি দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন না।

শৃগাল এইরূপ কহিলে, শার্দ্দূল তাহার বাক্য স্বীকার করিয়া তাহাকে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করিল। তখন শার্দ্দূলের পূর্ব্বতন ভৃত্যগণ শৃগালের সমাদর দর্শনে সকলে সমবেত হইয়া পদে পদে তাহার বিদ্বেষাচরণ করিতে লাগিল। ঐ দুরাত্মারা গোমায়ুর মন্ত্রণাবলে মাংস হরণে অসমর্থ হইয়া আপনাদের উন্নতি বাসনায় প্রথমতঃ মিত্রভাবে তাহাকে সান্ত্বনা ও প্রসন্ন করিয়া

প্রভূততর ঐশ্বর্য্য প্রদান ও বিবিধ প্রলোভন বাক্য দ্বারা প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বহুদর্শী শৃগাল কোনরূপেই ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইল না। তখন তাহারা শৃগালের বিনাশ বাসনায় একত্র হইয়া শার্দ্দূলের আহারার্থ সমাহৃত উৎকৃষ্ট মাংসরাশি লইয়া শৃগালের গৃহে অবস্থান করিল। ভেদবুদ্ধি পরাঙ্মুখ শৃগাল আপনার গৃহে সেই মাংস দর্শন করিয়া উহা কি নিমিত্ত সমানীত হইয়াছে তাহা সবিশেষ অবগত হইয়াও বন্ধুবিচ্ছেদ ভয়ে প্রকাশ করিল না।

অনন্তর শার্দ্দূল ক্ষুধিত হইয়া ভোজন করিবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিল, কিন্তু আহার সম্পাদনার্থ সমাহৃত মাংসের কিছুমাত্র দেখিতে পাইল না। তখন সে ক্রোধভরে কহিল, অমাত্যগণ! যে দুরাত্মা আমার মাংস অপহরণ করিয়াছে, অবিলম্বে তাহার অনুসন্ধান কর। তখন ধূর্ত্তেরা শার্দ্দূলকে নিবেদন করিল, মৃগরাজ! আপনার প্রাজ্ঞাভিমানী মন্ত্রীই সেই মাংস অপহরণ করিয়াছেন। শার্দ্দূল তাহাদের মুখে শৃগালের সেই অবিবেচনার কার্য্য শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহারে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইল। শার্দ্দূলের পূর্ব্ব মন্ত্রিগণ তাহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, মৃগরাজ! আপনার মন্ত্রী শৃগাল আমাদের সকলেরই জীবিকা বিলুপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা যখন আপনার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তখন সে সকল অকার্য্যই করিতে পারে। আপনি আমাদের মুখে পূর্ব্বে তাহার স্বভাবের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। তাহার বাক্য ধার্ম্মিকের ন্যায়, কিন্তু তাহার স্বভাব অতি ভয়ঙ্কর। ঐ কপট ধর্ম্মপরায়ণ পাপস্বভাব দুরাত্মা স্বীয় ভোজন ব্যাপার সমাধানের নিমিত্তই পরিশ্রম সহকারে ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিল। যদি এই উপস্থিত বিষয়ে আপনার অবিশ্বাস জন্মে, তবে আপনি ঐ বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। শার্দ্দূলের পূর্ব্ব মন্ত্রিগণ এই বলিয়া শৃগালের গৃহস্থিত মাংসভার আনয়নপূর্ব্বক রাজাকে প্রদর্শন করিল। তখন শার্দ্দূল স্বচক্ষে সেই শৃগালের গৃহস্থিত মাংস অবলোকন করিয়া রোষাকুলিত লোচনে পূর্ব্বতন মন্ত্রিগণকে কহিল, তোমরা অবিলম্বে ঐ দুষ্ট শৃগালকে বিনাশ কর।

ঐ সময় শার্দ্দূল-জননী তাহার এই অনুজ্ঞা শ্রবণগোচর করিয়া তাহাকে হিতোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিল, বৎস! তুমি তোমার এই সমস্ত পূর্ব্ব মন্ত্রীদিগের কপট বাক্যে কদাচ বিশ্বাস করিও না। অসাধু ব্যক্তিরা সাধুদিগকে কার্য্যদোষে দূষিত করিয়া থাকে। দুর্জ্জনের স্বভাবই এই যে, তাহারা অন্যের উন্নতি সহ্য করিতে পারে না। শত্রুতা স্বকার্য্যনিরত বিশুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরও দোষোৎপাদন করিয়া থাকে। তপঃপরায়ণ বনবাসী মুনিদিগেরও শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষ উৎপন্ন হয়। আর এই ভূমণ্ডলমধ্যে প্রায়ই নির্দ্দোষ লোকেরা লুব্ধ-প্রকৃতিদিগের, বলবানেরা দুর্ব্বলদিগের, পণ্ডিতেরা মূর্খদিগের, ধনিগণ দরিদ্র-দিগের, ধার্ম্মিকেরা অধার্ম্মিকদিগের এবং সুরূপেরা বিরূপদিগের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। অনেকানেক লুব্ধস্বভাব কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কপট পণ্ডিতেরা বৃহ-স্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও দোষোদ্ঘোষণ করেন। তুমি তোমার মন্ত্রী শৃগালকে মাংস প্রদান করিলেও সে তাহা গ্রহণ করে না. আজি যে সে তোমার অসাক্ষাতে মাংস অপহরণ করিয়াছে, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? অতএব অগ্রে ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান করা তোমার কর্ত্তব্য। এই জগতে অনেকানেক অসভ্য লোক সভ্যের ন্যায় এবং অনেকানেক সভ্য লোক অসভ্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাদের স্বভাবের সবিশেষ পরীক্ষা করিবেন। নভোমণ্ডলকে কটাহের ন্যায় এবং খদ্যোতকে হুতাশনের ন্যায় দীপ্তিশীল দেখা যায়; কিন্তু বস্তুতঃ আকাশে কটাহ ও খদ্যোতে হুতাশন নাই। অতএব প্রত্যক্ষ বস্তুরও সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা করিয়া যে বস্তুর যাথাথ্য অবগত হওয়া যায়, তন্নিমিত্ত আর অনুতাপ করিতে হয় না।

হে বৎস! অধীনস্থ ব্যক্তিরে বিনাশ করা প্রভুর পক্ষে সুকঠিন নহে; কিন্তু তাহার ক্ষমাগুণই প্রশংসনীয় ও যশস্কর। তুমি তোমার সুহৃৎ শৃগালকে প্রধান মন্ত্রিত্বপদে সংস্থাপন করিয়াছ বলিয়া এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে তোমার বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছে; সৎপাত্র লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন, অতএব তুমি কদাচ মন্ত্রীর প্রাণদণ্ড করিও না। যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ

লোককে অন্যের আরোপিত দোষে দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই নির্ব্বোধকে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয় এবং তাহার আশ্রিত অমাত্যগণও দোষে লিপ্ত হইয়া থাকে।

শার্দ্দূলের মাতা তাহাকে এইরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিতেছে, এমন সময়ে শৃগালের এক পরম ধার্ম্মিক চর উপস্থিত হইয়া শৃগালের শত্রুপক্ষ যেরূপ কপটজাল বিস্তার করিয়াছিল, তৎসমুদায় শার্দ্দূলের নিকট নিবেদন করিল। তখন মৃগরাজ শার্দ্দূল গোমায়ুর সচ্চরিত্রতার বিষয় শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া যথোচিত উপচারে সৎকার করিয়া শৃগালকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। নীতিশাস্ত্রবিশারদ শৃগাল চৌরাপবাদ নিবন্ধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রায়োপবেশন বাসনায় শার্দ্দূলের অনুমতি প্রার্থনা করায়, শার্দ্দূল গোমায়ুর বাক্য শ্রবণে প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাহাকে পুনরায় পূজা করিয়া বারংবার সেই অধ্যবসায় হইতে নিবারণ করিতে লাগিল। তখন শৃগাল শার্দ্দূলকে আপনার উপর নিতান্ত স্নেহপরতন্ত্র দেখিয়া প্রণতি পুরঃসর বাষ্পগদগদ বচনে কহিল, মৃগরাজ! আপনি অগ্রে আমার বিলক্ষণ সমাদর করিতেন, এক্ষণে আমাকে যাহার পর নাই অবমানিত করিয়াছেন, সুতরাং আর আমি আপনার নিকট অবস্থান করিতে পারি না। যে সমস্ত ভৃত্যেরা অসন্তুষ্ট স্বপদপরিভ্রষ্ট, অবমানিত, হৃতসর্ব্বস্ব, প্রতারিত, দুর্ব্বল, লুব্ধ, ক্রুদ্ধ, ভীত, অভিমানী, নির্দ্দয়, সতত সন্তপ্ত ও ব্যসনাসক্ত হয় এবং যাহারা নিরন্তর প্রভুর অন্তরালে অবস্থান করে, তাহারা সকলেই শত্রুতুল্য। তাহারা কখনই প্রভুর প্রতি প্রীত হয় না। আমি এক্ষণে অবমানিত ও স্বপদ পরিভ্রষ্ট হইয়াছি, সুতরাং আপনি আমাকে আর কিরূপে বিশ্বাস করিবেন আর আমিই বা কিরূপে আপনার নিকট অবস্থান করিব। আপনি আমাকে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া কার্য্যদক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিই আবার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার অবমাননা করিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি সভামধ্যে একবার যাহাকে সচ্চরিত্র বলিয়া আদর করেন, তাহার দোষ প্রখ্যাপন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি অবমানিত হইয়াছি সুতরাং আপনি আর আমার

প্রতি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করিলে আমারও বিলক্ষণ উদ্বেগ জন্মিবে। বিশেষতঃ আপনি আমা হইতে ও আমি আপনা হইতে নিরন্তর শঙ্কিত থাকিলে অনেকেই আমাদিগের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে। দেখুন, একবার যে ব্যক্তি বিরক্ত হইয়াছে, তাহার সন্তোষ সম্পাদন করা সহজ ব্যাপার নহে। বিরক্ত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে নানাবিধ ছল প্রকাশ করিতে হয়। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যাহার সহিত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে আয়ত্ত করা এবং যে ব্যক্তি একান্ত অনুরক্ত তাহাকে বিযোজিত করা উভয়ই সুকঠিন। বিরক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় আয়ত্ত করিলে তাহার যে প্রীতি জন্মে তাহা কপটতাপূর্ণ সন্দেহ নাই। কোন ভৃত্যই স্বার্থশূন্য হইয়া ভর্ত্তার হিত সাধন করে না। সকলেই স্বার্থ সাধন তৎপর। ভৃত্যের প্রভুর প্রতি যথার্থ হিতবুদ্ধি নিতান্ত দুর্লভ সন্দেহ নাই। যে রাজার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তিনি লোকের প্রকৃতি পরীক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এক শত লোকের মধ্যে এক ব্যক্তি মাত্র কার্য্যক্ষম ও নির্ভীক হইয়া থাকে। লোকের বুদ্ধিলাঘব নিবন্ধনই অকস্মাৎ অধিকার লাভ, অধিকার পরিত্যাগ, শুভাশুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ও মহত্ত্ব প্রাপ্তির বাসনা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। জ্ঞানবান্ শৃগাল শার্দ্দূলকে এইরূপে ধর্ম্মকামার্থসঙ্গত উপদেশ প্রদান দ্বারা প্রসন্ন করিয়া অরণ্যে প্রস্থানপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে কলেবর পরিত্যাগ ও স্বর্গ লাভ করিল।

রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়।

লোভ।

পূর্ব্বকালে কোন জনশূন্য নিবিড় অরণ্য মধ্যে এক ফলমূলাহারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন বাস করিতেন। ঐ মহর্ষি দীক্ষানিরত, শান্তস্বভাব, স্বাধ্যায় সম্পন্ন ও উপবাস পরায়ণ ছিলেন। বনচারী জন্তু সমুদায় সেই অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মার সদ্ভাব দর্শনে বিশ্বস্ত চিত্তে নিয়ত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত

থাকিত। ক্রূর ব্যাঘ্র, মদমত্ত মাতঙ্গ, দ্বীপী, গণ্ডার, ভল্লূক প্রভৃতি অন্যান্য শোণিতলোলুপ ভীমদর্শন শ্বাপদগণ তাঁহার শিষ্যের ন্যায় দাসভূত ও প্রিয়-চিকীর্ষু হইয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিত।

ঐ আশ্রমে একটি গ্রাম্য কুক্কুর বাস করিত। ঐ কুক্কুর ফলমূলাহারী, উপবাস নিরত, দুর্ব্বল ও শান্তস্বভাব ছিল। সে কদাপি মহর্ষিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিত না। সতত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত তাঁহার পাদমূলে উপবিষ্ট থাকিত। তপোধন তাঁহার ভক্তি দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া মনুষ্যের ন্যায় তাহার প্রতি স্নেহ করিতেন। একদা এক মহাবল পরাক্রান্ত শোণিতলোলুপ স্বার্থপরায়ণ ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আহার লাভার্থ সৃক্কণী লেহন, পুচ্ছ আস্ফোটন ও মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিল। তখন সেই সারমেয় ক্ষুদ্রব্যাঘ্রকে সমাগত দেখিয়া প্রাণ রক্ষার্থ তপোধনকে কহিল, ভগবন্! ঐ দেখুন, কুক্কুর-দিগের পরম শত্রু দ্বীপী আমাকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভয় প্রদান করুন।

তখন সর্ব্ব জীবের ভাবজ্ঞ মহর্ষি কুক্কুরের ভয়ের কারণ অবগত হইয়া তাহাকে কহিলেন, বৎস! ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র হইতে আর তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না। অতঃপর তুমি স্বীয় রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বীপীর আকার প্রাপ্ত হও। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র সারমেয় ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের আকার ধারণ পূর্ব্বক সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল অঙ্গ প্রভায় সুশোভিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই ক্ষুধাতুর দ্বীপী সম্মুখে আপনার অনুরূপ পশু সন্দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক শোণিতলোলুপ ভয়ঙ্কর শার্দ্দূল ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জিহ্বা লেহন ও মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সেই ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহর্ষি প্রধান স্নেহভাজন দ্বীপী তদ্দর্শনে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ তপোধনের শরণাপন্ন হইল। তপোধনও তাহাকে ভীত দেখিয়া তপঃপ্রভাবে অচিরাৎ ভীষণ শার্দ্দূলত্ব প্রদান করিলেন। তখন সেই সমাগত ব্যাঘ্র দ্বীপীকে

শার্দ্দূলের ন্যায় অবলোকন করিয়া তাহার বিনাশবাসনা পরিত্যাগ করিল। এইরূপে সেই সারমেয় মহর্ষির প্রভাবে ব্যাঘ্রত্ব লাভ করিলে পর তাহার ফলমূল ভক্ষণের অভিলাষ এক কালে তিরোহিত হইয়া গেল। তদবধি সে মৃগরাজ সিংহের ন্যায় বন্য জন্তু সমুদায় ভক্ষণ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল।

একদা ঐ ব্যাঘ্র মৃগবধ করিয়া তাহাদিগের শোণিতমাংসে আপনার তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক পর্ণকুটীরসমীপে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় এক বিশাল বিষাণসম্পন্ন অতি প্রকাণ্ড মেঘাকার মত্তমাতঙ্গ তথায় আগমন করিল। ব্যাঘ্র সেই বলগর্ব্বিত মদস্রাবী কুঞ্জরকে সমাগত দেখিয়া ভীত চিত্তে মহর্ষির শরণাপন্ন হইল। মহর্ষি তদ্দর্শনে স্নেহপরবশ হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ কুঞ্জরত্ব প্রদান করিলেন। আগন্তুক গজ উহাকে মহামেঘের ন্যায় অবলোকন করিয়া ভীত চিত্তে তথা হইতে অপসৃত হইল। এইরূপে ব্যাঘ্র ঋষির প্রভাবে কুঞ্জরত্ব লাভ করিয়া পরম প্রীতি সহকারে শল্লকীবন ও পদ্মবনে পর্য্যটন করত বহুকাল অতিক্রম করিল।

অনন্তর একদা করিকুলকালান্তক গিরিকন্দরসম্ভূত কেশররাজিবিরাজিত এক ভীষণ কেশরী সেই গজের সমীপে সমুপস্থিত হইল। হস্তী সিংহকে উপস্থিত দেখিয়া ভীতমনে কম্পিত কলেবরে মহর্ষির নিকট গমন করিল। মহর্ষিও তৎক্ষণাৎ তাহাকে সিংহত্ব প্রদান করিলেন। তখন সে সেই আগন্তুক বন্য সিংহকে তুল্যজাতি বলিয়া লক্ষ্যাই করিল না। আগন্তুক সিংহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই ভীত হইল। এই রূপে সেই কুঞ্জর মহর্ষির অনুকম্পায় সিংহত্ব লাভ পূর্ব্বক সিংহ ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আশ্রম মধ্যে বাস করিতে লাগিল। অন্যান্য ক্ষুদ্র পশু সকল উহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবিত রক্ষার্থ তপোবন হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা এক সর্ব্বপ্রাণিনাশক মহাবল পরাক্রান্ত শোণিতলোলুপ অষ্টপাদ ঊর্দ্ধনেত্র বন্য শরভ ঐ সিংহকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মহর্ষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইল। মহর্ষি আপনার সিংহকে শরভের ভয়ে ভীত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শরভত্ব প্রদান করিলেন। তখন সেই আগন্তুক শরভ

মহর্ষির শরভকে অতি ভীষণ ও মহাবল পরাক্রান্ত দেখিয়া ভীতমনে দ্রুতবেগে তপোবন হইতে পলায়ন করিল। এইরূপে সেই কুক্কুর মহর্ষির অনুকম্পায় শরভত্ব লাভ করিয়া পরম সুখে তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিল। অন্যান্য মৃগগণ তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবন রক্ষার্থ তপোবন হইতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। ঐ সময় সেই শরভের বন্য ফলমূল ভক্ষণে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। সে সতত প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

অনন্তর একদা সেই দুর্দ্দান্ত শরভ বলবতী শোণিততৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়া আপনার পরম হিতৈষী মহর্ষিকে সংহার করিবার অভিলাষ করিল। তখন মহাত্মা তপোধন তপোবললব্ধ জ্ঞানচক্ষু প্রভাবে সেই অকৃতজ্ঞের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া উহাকে কহিলেন, অরে পামর! তুই অগ্রে কুক্কুরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলি, পরে আমার অনুকম্পায় ক্রমে ক্রমে তোর দ্বীপীত্ব, ব্যাঘ্রত্ব, কুঞ্জরত্ব, সিংহত্ব ও পরিশেষে শরভত্ব পর্য্যন্ত লাভ হইয়াছে। আমিই স্নেহপরবশ হইয়া তোকে ক্রমশঃ উন্নত করিয়াছি। এক্ষণে তুই আমাকেই নিরপাধে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্; অতএব তুই অবিলম্বে পুনরায় স্বীয় পূর্ব্বতন কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হ। মহাত্মা মহর্ষি এইরূপে শাপ প্রদান করিলে সেই মুনিজনদ্বেষ্টা দুষ্ট প্রকৃতি শরভ অচিরাৎ পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে সেই সারমেয় পুনর্ব্বার স্বীয় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইল। তখন তপোধন তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া তপোবন হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। অতএব নীচকে প্রশ্রয় প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। বুদ্ধিমান্ নরপতি ভৃত্যগণের সত্য, শৌচ, সরলতা, প্রকৃতি, বিদ্যা, চরিত্র, কুল, জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, বলবীর্য্য ও ক্ষমাগুণের পরিচয় গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রতিপালন করিবেন। পরীক্ষা না করিয়া কোন ব্যক্তিকে অমাত্যপদ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। যে রাজা প্রতিনিয়ত অসৎকুলসম্ভূত জনগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করেন, তিনি কখনই সুখভোগে সমর্থ হন না। সৎকুলোদ্ভব সাধু ব্যক্তি ভূপতি কর্ত্তৃক বিনাপরাধে নিপীড়িত হইয়াও তাঁহার অনিষ্টচিন্তা করেন না,

কিন্তু অসদ্বংশসম্ভূত প্রাকৃত পুরুষেরা সাধুদিগের নিকট দুর্লভ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াও তাঁহাদিগের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, অতএব যে ব্যক্তি সতত আপনার প্রভু ও মিত্রগণের ঐশ্বর্য্য কামনা করেন ও যাহা পান, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগকে আশ্রয় প্রদান করাই যাঁহার প্রধান কার্য্য, যিনি কদাচ অসাধুজনের সহিত একত্র বাস করেন না এবং যিনি সৎকুলসম্ভূত, সুশিক্ষিত, সহিষ্ণু, স্বদেশজাত, কৃতজ্ঞ, বলবান্, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, অলুব্ধ, দেশকালজ্ঞ, লোকরঞ্জনতৎপর, স্থিরচিত্ত, হিতৈষী, আলস্য শূন্য, স্বকার্য্যনিরত, সন্ধিবিগ্রহবিশারদ,ত্রিবর্গবেত্তা, শত্রুসৈন্য বিদারণসমর্থ, ব্যূহতত্ত্বজ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ, বলহর্ষণবেত্তা, হস্তিশিক্ষাসুনিপুণ, অহঙ্কার শূন্য, অনুকূল, নীতিপরায়ণ, শুদ্ধস্বভাব, প্রিয়দর্শন, মৃদুভাষী ও দেশকালজ্ঞ, তাঁহাকেই মন্ত্রিপদে অভিষেক করা কর্ত্তব্য। যে রাজা ঐরূপ ব্যক্তিকে মন্ত্রিপদ প্রদানপূর্ব্বক যথোচিত সমাদর করেন, তাঁহার রাজ্য চন্দ্রমার আলোকের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

যে রাজা শাস্ত্রবিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রজাপালনতৎপর, ধীরস্বভাব, অমর্ষপরায়ণ, শুদ্ধপ্রকৃতি ও উগ্র, যিনি অবসরক্রমে পুরুষকার প্রদর্শন করিতে পারেন। বৃদ্ধগণের শুশ্রূষাতৎপর, জ্ঞানবান্, গুণগ্রাহী, বিচারপটু, মেধাবী, জিতেন্দ্রিয় ও প্রিয়বাদী, যিনি নীত্যনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, যিনি অপকারী ব্যক্তির প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন এবং স্বহস্তে দানও গ্রহণ করেন, যিনি পরম শ্রদ্ধাবান্, প্রিয়দর্শন, নিরহঙ্কার ও হিতানুষ্ঠাননিরত, যাঁহার অমাত্য অতি বিশ্বস্ত, যিনি সতত দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ নিবারণ ও বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যিনি অমাত্যেরা কোন শুভজনক কার্য্য সাধন করিলে তাঁহাদিগের সবিশেষ উপকার করেন, ভৃত্যগণ যাঁহার প্রতি প্রতিনিয়ত প্রীতিপ্রদর্শন করে; যাঁহার বিলক্ষণ লোকসংগ্রহ আছে, যিনি সততই ভৃত্যগণ ও প্রজাগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং চরগণের সাহায্যে গূঢ় বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করেন; আর যিনি ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে একান্ত নিরত, তিনি সকলের প্রার্থনীয় ও সমাদরভাজন হন।

গুণবান্ যোদ্ধা সংগ্রহ করা রাজার অতিশয় আবশ্যক। যোদ্ধারা গুণ-

শালী হইলে ভূপতিকে রাজ্য রক্ষা বিষয়ে সবিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। যে রাজা নিরন্তর অভ্যুদয় লাভের অভিলাষ করেন, তিনি কদাচ যোদ্ধৃবর্গের অবমাননা করিবেন না। যে রাজার অধিকারে সমরদক্ষ, কৃতজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ অসংখ্য পদাতি, রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য থাকে, তিনিই সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিতে সমর্থ হন। আর যে রাজা সমস্ত দ্রব্যের সংগ্রহে নিতান্ত ব্যগ্র, উদ্‌যোগী ও বহুমিত্রসম্পন্ন হন, তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া গণনা করা যায়।

রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়।

আতিথেয়তা।

পূর্ব্বে অতি সমৃদ্ধিশালী মহাপদ্মনগরে ভাগীরথীর দক্ষিণতীরে এক অত্রিবংশসম্ভূত সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ বেদপারদর্শী, ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য, সত্যানুরক্ত, সচ্চরিত্র, জিতক্রোধ, সন্তুষ্টচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং কুলধর্ম্মানুষ্ঠান, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত ছিলেন এবং ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতেন। ঐ সদ্‌বৃত্তিসম্পন্ন অকলঙ্ককুলসমুৎপন্ন ব্রাহ্মণের বহুসংখ্যক পুত্র ছিল। কালক্রমে সেই পুত্রগুলি উপযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমধিক ব্যগ্র হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে বেদোক্ত ধর্ম্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও শিষ্টসমাচরিত ধর্ম্ম এই তিন প্রকার ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার মধ্যে কোন্ প্রকার ধর্ম্ম আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ; এক্ষণে আমি কোন্ ধর্ম্মই বা অবলম্বন করিব। দ্বিজবর এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বহুদিন অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কিয়দ্দিন পরে একদা এক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলেন। অতিথিও ব্রাহ্মণকৃত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক পরম সুখে তথায় উপবিষ্ট হইয়া পরিশ্রম-শান্তি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অতিথি সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রমাপনোদন করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার দর্শন ও সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনাকে মিত্রভাবে কিছু কহিতেছি, অনন্যমনে তাহা শ্রবণ করুন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সমস্ত ভার পুত্রের উপর সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা প্রতিপাদন করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে, কিন্তু আমি বিষয়পাশে বদ্ধ হইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক অতঃপর আমি যাবৎকাল জীবিত থাকিব, সেই বহুফলাত্মক পারলৌকিক পাথেয় সঞ্চয় করিয়াই কালাতিপাত করিব। এই ভবসাগরের পরপারে গমন করিবার নিমিত্ত আমার শুভবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মময় ভেলা কোথায় পাইব? দেবতা প্রভৃতি সকলেই কর্ম্মফল প্রভাবে একবার স্বর্গে গমন ও পুনরায় ভূলোকে আগমন করিতেছেন; যমরাজের ধ্বজপতাকাসদৃশ রোগশোকাদি নিরন্তর প্রজাগণমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে এবং পরিব্রাজকেরা অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত লোকের দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার মন কোন ধর্ম্মেই অনুরক্ত হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আপনি বুদ্ধিবল আশ্রয় পূর্ব্বক আমাকে কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপথে নিয়োগ করুন।

ধর্ম্মার্থী ব্রাহ্মণ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে মহাপ্রাজ্ঞ অতিথি মধুর বাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার ন্যায় আমারও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে অতিশয় স্পৃহা হইতেছে। কিন্তু কোন্‌টী উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া আমি নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছি। আমার সংশয় কোন ক্রমেই অপনীত হয় নাই। ইহলোকে কোন কোন মহাত্মা মুক্তির ও কেহ কেহ যজ্ঞফলের সবিশেষ প্রশংসা করেন এবং কেহ কেহ গার্হস্থ্য, কেহ কেহ বানপ্রস্থ, কেহ কেহ রাজধর্ম্ম, কেহ কেহ জ্ঞানধর্ম্ম, কেহ কেহ গুরুশুশ্রূষাদি ধর্ম্ম ও কেহ কেহ বাক্‌সংযমকে প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকেন। কতকগুলি বুদ্ধিমান্ লোক কেবল মাতা পিতার সেবা, কেহ কেহ অহিংসা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, কেহ কেহ সত্যপ্রতিপালন, কেহ কেহ সম্মুখযুদ্ধে দেহপরিত্যাগ, কেহ কেহ উঞ্ছব্রতসাধন এবং কেহ কেহ বেদব্রতপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অনবরত বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়া-

ছেন। কোন কোন সরলপ্রকৃতি মহাত্মা কুটিল ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হইয়া দেবলোকে বিহার করিতেছেন। হে মহাত্মন্! এইরূপ বহুবিধ ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু কোন্‌টী শ্রেয়ঃ, তাহা স্থির করিতে গিয়া আমার মন সমীরণসঞ্চালিত জলদের ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে।

ধর্ম্ম এইরূপ নিতান্ত দুরবগাহ। এক্ষণে আমার গুরুদেব আমাকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, আপনার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বসৃষ্টি সময়ে যে স্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; যে স্থানে সুরগণ সমবেত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যে স্থানে মান্ধাতা দেব-রাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই গোমতীতীরস্থিত নৈমিষারণ্যমধ্যে একটী নাগপুর আছে। ঐ পুর মধ্যে পদ্মনাভ নামে বিখ্যাত এক ধর্ম্মপরায়ণ মহানাগ বাস করিয়া থাকেন। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিগণের হিতসাধন করেন এবং তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডদ্বারা দুষ্ট দমন ও শিষ্ট প্রতিপালন করিয়া থাকেন। সেই নাগ সদ্বংশসম্ভূত, বুদ্ধিশাস্ত্রবিশারদ, অভীষ্ট-গুণসম্পন্ন, সলিলের ন্যায় নির্ম্মল, অধ্যয়ননিরত, অতিথিপ্রিয়, তপ ও দম-গুণসম্পন্ন, সচ্চরিত্র, যাজ্ঞিক, দাতা, ক্ষমাশীল, সত্যবাদী, অসূয়াশূন্য, অনুকূল-বাদী, নিত্যসন্তুষ্ট এবং কার্য্যাকার্য্যবিচারসমর্থ। তিনি অতিথি প্রভৃতি সকলের আহারাবসানে স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ করুন। তিনি অবশ্যই আপনাকে প্রকৃত ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবেন।

অতিথি এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভারপীড়িত ব্যক্তির ভারাবতরণ, পথশ্রান্তের শয়ন, দণ্ডায়-মান ব্যক্তির আসন, তৃষ্ণার্ত্তের পানীয়, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন, অতিথির প্রকৃত সময়ে অভীষ্ট ভোজন, পুত্রার্থী বৃদ্ধের পুত্র ও মনঃকল্পিত প্রীতিকর বস্তুর দর্শনলাভ যেমন নিতান্ত সন্তোষজনক হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার বাক্য আমার যার পর নাই প্রীতিকর হইয়াছে। এক্ষণে আপনি যেরূপ কহিলেন, আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব। ঐ দেখুন দিবাকর করজাল সঙ্কুচিত করিয়া অস্তাচলে গমন করিতেছেন; রাত্রি প্রায় উপস্থিত হইল। অতএব

আপনি এই রজনী আমার আলয়ে অতিবাহিত করুন, প্রভাতে গমন করিবেন।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে সেই আগন্তুক তৎপ্রদত্ত আতিথ্যসৎকার গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ন্যাসধর্ম্মের কথোপকথন করিতে করিতে দিবসের ন্যায় পরম সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাত হইবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ কর্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার আলয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণও স্বজনগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথির উপদেশানুসারে সেই নাগরাজের আলয়ে গমন করিবার নিমিত্ত স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইয়া নৈমিষাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে বিচিত্র বন, তীর্থ ও সরোবর সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক এক মহর্ষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই নাগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে মহর্ষি তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্টচিত্তে সেই নাগের আলয়ে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নাগরাজ স্বীয় আবাসে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার ধর্ম্মবৎসলা পতিব্রতা পত্নী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা ও তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমাকে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

তখন সেই ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি যথোচিত সৎকার ও মধুরবাক্য প্রয়োগ দ্বারা আমার শ্রান্তি দূর করিয়াছ। এক্ষণে তোমার নিকট আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। মহাত্মা নাগরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্তই আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। তাঁহার দর্শন লাভ করিলেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়। তাঁহার দর্শন লাভের নিমিত্তই আজি আমি তোমাদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়াছি।

তখন নাগপত্নী কহিলেন, ভগবন্! আমার পতিকে এক বৎসরের মধ্যে একমাস সূর্য্যের রথবহন করিতে হয়। এক্ষণে তিনি সেই নিয়মানুসারে

আদিত্যের রথবহন করিতে গমন করিয়াছেন। আপনি পঞ্চদশ দিন এই স্থানে অবস্থান করুন, নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন। এই আমি আপনার নিকট আমার ভর্ত্তার বিদেশ গমনের কারণ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিবেন,আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

তখন ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পতিব্রতে! আমি নাগরাজের দর্শন লাভের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি, সুতরাং অবশ্যই আমাকে তাঁহার আগমন প্রতিক্ষা করিতে হইবে। আমি তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় এই গোমতীতীরে নিরাহারে অবস্থান করিব। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তুমি তাঁহার নিকট আমার আগমনের বিষয় কীর্ত্তন করিতে বিস্মৃত হইও না। ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে বারংবার এইরূপ কহিয়া গোমতীতীরে গমন পূর্ব্বক অনাহারে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই অতিথিপরায়ণ নাগরাজের ভার্য্যা, বন্ধুবান্ধব ও ভ্রাতৃগণ সেই ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি গোমতীতীরবর্ত্তী বিজন-প্রদেশে সমাসীন হইয়া নিরাহারে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণের যথোচিত পূজা করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ছয় দিন হইল এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি কিছুমাত্র আহার করিলেন না। আমরা গৃহস্থধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি, সুতরাং অতিথি-সৎকারই আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম। এক্ষণে যখন আপনি আমাদিগের অধিকারে অবস্থান করিতেছেন এবং যখন আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমাদিগের প্রদত্ত জলপান এবং ফল, মূল, পত্র বা অন্ন ভোজন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বনে অনাহারে অবস্থান করিয়া আমাদিগের আবাল বৃদ্ধ সমুদায় পরিবারকে অধর্ম্মে লিপ্ত করা আপনার কথনই উচিত নহে। আমাদিগের বংশে কেহ কখন ব্রহ্মহত্যা করে নাই; কাহারও সন্তান জন্মগ্রহণমাত্র মৃত্যু মুখে নিপতিত হয় নাই এবং দেবগণের পূজা, অতিথি ও বন্ধুবর্গের ভোজন না হইলে কেহ কখন অন্ন গ্রহণ করে নাই।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নাগগণ! আপনাদিগের প্রযত্নেই আমার

আহার করা হইয়াছে। নাগরাজের আগমন করিবার আর আট দিন অবশিষ্ট আছে, যদি আট দিন পরে সেই পন্নগরাজ আগমন না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আহার করিব। তাঁহার আগমনের নিমিত্তই আমি এই কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি। তোমরা অনুতাপ পরিত্যাগ করিয়া যথাস্থানে গমন কর। আমার এই ব্রতের বিঘ্ন করা তোমাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, নাগগণ তাঁহার অধ্যবসায় অবগত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া দুঃখিতমনে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর নিয়মিত কাল পরিপূর্ণ হইলে, পন্নগরাজ কৃতকার্য্য ও সূর্য্য কর্ত্তৃক সমনুজ্ঞাত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পত্নী তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদ প্রক্ষালনাদির নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। নাগরাজ পতিব্রতা পত্নীকে সমীপে সমুপস্থিত দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বে যেরূপ নিয়মে দেবতা ও অতিথিদিগকে পূজা করিতে আদেশ করিয়াছি, তুমি সেইরূপ করিয়াছ ত? আমি এখান হইতে গমন করিলে তুমি স্ত্রীবুদ্ধিনিবন্ধন কাতর হইয়া ধর্ম্মপ্রতিপালনে শৈথিল্য প্রকাশ পূর্ব্বক ত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হও নাই ত?

তখন নাগভার্য্যা কহিলেন, নাথ! গুরুশুশ্রূষা শিষ্যগণের, বেদাভ্যাস ব্রাহ্মণের, প্রভুবাক্য প্রতিপালন ভৃত্যের, প্রজাশাসন নরপতির, বিপন্ন ব্যক্তির পরিত্রাণ ক্ষত্রিয়ের, যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান ও অতিথিসেবা বৈশ্যের, দ্বিবর্ণ শুশ্রূষা শূদ্রের, সর্ব্বভূতহিতৈষিতা গৃহস্থের, পরিমিতাহার, যথানিয়মে ব্রতানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়সংযম সমুদায় বর্ণের, আমি কাহার, কোথা হইতেই বা উদ্ভূত হইলাম, আমার সহিতই বা কাহার সম্বন্ধ আছে, এইরূপ চিন্তা করা মোক্ষাশ্রমীর এবং পাতিব্রত্য স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে নাগেন্দ্র! আপনি স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া আমাকে যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হইয়াছি। অতএব কি নিমিত্ত আমি সৎপথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে পদার্পণ করিব। আমি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়ত দেবতাদিগের পূজা ও অতিথিসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছি। অদ্য পঞ্চদশ দিবস হইল এক ব্রাহ্মণ কোন কার্য্য উপ-

লক্ষে এস্থানে আগমন করিয়াছেন। তিনি কোন রূপেই আমার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি আপনার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় গোমতীতীরে কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। ঐ মহাত্মা গমনকালে আপনি গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র আপনাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে কহিয়া গিয়াছেন। আমিও তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়াছি। অতএব এক্ষণে অবিলম্বে গোমতীতীরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

নাগপত্নী এই কথা কহিলে নাগরাজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া কি স্থির করিয়াছ; তিনি কি মনুষ্য না কোন দেবতা, মনুষ্যাকার ধারণ পূর্ব্বক সমাগত হইয়াছেন। আমার বোধ হয় তিনি মনুষ্য নহেন। কারণ মনুষ্য কথনই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিয়া আমাকে আপনার নিকট গমন করিতে আজ্ঞা করিতে পারে না। দেবতা, অসুর ও দেবর্ষিদিগের অপেক্ষা নাগ সমুদায় মহাবলপরাক্রান্ত, সমধিক বরদ ও বন্দনীয়। মনুষ্যেরা কথনই আমাদিগের সন্দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

তথন নাগপত্নী কহিলেন, নাথ! আমি সেই ব্রাহ্মণের সরলতা দর্শনে অবগত হইয়াছি যে, তিনি কথনই দেবতা নহেন। তিনি আপনার একান্ত ভক্ত। তিনি কোন কার্য্য উপলক্ষে জলাভিলাষী চাতকের ন্যায় আপনার দর্শনাভিলাষে কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। জগদীশ্বর করুন যেন আপনার অদর্শননিবন্ধন তাঁহার কোন অমঙ্গল উপস্থিত না হয়। সদ্বংশজাত কোন ব্যক্তিই অতিথির প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন না। অতএব নৈসর্গিক রোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আজি যেন সেই ব্রাহ্মণের আশা উন্মূলিত করিয়া আপনাকে ক্লেশে নিপতিত হইতে না হয়। রাজা বা রাজপুত্র যদি আশাযুক্ত ব্যক্তিদিগের আশা পরিপূরণ পূর্ব্বক নেত্রজল পরিমার্জ্জন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। মৌন দ্বারা জ্ঞানলাভ, দান দ্বারা যশোলাভ এবং সত্যবাক্য দ্বারা বাগ্মীতা ও পরলোকে সম্মানলাভ হইয়া

থাকে। ভূমি দান করিলে, পুণ্যাশ্রমবাসীদিগের তুল্য সদ্গতি ও ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জন করিলে শুভফললাভ হয়। আত্মহিতকর ধর্ম্ম্যকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না।

নাগরাজ কহিলেন, প্রিয়ে! আমার জাতিনিবন্ধন কিছুমাত্র অভিমান নাই। অন্যান্য ভুজঙ্গমের ন্যায় আমি কখনই ক্রোধে অজ্ঞান হই না। আমার যে নৈসর্গিক অল্পমাত্র ক্রোধ ছিল, তাহাও এক্ষণে তোমার বচনানলে দগ্ধ হইয়াছে। ক্রোধের ন্যায় শত্রু আর কেহই নাই। দেখ ইন্দ্রের প্রতি-দ্বন্দ্বী প্রবলপ্রতাপশালী দশানন রোষপরবশ হইয়া রামচন্দ্রের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কার্ত্তবীর্য্য, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম অন্তঃ-পুরমধ্যস্থিত কামধেনু প্রত্যাহরণ করিয়াছেন শুনিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পুত্রগণের সহিত শমনসদনে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার বাক্য শ্রবণে শ্রেয়োনাশক তপস্যার প্রধান শত্রু ক্রোধকে এককালে পরিত্যাগ করিয়াছি। আজি তুমি আমার যৎপরোনাস্তি উপকার করিলে। এক্ষণে তোমার সদৃশ ভার্য্যা লাভ করিয়া আমি আপনাকে শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। অতঃপর আমি গোমতীতীরে সেই ব্রাহ্মণের নিকট চলিলাম। আমি অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিব, তিনি নিশ্চয়ই কৃত-কার্য্য হইয়া গমন করিতে সমর্থ হইবেন।

অনন্তর ভুজগরাজ, ব্রাহ্মণ কোন্ কার্য্যানুরোধে আগমন করিয়াছিলেন, মনে মনে ইহাই আন্দোলন করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানার্থ গোমতীতীরে যাত্রা করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে তথায় সমুপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্ব্বক মধুরবাক্যে কহিলেন, তপোধন! আপনি ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক আপনার এস্থানে আগমন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। আপনি এই নির্জ্জন গোমতীতীরে কাহার উপাসনা করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্! আমার নাম ধর্ম্মারণ্য। আমি কোন কার্য্যা-নুরোধে নাগরাজ পদ্মনাভের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে এই স্থানে উপ-স্থিত হইয়াছি। আমি তাঁহার আলয়ে শুনিলাম, তিনি সূর্য্যের নিকট গমন করিয়াছেন। এক্ষণে কৃষক যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ আমি

তাঁহার অপেক্ষা করিতেছি এবং যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহারই ক্লেশ ও অমঙ্গল নিবারণের নিমিত্ত বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তখন নাগরাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সচ্চরিত্র ও সজ্জনবৎসল। সেই নাগের প্রতি যথার্থই আপনার যথেষ্ট স্নেহ আছে। এক্ষণে আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, আমিই সেই নাগ। অতএব আপনি ইচ্ছানুরূপ আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। আমি পরিবারবর্গের মুখে আপনার গোমতীতীরে আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বয়ং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি বিশ্বস্তমনে আমাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করুন; আমি অবশ্যই তাহা সংসাধন করিব। আপনি যখন আপনার হিত পরিত্যাগ করিয়া আমার স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই আপনার গুণগ্রামে প্রীত হইলাম।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আমি আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়া আপনার দর্শনলাভ প্রত্যাশায় অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে আমি পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; সংসারে আমার তাদৃশ অনুরাগ বা বিরাগ নাই। আপনি শশাঙ্ককরসঙ্কাশ আত্মপ্রকাশিত যশঃসমূহ দ্বারা আপনাকে প্রখ্যাত করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সূর্য্যলোক গমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনাকে একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। আপনি অগ্রে সেই বিষয়ের উত্তর প্রদান করিলে পশ্চাৎ আমি যে নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি তাহা ব্যক্ত করিব।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্যের একচক্র রথ বহন করিতে গমন করিয়া থাকেন। যদি তথায় কোন অদ্ভুত বস্তু আপনার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

নাগ কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ ভাস্কর বিবিধ অদ্ভূত পদার্থের আস্পদ। তাঁহা হইতে ভূত সমুদায় নির্গত হইয়াছে। তাঁহা হইতে সমারণ নিঃসৃত হইয়া তাঁহারই রশ্মি আশ্রয়পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে সঞ্চরণ করিতেছেন। সূর্য্য-

দেব সেই সমীরণকে পুরোবাতাদিরূপে পরিণত করিয়া প্রজাগণের হিতসাধ-নের নিমিত্ত বর্ষাকালে জলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিহঙ্গমগণ যেমন বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়া বাস করে, সেইরূপ উহাঁর রশ্মিজালে দেবগণ ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ বাস করিতেছেন। পরমাত্মা উহাঁর মণ্ডলমধ্যে তেজঃপুঞ্জে প্রদীপ্ত হইয়া লোক সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। উহাঁর শুক্র নামে কৃষ্ণবর্ণ একটী রশ্মি আছে। ঐ রশ্মি জলদরূপে নভোমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়া বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। দিবাকর বর্ষাকালে পৃথিবীতে যে জল বর্ষণ করেন, আট মাস কিরণজাল দ্বারা পুনরায় তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি বীজ উৎপাদন ও পৃথিবী প্রতিপালন করিতেছেন। অনাদি-নিধন স্বয়ং নারায়ণ তাহাতে বাস করিয়া রহিয়াছেন। আমি নির্ম্মল নভো-মণ্ডলে সূর্য্যের সন্নিহিত থাকিয়া এই সমুদায় অপেক্ষা আর একটী যে অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাও শ্রবণ করুন। একদা মধ্যাহ্নকালে দিবা-কর কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক লোক সকলকে সন্তপ্ত করিতেছেন; এমন সময় আদিত্যের ন্যায় এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর পুরুষ আমাদের দৃষ্টিপথে নিপ-তিত হইলেন। ঐ পুরুষ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোক সকলকে উদ্ভাসনপূর্ব্বক গগনতল বিদীর্ণ করিয়াই যেন সূর্য্যাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পুরুষ উপস্থিত হইবামাত্র সূর্য্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত হস্তদ্বয় প্রসারিত করিলে তিনিও দিনকরের সম্মান রক্ষার্থ স্বীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। তৎপরে তিনি গগনতল ভেদ করিয়া সূর্য্যের রশ্মি-মণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সূর্য্যের সহিত তাঁহার আর কিছুমাত্র বিভিন্নতা লক্ষিত হইল না। ঐ সময় ঐ উভয়ের মধ্যে কে সূর্য্য তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। অনন্তর আমরা সূর্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ভগবন্! এই যে পুরুষ নভোমণ্ডলে আগমন করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন ইনি কে?

আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সূর্য্য কহিলেন, তোমরা এই যে তেজঃপুঞ্জ কলেবর পুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছ, ইনি দেবতা, অগ্নি, সর্প বা অসুর নহেন। ইনি একজন উঞ্ছবৃত্তিব্রতসিদ্ধ মহর্ষি। ইনি উঞ্ছবৃত্তি অব-

লম্বনপূর্ব্বক ফল, মূল, শীর্ণপত্র ও বায়ুভক্ষণ এবং সলিলপান, উঞ্ছবৃত্তিব্রতধারণ, স্বর্গফল কামনা ও সংহিতাপাঠ দ্বারা মহাদেবের প্রীতিসম্পাদন করিয়া স্বর্গ-লাভ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ অতি নিরীহ ও সর্ব্বভূতের হিতাভিলাষী। যাহাঁরা সদ্গতিলাভ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে আগমন করেন, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও পন্নগমধ্যে কেহই তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন না।

হে ব্রহ্মন্! আমি সূর্য্যের নিকট অবস্থান করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অদ্যাপি সূর্য্যের সহিত সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি যাহা কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য, সন্দেহ নাই। আপনার অর্থযুক্ত বাক্যশ্রবণে সৎপথ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। আমি যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। আপনি ভৃত্যপ্রেরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে আমার তত্ত্ব করিবেন।

নাগ কহিলেন, ভগবন্! স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি যে নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করুন। আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হইলেই আপনি আমাকে সম্ভাষণ করিয়া গমন করিবেন। এক্ষণে আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট পথিকের ন্যায় উদাসীনভাবে কেবল আমাকে দর্শন করিয়াই গমন করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমার প্রতি আপনার যেরূপ ভক্তি, আপনার প্রতিও আমার তদ্রূপ ভক্তি আছে, সন্দেহ নাই। যখন আমার সহিত আপনার মিত্রতা জন্মিয়াছে, তখন আমার ভবনে অবস্থান করিতে আপনার আশঙ্কা কি? আপনাতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। আমার সমুদায় পরিবারই আপনার অধিকৃত।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা অযথার্থ নহে। দেবগণ আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। যখন কি আপনি, কি আমি, কি অন্যান্য প্রাণিগণ সকলকেই একমাত্র পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, তখন আপনাতে ও আমাতে যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তাহার আর সন্দেহ কি?

যাহা হউক, পূর্ব্বে আমি পুণ্যসঞ্চয়ের উপায় স্থির করিতে অসমর্থ ছিলাম, আপনার প্রসাদে তদ্বিষয়ে সমর্থ হইয়াছি; এক্ষণে আপনি পরমসুখে কালযাপন করুন, আমি চলিলাম। অতঃপর আমি পরমার্থ লাভের প্রধান সাধন উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিব, সন্দেহ নাই।

এই রূপে সেই ব্রাহ্মণ নাগরাজকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দীক্ষালাভের অভিলাষে ভৃগুনন্দন চ্যবনের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। মহাত্মা চ্যবন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তি ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া সংযম ও নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

বভ্রুবাহন।

মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধুদেশীয় বীরগণকে পরাজয়পূর্ব্বক পুনরায় গাণ্ডীবহস্তে সেই কামচারী অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া মৃগের অনুগামী পিনাক-পাণি দেবদেব মহাদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ তুরঙ্গম স্বেচ্ছানুসারে নানাস্থান বিচরণ করিতে করিতে মণিপুরে সমুপস্থিত হইল; মহাবীর অর্জ্জুনও তাহার সহিত ঐ স্থানে গমন করিলেন।

মহাত্মা ধনঞ্জয় মণিপুরে সমুপস্থিত হইলে তাঁহার পুত্র মহারাজ বভ্রুবাহন তাঁহার আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করিয়া বিনীত-ভাবে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী মহাবীর ধনঞ্জয় পুত্রকে বিনীতভাবে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার কিছুমাত্র সমাদর করিলেন না; প্রত্যুত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এরূপ বিনীত ভাব আশ্রয় করা তোমার কখন কর্ত্তব্য নহে। যখন

আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ কামনায় তোমার অধিকারমধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, তখন তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিবে না? তোমার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তোমাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবহিষ্কৃত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে; তোমাকে ধিক্! যখন তুমি আমাকে যুদ্ধার্থ সমাগত জানিয়াও বিনীতভাবে আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তখন তোমার জীবিত থাকা বিড়ম্বনামাত্র। তোমাতে কিছুমাত্র পুরুষকার নাই। তুমি স্ত্রীজাতির ন্যায় নিতান্ত অসার। যদি আমি অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া তোমার অধিকারমধ্যে সমুপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে আমার নিকট এইরূপ বিনীত-ভাবে আগমন করা তোমার পক্ষে দোষাবহ হইত না।

মহাবীর অর্জ্জুন বভ্রুবাহনকে এইরূপ তিরস্কার করিলে তিনি অধোমুখ হইয়া কর্ত্তব্যবিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে নাগকন্যা উলূপী ঐ বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া পৃথিবী বিদারণপূর্ব্বক আগমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সপত্নী-পুত্র অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বারম্বার তিরস্কৃত হইয়া অধোমুখে চিন্তা করিতেছেন। তখন নাগনন্দিনী সপত্নীপুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া অচিরাৎ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমার বিমাতা উলূপী; তোমাকে এই সময়ের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার বাক্য শ্রবণ ও তদনু-রূপ কার্য্যানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরম ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। তোমার পিতা যখন যুদ্ধার্থী হইয়া তোমার অধিকারমধ্যে সমুপস্থিত হইয়া-ছেন, তখন উঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে উনি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই।

উলূপী এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহাবীর বভ্রুবাহন তাঁহার বাক্যে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং অচিরাৎ কাঞ্চনময় বর্ম্ম ও সমু-জ্জ্বল শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া অসংখ্য তূণীরসম্পন্ন, স্বর্ণালঙ্কারভূষিত, দ্রুতগামি-অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত, হিরণ্ময়সিংহধ্বজপরিশোভিত বিচিত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক পিতার অভিমুখে ধাবমান হইয়া অশ্বশিক্ষাবিশারদ অনুচরদিগকে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ধারণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। অনুচরগণ তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র

সেই তুরঙ্গমকে ধারণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় প্রীত মনে সেই রথারূঢ় পুত্রের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর বভ্রুবাহনও আশীবিষতুল্য নিশিত শরনিকর দ্বারা অর্জ্জুনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই পিতাপুত্রের সংগ্রাম দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় তুমুল হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর বভ্রুবাহন হাস্যমুখে মহাত্মা কিরীটীর জত্রুদেশ লক্ষ্য করিয়া এক আনতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাণ অর্জ্জুনের জত্রুদেশ বিদীর্ণ করিয়া, পন্নগ যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ পাতাল তলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও মৃতকল্প হইয়া গাণ্ডীব শরাসন অবলম্বন ও দিব্যতেজ ধারণ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া স্বীয় পুত্র বভ্রুবাহনকে বারম্বার সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আজি আমি তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম দর্শন করিয়া তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি বাণনিক্ষেপ করিতেছি, তুমি স্থিরভাবে আমার সহিত সংগ্রামকর। এই বলিয়া ধনঞ্জয় বভ্রুবাহনের প্রতি অসংখ্য নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বভ্রুবাহনও অচিরাৎ ভল্লাস্ত্র দ্বারা সেই গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত বজ্রতুল্য নারাচনিকর দুই তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় ঈষৎ হাস্য করিয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা বভ্রুবাহনের সুবর্ণময় তালতরু সদৃশ ধ্বজযষ্টি ছেদন করিয়া বৃহৎকায় অশ্বগণের প্রাণ সংহার করিলেন।

এই রূপে রথ ধ্বজশূন্য ও অশ্ববিহীন হইলে মহাবীর বভ্রুবাহন অচিরাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূতলে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয়ও পুত্রেরসেই অসাধারণ পরাক্রম দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহাবল পরাক্রান্ত বভ্রুবাহন পিতাকে সংগ্রামে বিমুখ বোধ করিয়া আশীবিষ তুল্য শরনিকর দ্বারা তাহাঁকে নিপীড়ন পূর্ব্বক বালসুলভ চপলতা নিবন্ধন তাঁহার হৃদয়ে এক সুপুঙ্খ নিশিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাণে মর্ম্মভেদ

হওয়াতে মহাত্মা ধনঞ্জয় মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা বভ্রুবাহন ইতিপূর্ব্বে বহুপরিশ্রমসহকারে যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন। এক্ষণে অর্জ্জুনকে নিহত দর্শন করিবামাত্র তিনিও মোহাবিষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় ও বভ্রুবাহন সমরাঙ্গণে নিপতিত হইলে বভ্রুবাহনের জননী চিত্রাঙ্গদা তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে সমরভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইলে তিনি সম্মুখে নাগরাজদুহিতা উলূপীকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, উলূপি! ঐ দেখ সমরবিজয়ী মহাবীর ধনঞ্জয় আমার পুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তুমিই ঐ মহাবীরের নিধনের মূলীভূত কারণ। তুমি পরামর্শ না দিলে আমার পুত্র কখনই ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত না। এই ত তুমি পতিব্রতা! এই তোমার ধর্ম্মজ্ঞান! আজি তোমার নিমিত্তই তোমার স্বামী নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন! যাহা হউক, যদি ধনঞ্জয় তোমার নিকট অশেষ অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন, তথাপি আমি বিনয় বাক্যে কহিতেছি, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আজি উহাঁর জীবন প্রদান কর। হায়! পুত্র দ্বারা পতির বিনাশ সাধন করিয়া তোমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না! এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তুমি ত্রিলোকমধ্যে ধার্ম্মিকা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ! সমরনিহত পুত্রের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না, কিন্তু তুমি ঐ পুত্র দ্বারা যাঁহাকে আজি সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিয়াছ, আমি কেবল তাঁহারই নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি।

শোকার্ত্তা চিত্রাঙ্গদা উলূপীকে এই কথা কহিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! তুমি কৌরবনাথ যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত প্রিয়। এক্ষণে অচিরাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণে প্রবৃত্ত হও। এ সময়ে নিশ্চিন্ত হইয়া ধরাশয্যায় শয়ান থাকা তোমার উচিত নহে। আমি তোমার যজ্ঞীয় অশ্বকে ত মুক্ত করিয়া দিয়াছি।

আমার জীবন তোমারই অধীন। তুমি কত শত লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছ; এক্ষণে কি নিমিত্ত স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিলে?

যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনরায় উলূপীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! ঐ দেখ, আমাদিগের পতি ধরাশয্যায় নিপতিত রহিয়াছেন। তুমি পুত্র দ্বারা উহাঁর বিনাশসাধন করিয়াও অনুতাপ করিতেছ না। আমি এই বালক বভ্রুবাহনের জীবন প্রার্থনা করিতেছি না; কেবল লোহিতলোচন ধনঞ্জয় পুনরুজ্জীবিত হউন, এই আমার প্রার্থনা। উনি বহুসংখ্যক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তুমি উহাঁর প্রতি অনাদর করিও না। বহু ভার্য্যা পরিগ্রহ করা পুরুষদিগের দোষাবহ নহে। বিধাতাই পরিণয়কার্য্যের সংঘটন কর্ত্তা। তাঁহার নিয়মানুসারেই ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার পরিণয় হইয়াছে। এক্ষণে তুমি সেই পরিণয় সার্থক কর। আজি যদি তুমি এই পতিকে পুনরুজ্জীবিত না কর, তাহা হইলে আমি তোমার সমক্ষে এই স্থানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিব। শোকবিহ্বলা চিত্রাঙ্গদা উলূপীকে এই কথা কহিয়া বহুতর বিলাপ করিবার পর স্বামীর চরণ গ্রহণপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবার মানসে মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় নরপতি বভ্রুবাহনের মোহ অপনীত হইলে তিনি অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বীয় জননীকে সমরভূমিতে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! আজি আমি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সমরবিজয়ী পিতাকে নিহত করিয়া কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি। এই বীরপুরুষ সমরাঙ্গনে শয়ান হওয়াতে আমার জননী ইহাঁর সহমৃতা হইবার মানসে ইহাঁর সমীপে শয়ন করিয়াছেন। আজি যখন এই বিপুলবক্ষা মহাবাহু ধনঞ্জয়কে সমরে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া আমার জননীর বক্ষঃস্থল শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই উহা পাষাণময়। যখন এখনও আমার ও আমার মাতার প্রাণ বিয়োগ হইল না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মৃত্যুকাল উপস্থিত না হইলে কেহই প্রাণত্যাগ করিতে পারে না। আমি যখন পুত্র হইয়া স্বহস্তে পিতার বিনাশসাধন করিলাম, তখন আমাকে ধিক্! হায়! আজি কুরুবীর ধনঞ্জয়ের

কাঞ্চনময় কবচ ভূতলে নিপতিত হইল। হে ব্রাহ্মণগণ! ঐ দেখুন, আমার পিতা অর্জ্জুন আজি মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মণ শান্তিকার্য্যের নিমিত্ত পিতার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাঁর কি শান্তি করিলেন! যাহা হউক, এক্ষণে এই নৃশংস পিতৃঘাতক দুরাত্মাকে আজি কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ব্রাহ্মণগণ শীঘ্র তাহা আদেশ করুন। অথবা এক্ষণে এই মৃত পিতার চর্ম্মে সংবীত হইয়া ইহাঁর মস্তক গ্রহণপূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর পরিভ্রমণ ভিন্ন আমার আর কিছুই প্রায়শ্চিত্ত নাই। হে নাগনন্দিনী উলূপি! আজি আমি অর্জ্জুনকে সমরে নিহত করিয়া তোমার নিতান্ত প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছি। এক্ষণে আমি আর প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। অচিরাৎ পিতৃনিষেবিত পদবীতে পদার্পণ করিব। তুমি আমাকে গাণ্ডীবধন্বার সহিত কলেবর পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া পরম আহ্লাদ অনুভব কর।

মহারাজ! বভ্রুবাহন এইরূপ অনুতাপ করিয়া দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া কহিলেন,হে চরাচর ভূতগণ! হে ভুজগনন্দিনি! তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি যে,যদি আমার পিতা ধনঞ্জয় পুনরুজ্জীবিত না হন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আজি এই সমরভূমিতে স্বীয় কলেবর শোষণ করিব। আমি পিতৃঘাতক; আমার নিষ্কৃতি কুত্রাপি নাই। আমাকে নিশ্চয়ই এই পিতৃবধনিবন্ধন ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। এক জন সামান্য ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করিলে এক শত গোদান দ্বারা ঐ পাপ হইতে কথঞ্চিত মুক্তিলাভ করা যায়; কিন্তু পিতাকে বিনাশ করিলে কিছুতেই ঐ পাপ হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। যখন আমি অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, পরম ধার্ম্মিক পিতা ধনঞ্জয়কে নিহত করিয়াছি, তখন কখনই আমার নিষ্কৃতি লাভ হইবে না।

মহাত্মা বভ্রুবাহন এই কথা কহিয়া পিতৃ-শোকে একান্ত কাতর হইয়া আচমন পূর্ব্বক মাতার সহিত প্রায়োপবেশন করিলেন। তখন নাগরাজকন্যা উলূপী তাঁহাকে নিতান্ত কাতর ও প্রায়োপবিষ্ট দেখিয়া নাগলোকস্থিত সঞ্জীবন মণি চিন্তা করিলেন। উলূপী চিন্তা করিবামাত্র ঐ মণি তথায় উপস্থিত হইল।

তখন নাগনন্দিনী উহা গ্রহণ পূর্ব্বক সৈনিকদিগের সমক্ষে বভ্রুবাহনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান কর। অর্জ্জুনকে পরাজয় করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ইন্দ্রাদি দেবতারাও উহাঁকে পরাজয় করিতে পারেন না। তোমার পিতার প্রিয় সাধনার্থ আমিই এই মায়া বিস্তার করিয়াছি। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় রণস্থলে তোমার পরাক্রম অবগত হইবার নিমিত্তই এস্থানে আগমন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত আমি তোমাকে যুদ্ধার্থ অনুরোধ করিয়াছিলাম। বৎস! তুমি এই বিষয়ে অণুমাত্র পাপের আশঙ্কা করিও না। মহাত্মা ধনঞ্জয় শাশ্বত পুরাতন ঋষি। রণস্থলে ইন্দ্রও উহাঁকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। আমি এই দিব্যমণি সমানীত করিয়াছি। এই মণি প্রভাবে মৃত পন্নগেন্দ্রগণ পুনরুজ্জীবিত হইয়া থাকেন। তুমি এই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক তোমার পিতার বক্ষঃস্থলে স্থাপন কর; তাহা হইলেই উহাঁকে পুনরুজ্জীবিত দর্শন করিবে।

উলূপী এই কথা কহিলে, অমিতপরাক্রম মহারাজ বভ্রুবাহন মহা আহ্লাদে ধনঞ্জয়ের বক্ষঃস্থলে সেই দিব্যমণি সংস্থাপিত করিলেন। মণি বিন্যস্ত হইবামাত্র মহাবীর অর্জ্জুন পুনরুজ্জীবিত হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নয়নদ্বয় পরিমার্জ্জিত করিতে করিতে সমুত্থিত হইলেন। তখন মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতাকে উত্থিত অবলোকন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া অভিবাদন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘগম্ভীরনিস্বন দুন্দুভি সকল তাড়িত না হইয়াও শব্দায়মান হইয়া উঠিল এবং সাধুবাদশব্দে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল।

তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর শোককৃশা চিত্রাঙ্গদা এবং পন্নগনন্দিনী উলূপী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র বভ্রুবাহনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আজি আমি সমরভূমিস্থ সমুদায় লোককে হর্ষ, শোক ও বিস্ময়ান্বিত দেখিতেছি কেন? আর তোমার জননী চিত্রাঙ্গদা ও নাগেন্দ্রনন্দিনী উলূপীই বা কি নিমিত্ত এই সমরভূমিতে সমাগত হইয়াছেন। আমি এইমাত্র অবগত আছি যে, তুমি আমার আদেশানুসারে

এই স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কিন্তু কামিনীগণের এস্থলে আগমন করিবার প্রয়োজন কি? ইহা আমি অবগত নহি। অতএব তুমি আমার নিকট উহার কারণ ব্যক্ত করিয়া বল। মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা বভ্রুবাহন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি জননী উলূপীকে এই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করুন।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নাগকন্যা উলূপীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি কি নিমিত্ত এই সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়াছ, আর বভ্রুবাহন-জননী চিত্রাঙ্গদাই বা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তুমি কি আমার অথবা বৎস বভ্রু-বাহনের মঙ্গল কামনায় এই স্থানে আগমন করিয়াছ? আমি বা আমার পুত্র বভ্রুবাহন আমরা কেহ ত অজ্ঞানবশতঃ তোমার কোন অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই? তোমার সপত্নী রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদা কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছেন?

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে নাগেন্দ্রদুহিতা উলূপী হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আপনি আমার কোন অপরাধেই অপরাধী নহেন এবং বৎস বভ্রুবাহন ও উহার জননী চিত্রাঙ্গদাও আমার কোন অপরাধ করেন নাই। প্রিয়সখী চিত্রাঙ্গদা সর্ব্বদা আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমি প্রণিপাতপূর্ব্বক আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার পরামর্শানুসারে বভ্রুবাহন আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাকে পরাজিত করিয়াছিল বলিয়া আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমি আপনার হিতসাধনার্থই বভ্রুবাহনকে সমরে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। আপনি ভারতযুদ্ধে অধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক মহাত্মা ভীষ্মকে নিপীড়িত করিয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে বভ্রুবাহনের হস্তে পরাজয় হওয়াতে আপনার সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হইল। আপনি শিখণ্ডীর সহিত সমবেত হইয়া মহাত্মা শান্তনুতনয়কে সংহার-পূর্ব্বক মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; যদি ঐ পাপের শান্তি না হইতে হইতেই আপনার প্রাণবিয়োগ হইত, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই নিরয়গামী হই-

তেন। এক্ষণে আপনি পুত্রের নিকট পরাজিত হওয়াতে আপনার সেই পাপ বিনষ্ট হইল। অতঃপর আর আপনাকে নরকগামী হইতে হইবে না। পূর্ব্বে ভগবতী ভাগীরথী ও বসুগণ আপনার পাপশান্তির এই উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

শান্তনুতনয় মহাত্মা ভীষ্ম সংগ্রামশায়ী হইলে সমুদায় দেবতা ও বসুগণ গঙ্গাতীরে গমন ও স্নান করিয়া ভাগীরথীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! মহাত্মা ভীষ্ম যুদ্ধে বিরত হইলে সব্যসাচী অর্জ্জুন অন্য ব্যক্তিকে সহায় করিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়াছে। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, আজি আমরা উঁহাকে শাপ প্রদান করি। বসুগণ এই কথা কহিলে ভাগীরথী তৎক্ষণাৎ তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। ঐ সময়ে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম; বসুগণ আপনাকে শাপ প্রদান করিতেছেন দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে পিতৃভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতার নিকট ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। পিতা আমার মুখে ঐ সংবাদ শ্রবণমাত্র নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া বসুদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক বারংবার আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন বসুগণ ভাগীরথীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক আমার পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাগরাজ! অর্জ্জুনের পুত্র মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহন উহাঁকে সংগ্রামস্থলে শরনিকরে নিপাতিত করিলেই তাঁহার শাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে। এক্ষণে তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। বসুগণ এই কথা কহিলে আমার পিতা তাঁহাদিগের এই বাক্যশ্রবণে প্রীত হইয়া স্বীয় ভবনে আগমনপূর্ব্বক আমার নিকট উহা ব্যক্ত করিলেন। আমি সেই নিমিত্তই এক্ষণে বভ্রুবাহনকে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া আপনাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিলাম, বোধ হয় এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। আপনি ঐ শাপ হইতে বিমুক্ত না হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে নরকভোগ করিতে হইত। এক্ষণে আপনি বভ্রুবাহনের নিকট পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইবেন না। দেবরাজ ইন্দ্রও আপনাকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। পুত্র আত্মস্বরূপ, এই নিমিত্ত আপনি পুত্রের নিকট পরাজিত হইলেন।

নাগনন্দিনী উলূপী এই কথা কহিলে, মহাত্মা ধনঞ্জয় প্রীত মনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমার মহোপকার করিয়াছ। এই বলিয়া তিনি উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার সমক্ষে মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! মহাত্মা যুধিষ্ঠির আগামী চৈত্রী পূর্ণিমাতে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন। ঐ দিবস তুমি তোমার মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপীকে লইয়া অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে হস্তিনায় গমন করিও।

তখন মহাত্মা বভ্রুবাহন অশ্রুপূর্ণনয়নে অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞে সমুপস্থিত হইয়া দ্বিজাতিগণের পরিবেশনকার্য্যে নিযুক্ত হইব। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার মাতা ও বিমাতার সহিত আপনার এই মণিপুরের ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক আজিকার রাত্রি অতিবাহিত করুন। কল্য প্রাতে অশ্বের অনুসরণ করিবেন।

মহাত্মা বভ্রুবাহন এই কথা কহিলে মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমাকে যেরূপ নিয়ম পালন করিতে হইতেছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। আমার এই যজ্ঞীয় অশ্ব ইচ্ছানুসারে নানাস্থান বিচরণ করিতেছে। এ যে স্থলে গমন করিবে, আমাকে সেই স্থানেই গমন করিতে হইবে; সুতরাং আজি আমি কোনক্রমেই তোমার পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না। এক্ষণে তোমার মঙ্গল লাভ হউক; আমি চলিলাম। মহাত্মা ধনঞ্জয় পুত্রকে এই কথা কহিয়া তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রিয়তমা উলূপী ও চিত্রাঙ্গদাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে মণিপুরাধিপতি মহারাজ বভ্রুবাহন মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপীর সহিত হস্তিনায় সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য বৃদ্ধকৌরব ও অন্যান্য ভূপতিদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতামহী কুন্তীর ভবনে প্রবেশ করিয়া বিনয় পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তাঁহার জননী চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা

উলূপী উভয়ে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কৌরবকামিনীগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এবং দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও যদুবীরদিগের বনিতাগণ তাঁহাদিগকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিলেন এবং মনস্বিনী কুন্তী অর্জ্জুনের প্রীতিসাধনার্থ তাঁহাদিগের যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট শয্যা ও আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী এইরূপে শ্বশ্রূকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতামহী কুন্তীর গৃহ হইতে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণের নিকট গমন ও তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ স্নেহভাবে প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক যথেষ্ট সম্মান করিয়া প্রভূত অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবীর বভ্রুবাহন প্রদ্যুম্নের ন্যায় বিনীতভাবে মহাত্মা বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এক হেমখচিত দিব্যাশ্বযুক্ত উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিলেন।

অশ্বমেধ-পর্ব্বাধ্যায়।

মহাপ্রস্থান।

ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের মুখে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের বিনাশ ও কৃষ্ণের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বয়ং মহাপ্রস্থান করিবার মানসে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! কালই প্রাণিগণের কার্য্যসমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকে। কালপ্রভাবেই মনুষ্যের বিনাশ হয়। আমি অচিরাৎ সেই কালের অপরিহার্য্য কবলে নিপতিত হইব বলিয়া স্থির করিয়াছি। এক্ষণে তোমার

যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিবামাত্র অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার বাক্যে অনুমোদন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমিও অচিরাৎ মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইতে বাসনা করি। তখন ভীমসেন, নকুল ও সহদেব অর্জ্জু-নের অভিপ্রায় অবগত হইয়া "আমরাও অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিব" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এই রূপে সকলে প্রাণপরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুর প্রতি রাজ্যপালনের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক সুভদ্রাকে কহিলেন, ভদ্রে! তোমার এই পৌত্র অভিমন্যুতনয় কৌরবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। আর আমি পূর্ব্বেই বাসুদেবের পৌত্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য প্রদান করিয়াছি। অতঃপর এই অভিমন্যুতনয় হস্তিনায় অবস্থান পূর্ব্বক আমাদের রাজ্য এবং বজ্র ইন্দ্র-প্রস্থে অবস্থান পূর্ব্বক হতাবশিষ্ট যাদবগণকে প্রতিপালন করিবেন। তুমি এই বালকদ্বয়ের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া উহাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিবে। যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ধীমান্ বাসুদেব, মাতুল বসু-দেব ও বলদেব প্রভৃতি অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে জলাঞ্জলি প্রদান ও তাঁহা-দের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বাসুদেবের উদ্দেশে মহর্ষি বেদব্যাস, নারদ, মার্কণ্ডেয় ও যাজ্ঞবল্ক্যকে সুস্বাদু দ্রব্যসকল ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে রত্ন, পরিধেয় বস্ত্র, গ্রাম, অশ্ব, রথ ও দাসীসমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি কুলগুরু কৃপাচার্য্যকে অর্চ্চনা করিয়া পরীক্ষিতকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যত্নসহকারে এই অভিমন্যুতনয়কে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইবেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ প্রকৃতিমণ্ডলকে সমানীত করিয়া তাহাদিগের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তাহারা একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। প্রজাগণ এই রূপে বারংবার অনুনয় করিলেও কালতত্ত্বজ্ঞ রাজা যুধি-ষ্ঠির তাহাদিগের বাক্যে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে তাহাদিগকে সমুচিত সম্মান করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া দিব্য আভরণ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বল্কল পরিগ্রহ করিলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন,

অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও মনস্বিনী দ্রৌপদীও তাঁহার ন্যায় বেশধারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ তৎকালোচিত যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক সলিলে অনল নিক্ষেপ করিয়া পত্নীর সহিত বনগমনার্থ বহির্গত হইলেন। কৌরবকামিনীগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদিগকে বনপ্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় এক কুক্কুর তাঁহাদিগের অনুগামী হইল। পুরবাসী ও নগরবাসী লোকসমুদায় বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিল, কিন্তু "মহারাজ! প্রতিনিবৃত্ত হউন" এ কথা কাহার মুখ হইতে বহির্গত হইল না। পরিশেষে তাহারা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা যুযুৎসুর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভুজগনন্দিনী উলূপী জাহ্নবীজলে প্রবিষ্ট হইলেন। চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে প্রস্থান করিলেন এবং অবশিষ্ট পাণ্ডবপত্নীগণ পরীক্ষিতের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পাণ্ডবগণ যশস্বিনী দ্রৌপদীর সহিত উপবাস করিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সর্ব্বাগ্রে, তৎপশ্চাৎ মহাবীর ভীমসেন, তৎপশ্চাৎ মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন, তৎপশ্চাৎ যমজ নকুল ও সহদেব এবং তৎপশ্চাৎ যশস্বিনী দ্রৌপদী গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হস্তিনা হইতে বহির্গমনকালে যে কুক্কুর তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়াছিল, সে তাঁহাদের সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেশ, নদী ও সাগরসমুদায় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের কূলে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় একাল পর্য্যন্ত রত্নলোভনিবন্ধন গাণ্ডীবধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় পরিত্যাগ করেন নাই। পাণ্ডবগণ ঐ সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হইবামাত্র ভগবান্ হুতাশন অর্জ্জুনকে সেই শরাসন পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্ত পুরুষবিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহাদের পথরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, পাণ্ডবগণ! আমি অগ্নি; আমি পূর্ব্বে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেবের পরাক্রমপ্রভাবে খাণ্ডববন দগ্ধ

করিয়াছিলাম। ভগবান্ হৃষীকেশের নিকট যে চক্র ছিল, তিনি এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন; অবতারভেদে পুনরায় ঐ চক্র তাঁহার হস্তগত হইবে। এক্ষণে অর্জ্জুনও গাণ্ডীবধনু পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করুন। এখন ঐ শরাসনে উহাঁর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে উহাঁর নিমিত্ত বরুণের নিকট হইতে ঐ শরাসন আহরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে উনি উহা বরুণকে প্রত্যর্পণ করুন। হুতাসন এই কথা কহিলে, যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই অর্জ্জুনকে গাণ্ডীবধনু পরিত্যাগ করিতে কহিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সেই গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় অচিরাৎ সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন শরাসন ও তূণীর নিক্ষেপ করিবামাত্র ভগবান্ হুতাশন সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তরতীর দিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত ও পুনরায় পশ্চিমাভিমুখী হইয়া সমুদ্র জলপ্লাবিত দ্বারকাপুরী সন্দর্শন পূর্ব্বক পৃথিবী প্রদক্ষিণবাসনায় তথা হইতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ পত্নীর সহিত উপবাসনিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে গমন করিতে করিতে হিমালয় গিরি দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে বালুকাময় সমুদ্র ও সুমেরু পর্ব্বত তাঁহাদিগের নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন তাঁহারা হিমালয় অতিক্রম করিবার মানসে দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী নিতান্ত পরিশ্রমনিবন্ধন যোগভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখেই ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! রাজপুত্রী দ্রৌপদী ত কখন কোন অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই; তবে কি নিমিত্ত উনি ভূতলে নিপতিত হইলেন?

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! দ্রৌপদী আমাদের সকলের অপেক্ষা অর্জ্জুনের প্রতি সমধিক পক্ষপাত করিতেন, এই নিমিত্ত আজি উহাঁকে তাহার ফলভোগ করিতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর প্রতি নেত্রপাত না করিয়া সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা সহ-

দেবের সেই স্থান হইতে ধরাতলে পতন হইল। মহাবীর ভীমসেন সহদেবকে নিপতিত হইতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেব অহঙ্কারবিহীন এবং আমাদিগের শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত ছিল, তবে আজি কিনিমিত্ত উহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! সহদেব আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিত, সেই পাপে আজি উহাকে ভূমিতলে নিপতিত হইতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সহদেবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যমনে অন্যান্য ভ্রাতৃগণ এবং সেই কুক্কুরের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা নকুল, দ্রৌপদী ও কনিষ্ঠ সহোদর সহদেবের পতননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত ও যোগভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! নকুল পরম ধার্ম্মিক, অলৌকিকরূপসম্পন্ন ও আমাদের আজ্ঞাবহ হইয়া আজি কি পাপে ভূতলে নিপতিত হইল?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! ধর্ম্মপরায়ণ নকুল ইহলোকে আমার তুল্য রূপবান্ আর কেহই নাই এবং আমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিত,এই নিমিত্ত আজি উহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল। তুমি আর উহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আমার সহিত আগমন কর। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ নকুলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত মহাবীর অর্জ্জুন দ্রৌপদী, সহদেব ও নকুলের পতননিবন্ধন নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিমনায়মান হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন পুনরায় ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে নাই, তবে এক্ষণে কি পাপে উহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! অর্জ্জুন শৌর্য্যাভিমানী হইয়া আমি এক

দিনেই সমুদায় শত্রু সংহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; কিন্তু উহা প্রতিপালন করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ঐ মহাবীর বলদর্প নিবন্ধন সমুদায় ধনুর্দ্ধরকে অবজ্ঞা করিত, এই নিমিত্ত আজি উহাকে ভূমিতলে নিপতিত হইতে হইল।

ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সমাহিতচিত্তে ভীম ও সেই কুক্কুরের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর বৃকোদর অচিরাৎ ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তিনি ভূতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার নিতান্ত প্রিয়পাত্র, আজি কোন্ পাপে আমায় ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?

তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি অন্যকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং অপরিমিত ভোজন ও আপনাকে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে, এই নিমিত্ত তোমাকে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ ভীমেরও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেবল সেই কুক্কুর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র রথশব্দে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ কর। তখন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের পতননিবন্ধন শোকাকুল হইয়া, দেবরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! সুখসংবর্দ্ধিতা সুকুমারী পাঞ্চালী ও আমার পরম প্রিয় ভ্রাতৃগণ ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে, উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত উহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অনুজ্ঞা করুন।

ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! দ্রৌপদী ও তোমার ভ্রাতৃচতুষ্টয় মানব দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার অগ্রেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের

নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি এই নরদেহেই স্বর্গারূঢ় হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

সুররাজ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে, ধর্ম্মরাজ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! এই কুক্কুর আমার একান্ত ভক্ত, এ বহুদিন আমার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাকে আমার সহিত স্বর্গারোহণ করিতে আদেশ করুন, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে আমার নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করা হইবে।

ধর্ম্মনন্দন এইরূপ অনুরোধ করিলে দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আজি তুমি অতুল সম্পদ, পরম সিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপত্ব লাভ করিবে, অতএব অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ! অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ভদ্র লোকের কদাপি বিধেয় নহে, এক্ষণে যদি স্বর্গীয় সম্পত্তি লাভের নিমিত্ত আমাকে এই পরম ভক্ত কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সম্পদে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কুক্কুরের সহিত একত্র অবস্থান করে, সে কখনই স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হয় না। ক্রোধবশ নামক দেবগণ তাহার যজ্ঞ দানাদির ফল বিনষ্ট করিয়া থাকেন, অতএব তুমি অবিলম্বে এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর, ইহাতে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবেন্দ্র! ভক্ত জনকে পরিত্যাগ করিলে, ব্রহ্মহত্যা-সদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়, অতএব আজি আমি আত্মসুখের নিমিত্ত কখনই এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিব না। ভীত, ভক্ত, অনন্যগতি, ক্ষীণ ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকি।

ইন্দ্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কুক্কুর যজ্ঞ, দান ও হোমক্রিয়া দর্শন করিলে, ক্রোধবশ নামক দেবগণ ঐ সমুদায় কার্য্যের ফল ধ্বংস করিয়া থাকেন! কুক্কুর অতি অপবিত্র জন্তু। অতএব তুমি অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ

কর, তাহা হইলে তোমার অনায়াসে পরম পবিত্র দেবলোক লাভ হইবে। যখন তুমি প্রাণাধিকা দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় উৎকৃষ্ট কর্ম্মবলে স্বর্গলাভে অধিকারী হইয়াছ, তখন তোমার এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিবার বাধা কি? তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া এক্ষণে এরূপ বিমোহিত হইতেছ কেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ! ইন্দ্রলোকে কাহারও মৃত ব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ করিবার ক্ষমতা নাই। আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে, আমি তাহাদিগের জীবন দান করিতে সমর্থ নহি বিবেচনা করিয়াই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। উহারা জীবিত থাকিতে আমি উহাদিগকে ত্যাগ করি নাই। আমার মতে ভক্ত জনকে পরিত্যাগ করা শরণাগত ব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মস্বাপহরণ ও মিত্রদ্রোহ এই চারিটী কার্য্যের ন্যায় মহাপাপজনক।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, তাঁহার সমভিব্যাহারী সেই কুক্কুর সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী হইয়া প্রীতমনে মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কুক্কুরবেশে তোমার সহিত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল। পূর্ব্বে আমি দ্বৈতবনে একবার তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ঐ সময় তোমার ভ্রাতৃগণ জল অন্বেষণার্থ গমন করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলে, তুমি ভীম ও অর্জ্জুনের জীবন প্রার্থনা না করিয়া মাদ্রীকে স্মরণ পূর্ব্বক নকুলের জীবন প্রার্থনা করিয়াছিলে এবং এক্ষণেও কুক্কুরকে আশ্রিত বিবেচনা করিয়া দেবরথ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমি তোমার এই দুই কার্য্য দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ স্বর্গলোকে আর কেহই নাই। তুমি এই দেহেই স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক অক্ষয় লোক লাভ করিতে পারিবে।

ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা কহিবামাত্র ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ এবং অন্যান্য দেবতা ও দেবর্ষি সমুদায় তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে দিব্য রথে আরোপিত করিয়া আপনারা দিব্য বিমান সমুদায়ে সমারূঢ় হইলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ সেই দিব্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক তেজ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। তিনি দেবলোকে উপস্থিত হইবামাত্র লোকতত্ত্ববেত্তা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ দেবগণের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, যে সমুদায় রাজর্ষি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আজি মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় যশ ও তেজ দ্বারা তাঁহাদিগের সকলেরই কীর্ত্তি আচ্ছাদন পূর্ব্বক সশরীরে স্বর্গারূঢ় হইলেন। পূর্ব্বে আর কোন ব্যক্তিই সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন নাই।

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির, দেবগণ ও স্বপক্ষীয় পার্থিবগণকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! আমার ভ্রাতৃগণ যে লোকে গমন করিয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক, আমি সেই লোকেই গমন করিব। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সরলভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিয়াছ; অতএব এই স্থানেই অবস্থান কর। কেন তুমি অদ্যাপি মনুষ্যবৎ স্নেহের বশীভূত হইতেছ? আর কেহই কখন তোমার তুল্য সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন নাই। তোমার ভ্রাতৃগণ এ স্থানের অধিকারী নহে। এই স্বর্গভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া মানুষভাবে সমাক্রান্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত। এই দেখ, মহর্ষি ও দেবগণ এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

দেবরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! আমার প্রণয়িণী বুদ্ধিমতী দ্রৌপদী ও আমার পরমপ্রিয় ভ্রাতৃগণ যে স্থানে বাস করিতেছে, সেই স্থানেই গমন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।

মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বাধ্যায়।

সম্পূর্ণ।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা ....
পরিগ্রহণ সংখ্যা..................
পরিগ্রহণের তারিখ